বিজ্ঞাপন।

যবনদিগের রাজত্ব সময়ে আমাদের দেশে আয়ুর্ব্বেদোক্ত চিকিৎসা প্রণালী প্রায় লুপ্ত হইয়াছিল, এক্ষণে স্বদেশীয় বৈদ্যগণ চরক শুশ্রুত প্রভৃতি প্রাচীন গ্রন্থগুলি পুনর্মুদ্রিত করিয়া মৃত প্রায় বৈদ্যশাস্ত্রকে পুনর্জীবিত করিতে চেষ্টা করিতেছেন।

দেশীয় ঔষধ সকল স্বদেশবাসিগণের পক্ষে যে বিশেষ কার্য্যকর তাহা অনেকেই অবগত হইয়াছেন। কিন্তু কি দুঃখের বিষয়! বিজাতীয় ঔষধ সেবনে যেসকল রোগের কিছুমাত্র উপশম হয় না, দেশীয় ঔষধ সেবনে সেই সকল রোগের বিশেষ প্রতিকার হইতেছে দেখিয়াও, বিজাতীয় চিকিৎসার প্রতি সাধারণের এত প্রগাঢ় ভক্তি যে প্রচুর অর্থদানে বিজাতীয় চিকিৎসকগণের সম্মান রক্ষা করা হয় অথচ দেশীয় বৈদ্যদিগকে যথোচিত সমাদর করা দূরে থাকুক বরং হতাদর করা হয় বলিলেও অত্যুক্তি হয় না। উৎসাহাভাবে দেশীয় বৈদ্যগণ শাস্ত্র সম্মত ঔষধ প্রস্তুত করণে শৈথিল্য করায় আয়ুর্ব্বেদ-শাস্ত্র ক্রমে গৌরব হীন হইতেছে এবং বিজাতীয় চিকিৎসকগণ আপনাদের ঔষধের কার্য্যকারিতা দেখাইয়া আয়ুর্ব্বেদশাস্ত্রকে অবৈজ্ঞানিক ও অসার বলিয়া প্রতিপন্ন করিতেছেন।

আয়ুর্ব্বেদ শাস্ত্রান্তর্গত শুশ্রুতাদি বিস্তৃতগ্রন্থ পাঠ করিয়া দ্রব্যগুণ সম্বন্ধে অনেক বিষয় জ্ঞাত হওয়া যায় বটে, কিন্তু উহা সাধারণের বোধগম্য নহে। এই অভাব দূরীকরণার্থে আমি বহুবিধ আয়ুর্ব্বেদীয় গ্রন্থ হইতে সার সঙ্কলন করিয়া "দ্রব্যগুণ সংগ্রহ" নামক এই পুস্তক প্রকাশ করিলাম। ইহাতে দেশীয় চিকিৎসা শাস্ত্রোক্ত ঔষধাদির গুণ, ক্রিয়া, আময়িকপ্রয়োগ ও মাত্রা প্রভৃতি জ্ঞাতব্য বিষয়গুলি সরল ভাষায় লিখিত হইয়াছে এতদ্ভিন্ন শুশ্রুতোক্ত ঔষধ সমূহের গণ, ছয়প্রকার রসের গুণ ও প্রধান প্রধান রোগের ব্যবস্থাও যথাস্থানে সন্নিবেশিত করা হইয়াছে। এক্ষণে স্বদেশবাসী সহৃদয় মহোদয়গণ সমধিক উৎসাহ প্রদর্শন করিলেই শ্রম সফল জ্ঞান করিব।

শ্রীনবীনচন্দ্র পাল।

দ্রব্যগুণ সংগ্রহ।

অগুরু, আগরাই চন্দন।—তিক্ত,উষ্ণ, কটু, (লেপে রুক্ষ)। ব্রণ, কফ, বায়ু, বান্তি, মুখরোগ, চক্ষু ও কর্ণ রোগ নাশক। মাত্রা ১ মাষা হইতে ২ মাষা।

অগ্নিজার।—কটু, উষ্ণ। কফ, বায়ু, সন্নিপাত, শূল, ও অতি শীতরোগ নাশক। পিত্তপ্রদ।

অগ্নিদমনী, শোলা।—কটু, উষ্ণ, রূক্ষ,। বাত, কফ, গুল্ম ও প্লীহ নাশক।

অঙ্কোট, আঁকোড়।—কটু, স্নিগ্ধ। বিষলুতাদি দোষ নাশক, কফ বায়ু নাশক, শুক্ত শুদ্ধি কারক, রেচক। মাত্রা ॥০—২তোলা।

ফল।—শীতল, স্বাদু, শ্লেষ্মনাশক, গুরু, বলকারক, ধাতুপোষক, বিরেচক; বাত, পিত্ত, দাহ, ক্ষয়, দুষ্ট রক্ত নাশক।

অজগন্ধা, বনযমানী, অজমোদা।—কটু, উষ্ণ। বাত, গুল্ম, উদররোগ, ব্রণ ও শূলনাশক; নেত্ররোগনাশক, কৃমিঘ্ন, বস্তি রোগনাশক। মাত্রা ২ মাষা।

অজশৃঙ্গী, গাড়র শিঙ্গি, জিওল।—কটু, তিক্ত, কফ, অর্শ, শূল, শোথ, শ্বাশ হৃদ্রোগ, বিষরোগ, কাস ও কুষ্ঠ নাশক, চক্ষু রোগে হিতকারী। মাত্রা ২ তোলা।

ফল।—তিক্ত, উষ্ণ, কটু। কফ বায়ু নাশক, রুচিকারক।

অঞ্জীর, পেয়ারা।—শীতল, স্বাদু, গুরু। বায়ু, পিত্ত, রক্ত ক্রিমি, শূল, হৃৎ-পীড়া, কফ ও মুখ রোগ নাশক।

অণ্ড।—স্বাদু, কটু, রুচি শুক্র কারক। বাত শ্লেষ্মনাশক।

অতসী।—উষ্ণ, তিক্ত। বাতহারক, শ্লেষ্ম পিত্ত [illegible] বায়ুকফ কাস নাশক। মাত্রা—২তোলা।

অতিবলা, পীতবর্ণবাড়িয়ালা।—তিক্ত, কটু। বাত, কৃমি নাশক। দাহ, তৃষ্ণা বিষ ও ছর্দ্দি নাশক।—মাত্রা ২ তোলা।

অতিমুক্ত, তিনিশবৃক্ষ।—কষায়, শীতল। শ্রমনাশক, পিত্ত, দাহ, জ্বর, উন্মাদ, হিক্কা ও ছর্দ্দি নাশক।—মাত্রা ১ তোলা।

অতিবিষা।—পাচক, গ্রাহী। কফ পিত্ত জ্বর নাশক, আমাতিসার নাশক, কাস, বিষ ও ছর্দ্দি নাশক; কৃমি নাশক।—মাত্রা ৩ রতি।

অত্যম্লপর্ণী, লতা বিশেষ, বল্লি শূরণ।—প্লীহ নাশক, বাত নাশক, অগ্নি-রুচি কারক, গুল্ম শ্লেষ্ম রোগ নাশক।—মাত্রা ৩ মাষা।

অনন্তমূল।—মলবন্ধ কারী, রক্ত পিত্ত নাশক।—মাত্রা ২ তোলা।

অন্ন।—বুদ্ধি শুক্রকর, ইন্দ্রিয় বলকারক।

অপরাজিতা।—হিম, তিক্ত। পিত্তোপদ্রব ও বিষদোষ নাশক, চক্ষুরোগে হিত-কারী, ত্রিদোষ শমতা কারক, শোথকাসনাশক, কণ্ঠের হিতকারী। মাত্রা মূল ২ মাষা।

অপামার্গ, আপাঙ্।—তিক্ত, কফ নিবারক; অর্শ, কণ্ডু, উদরাময় ও বিষরোগ নাশক; ধারক, কান্তি কারক।—মাত্রা ৪ মাষা।

ফল গুণ—স্বাদু, বায়ুকারী।

অহিফেন, আফিং।—সন্নিপাত নাশক, শুক্রবল ও মোহকারক। মাত্রা—॥০ রতি।

অভ্রক।—রসায়ন, স্নিগ্ধ, বল বর্ণ অগ্নিকারক; কুষ্ঠ, মেহ, ত্রিদোষ নাশক। মাত্রা ৪ রতি।

অমৃতফল, নাসপাতি।—বৃষ্য।

অমৃতশ্রবা, রুদন্তী বৃক্ষ, লতা বিশেষ।—রসায়ন, ব্রণনাশক; বিষ, কুষ্ঠ, আম, কামলা ও শোথ নাশক।—মাত্রা ৩ মাষা।

অম্বষ্ঠকী, আকনাদ, নিমুখা।—অতিসার নাশক, ত্রিদোষ নাশক, তিক্ত, গুরু, উষ্ণ। বাত পিত্ত জ্বর, পিত্ত দাহ ও শূল নাশক; ভগ্ন সন্ধান কারী। মাত্রা—১ তোলা।

অম্বুশিরীষিকা, জল [illegible]।—ত্রিদোষ, বিষ, কুষ্ঠ, অর্শ নাশক।

অম্লরুহা।—রুচিকারক, দাহ নাশক, গুল্ম নাশক, আধ্মান নাশক।

অম্ল লোণিকা, আমরুল।—কফ বায়ু নাশক, অগ্নিকারক, গ্রহণী রোগে হিতকারী; কুষ্ঠ ও অতিসার নাশক।—মাত্রা ২ মাষা হইতে ৩মাষা।

অম্লবেতস।—বায়ু কফ অর্শ শ্রম গুল্ম নাশক, অরুচি নাশক, প্লীহা নাশক। মাত্রা ৩ মাষা।

অরণ্য কার্পাসী।—ব্রণ, শস্ত্রক্ষত নাশক।

অরণ্য চটক।—শুক্র কারক।

অরি, খদির ভেদ।—রক্ত পিত্ত নাশক।

অরিমেদ।—শোথও অতিসার নাশক; কাস, বিষ, বিসর্প নাশক। ১তোলা।

অর্ক, আকন্দ।—কটু, উষ্ণ, অগ্নিকারক। বাত, শোথ, ব্রণ, অর্শ, ক্রমি নাশক। কফ দোষ নাশক। মূল ৪ রতি হইতে ৬ রতি।

ক্ষীর।—ক্রিমি দোষ ও ব্রণ নাশক। কুষ্ঠ, অর্শ, উদর রোগ নাশক। প্লীহা, গুল্ম, কাস, শ্বাস নাশক। যকৃৎ নাশক।—মাত্রা ২ রতি।

অর্জ্জক, বাবুইতুলসী।—কটু, উষ্ণ। কফ, বাত, নেত্ররোগনাশক। রুচিকারক, সুখ প্রসব কারক।

অর্জ্জুনবৃক্ষ।—কষায়, উষ্ণ। ব্রণ শোধন কারক; কফ, পিত্ত, শ্রম, তৃষ্ণা, মেদ, মেহ নাশক। মাত্রা—২তোলা।

অলক্ত, লাক্ষা, আলতা।—কফ, পিত্ত, হিক্কা, কাস, জ্বর, কুষ্ঠ, বিসর্প, ক্রমি, ব্রণ ও ক্ষতনাশক।

অলাবু।—হৃদ্য, পিত্তশ্লেষ্মনাশক, বৃষ্য. রুচিকর, ধাতু পোষক, ভেদক, পিত্ত নাশক।

অশোক।—শীতল, হৃদ্য; পিত্ত, দাহ, শ্রম নাশক, গ্রাহী, গুল্ম নাশক; উদরাময় নাশক, কৃমি কারক, অপচি, তৃষ্ণা নাশক। মাত্রা ২ তোলা

অশ্মন্তক, অম্লকুচাই।—পিত্ত, প্রমেহ, বিদাহ, তৃষ্ণা, বিষমজ্বর নাশক। ছর্দ্দি নাশক। ভূত নাশক।—মাত্রা ৩ মাষা।

অশ্বকর্ণ, শাল বৃক্ষবিশেষ, লতা শাল—কটু, তিক্ত, স্নিগ্ধ। কণ্ডু নাশক, বিস্ফোটক নাশক। মাত্রা ২ মাষা।

অশ্বগন্ধা।—কটু, উষ্ণ, তিক্ত। বল শুক্রকারী, বায়ু, কাস, শ্বাস, ক্ষয়, ব্রণ, জরাব্যাধি নাশক; শ্বিত্র নাশক; শোথ নাশক। মাত্রা——২ তোলা

অশ্বত্থ।—মধুর, কষায়, শীতল। কফ পিত্ত নাশক, রক্তদাহ দমনকারক, পক্কফল—যোনিদোষনাশক; দাহ, ছর্দ্দি, শোথ, অরুচি নাশক। অম্লপিত্ত নাশক। মাত্রা—ছাল ২ তোলা, বীজ ৯ রতি ফল ১০ মাষা।

অসন, পিয়াশাল।—কটু, উষ্ণ, তিক্ত। কফ পিত্ত নাশক, গলদোষ ও রক্ত মণ্ডল নাশক।—মাত্রা ২ তোলা।

অস্থিসংহার, হাড়জোড়া।—বালাস্থি ভগ্ন হিতকারী, বায়ু নাশক, বাত শ্লেষ্ম ও অক্ষিরোগ নাশক, কৃমিনাশক, অর্শনাশক, বৃষ্য। মাত্রা শুষ্কচূর্ণ ১৮রতি।

আকাশমাংসী, সূক্ষ্মজটামাংসী।—হিম, শোথ, ব্রণ, নাড়ী রোগ নাশক। লূতা জ্বালা হারক, বর্ণকারী।—মাত্রা ১ মাষা।

আকাশবল্লী, লতাবিশেষ, অমর বেল।—মধুর, কটু। পিত্ত নাশক, শুক্র বর্দ্ধক, রসায়ন, বলকারী। মাত্রা ৩ মাষা।

আখুকর্ণী, লতা বিশেষ।—কটু, উষ্ণ। কফপিত্ত নাশক, সারক, আনাহ, জ্বর শূল নাশক, পবম পাচক, কৃমি নাশক।—মাত্রা ১ মাষা।

অখোট, আকরোট।—বলকারী, মধুর, স্নিগ্ধ। বাত পিত্ত নাশক, রক্তদোষ নাশক।

আঢ়কী, অরহর ডাউল। কষায়, মধুব। কফ পিত্ত নাশক, গ্রাহী।

আতৃপ্য, আতা।—রক্তবর্দ্ধক, বল মাংস কারী। দাহ, রক্তপিত্ত,নাশক। বায়ু নাশক।

আদিত্য পত্র, অর্ক পত্র।—কটু, উষ্ণ।কফ, বাতরোগ, গুল্ম, অরুচি নাশক। মাত্রা ২ তোলা।

আদিত্যভক্তা, হুড় হুড়িয়া।—হিম, তিক্ত, কটু, উগ্র। কফ, ত্বগ্দোষ, কণ্ডু, ব্রণ, কুষ্ঠ, ভূতগ্রহ ও শীত জ্বর নাশক। বিষ্টম্ভও বাত নাশক। মাত্রা১—২ তোলা।

আমলক, কাটআমলা।—কষায়, কটু, শীতল।পিত্তাস্র দোষ নাশক। মাত্রা ৪—৫ মাষা।

আমলকী।—শুক্রকারী, শীত বীর্য্য, অম্লহেতু বায়ু নাশক, মাধুর্য্য জন্য পিত্ত নাশক, রূক্ষহেতু কফ নাশক। দাহ,বমি, মেহ, শোষ, রক্ত দোষও কফ পিত্ত নাশক; তৃষ ছর্দ্দি নাশক; রসায়ন।—মাত্রা৪—৫ মাষা।

আম্র।— বলাম্র ফল।—বায়ু, রক্ত পিত্ত কারী, কফ রোগ নাশক।

মধ্যাম্র।—পিত্ত কারী।

পক্কাম্র।—বর্ণ, রুচি, মাংস, শুক্র ও বলকারক, বায়ুনাশক, ত্রিদোষ শমতাকারক, পুষ্টিজনক, তৃপ্তিকারক।

মধুযুক্তাম্র।—ক্ষয় রোগ, প্লীহা, বাত ও শ্লেষ্মরোগ নাশক।

ঘৃতযুক্তাম্র।—বাত পিত্ত নাশক।

দুগ্ধযুক্তাম্র।—ভেদক, বাত পিত্ত হারক, শুক্র রক্ত বল বর্দ্ধক।

অম্রফলাস্থিগুণ।—তৃষ্ণা, ছর্দ্দি, মেহ ও অতিসার নাশক।

ত্বক গুণ।—কষায়।

মূল গুণ।—রুচি কারক, কষায়, গ্রাহী, শীতল।

পুষ্প গুণ।—অগ্নি কারক, রুচিকারক।

পল্লব।—কফ পিত্ত নাশক।

আমসত্ব।—তৃষ্ণা, ছর্দ্দি, বাত ও পিত্ত নাশক; সারক।

আম্রপেষী, আমষী।—ভেদক, কফ বাত নাশক।

আম্রত্বক।—কষায়, অম্ল। পিত্ত কফ নাশক।— মাত্রা ৫ মাষা।

আরগবধ, সোঁদালী।—জ্বর, হৃদ্রোগ, বাত রক্ত, উদাবর্ত্ত, শূল কণ্ডু, কুষ্ঠ, মেহ বিষ্টম্ভ, বাত ও পিত্ত নাশক। কোষ্ঠ শুদ্ধিকর। মাত্রা ২ তোলা হইতে ৪ তোলা।

আরাম শীতলা।—তিক্ত, শীতল। পিত্ত নাশক, দাহ ও শোথনাশক, বিস্ফোট ব্রণ রোপণ কারক।—মাত্রা ৩ মাষা।

আরুক, আড়।—মধুর, হিম। অর্শ, প্রমেহ, গুল্ম ও রক্ত দোষ নাশক।

আর্ঘ্য, মধু বিশেষ।— চক্ষু রোগে হিতকারী, রক্ত পিত্ত নাশক।—মাত্রা ২ তোলা।

আর্দ্রক, আদা।—উষ্ণ, কটু। শোথ ও কণ্ঠ রোগ নাশক; (লবণ আদা ভোজনান্তে পথ্য) বাত কফ নাশক, সারক, কুষ্ঠ ও পাণ্ডু নাশক মাত্রা—১ তোলা।

আলু।—রক্ত পিত্ত নাশক, শুক্র কারক, স্তনদুগ্ধ কারক, হৃৎকফ নাশক।

আবর্ত্তকী, লতা বিশেষ।—কষায়, অম্ল। শীতবীর্য্যকারী, পিত্ত নাশক।

আশুধান্য।—পিত্ত কারী।

আহুল্য, কাঞ্চনপুষ্প।—তিক্ত, শীতল। চক্ষু রোগে হিতকারী, পিত্তদাহ, মুখ রোগ, কুষ্ঠ, পাণ্ডু, শূল ও ব্রণ নাশক।—মাত্রা ২ তোলা।

ইঙ্গুদী, জীয়াপুতা, লতাফটকী।—কটু, উষ্ণ, ফেণিল, রসায়ন, ব্রণ নাশক। মাত্রা ২ মাষা।

ইন্দ্র চির্ভিটী, যুগ্ম ফল, লতা বিশেষ।—কটু, শীতল। পিত্তশ্লেষ্মা, কাস দোষ, ব্রণ ও কৃমি নাশক।

ইন্দ্রযব।—কটু, তিক্ত, শীতল। কফ, বাত, রক্ত পিত্ত, দাহ ও অতিসার শমন কারক। জ্বর দোষ নাশক। জ্বরাতিসার, রক্তার্শ, কৃমি, বিসর্প ও কুষ্ঠ নাশক। মাত্রা ৩ মাষা।

ইন্দ্রবারুণী।—শ্বাস কাস নাশক; কুষ্ঠ, গুল্ম, গ্রন্থিব্রণ নাশক; প্রমেহ, মূঢ়গর্ভ গণ্ডমালা ও বিষ নাশক; কামলা, পিত্ত, প্লীহা, উদরী নাশক; কৃমি নাশক; জ্বর নাশক। মাত্রা ২ হইতে ৪ রতি।

ইর্ব্বারু, কাঁকুড়।—অজীর্ণকারী, শীতল। পক্ক ফল-দাহ, ছর্দ্দি, তৃষ্ণা, নাশক। ক্লান্তি নাশক।

ইলিশ।—পিত্ত, শ্লেষ্মা, ও অগ্নি বৃদ্ধি কারক। পিত্ত কারক, কফ কারক, বৃষ্য, বায়ু নাশক।

ইক্ষু।—রক্তপিত্ত নাশক, বল শুক্র কফ কারী, মূত্র শুদ্ধি কারক, রক্ত বর্দ্ধক, ভ্রম নাশক, ত্রিদোষ নাশক, সারক, রুচিকর।

উড়ুম্বর।—কফপিত্তনাশক, ব্রণ শোধন ও রোপণ কারক, রক্ত পিত্ত, তৃষ্ণা, মূর্চ্ছা ও দাহ নাশক, গর্ভ রক্ষক। মাত্রা ২ তোলা। ছালের মাত্রা ৫ মাষা।

উৎপল।—পিত্তকফনাশক। দাহ, শ্রম, বমি, ভ্রান্তি, কৃমি ও জ্বর নাশক।

উৎপলিনী, কুমুদিনী।—হিম, তিক্ত। পিত্ত নাশক। রক্তামাশয়, বাত, কফ; কাস, তৃষ্ণা, শ্রম ও বমি শমতা কারক। বীজগুণ রূক্ষ, হিম, গুরু।

উদধিমল, সমুদ্র ফেণা।—শীতল, কষায়, অতি বান্তি কারক। মাত্রা ১মাষা

উপচক্র, চক্রবাক, পক্ষি-বিশেষ।—মাংসগুণ—লঘু, হৃদ্য, উষ্ণ বীর্য্য, বলাগ্নি বৃদ্ধি কারক।

উপোদকী, পুঁইশাক।–কষায়, উষ্ণ, কটু, মধুর। নিদ্রা, আলস্য, বিষ্টম্ভ ও শ্লেষ্মকারী; বল্য।

উশীর,বেনামূল।—ঘর্ম্ম দৌর্গন্ধ, দাহ ও পিত্ত রক্ত রোগে নাশক। মোহ ও ভ্রম নাশক; তৃষ্ণা নাশক। মাত্রা—২ তোলা।

উশীরী, ছোট কাশ্যা।—পিত্ত, দাহ ও ক্ষয় রোগ নাশক। মাত্রা ২ তোলা।

উষ্ট্রকাণ্ডী, পুষ্প বিশেষ।—তিক্ত, উষ্ণ। রুচি কারক,হৃদ্রোগ নাশক,বীজ-বৃষ্য।

উষ্ট্রী।—দুগ্ধ—কুষ্ঠ, শোথ, অর্শ, কৃমি, শূল ও উদরীনাশক। দধি—অর্শ, কুষ্ঠ, কৃমি, শূল ও উদরী নাশক। নবনীত—ব্রণ, কৃমি, বাত ও বিষ নাশক। ঘৃত-কুষ্ঠ, কৃমি, বিষ, বাত, কফ, গুল্ম ও উদরী নাশক। মাংস—বীর্য্য বর্দ্ধক।

এড়গজ, চাকুন্দিয়া।—বায়ু, কফ, কুষ্ঠ, অণ্ডোষ, গুল্ম, উদরী ও অর্শ নাশক।

এণ, হরিণ।—মাংস-কষায়, মধুর। পিত্তরক্ত, কফ ও জ্বর নাশক; সংগ্রাহী, রুচি কারক, হৃদ্য, বলকারী।

এবকা, তৃণ বিশেষ।—হিম। শুক্র বৃদ্ধি কারক, চক্ষুরোগে হিতকারী, মূত্র কৃচ্ছ্র, অশ্মরী, দাহ ও পিত্ত শোণিত নাশক। মাত্রা—১ তোলা।

এবঙ্গ, মৎস্য ভেদ।—মধুর, স্নিগ্ধ, গুরু।

এরণ্ড।—তৈল মধুর, গুরু। অতি শ্লেষ্ম বর্দ্ধক, বাতরক্ত, গুল্ম, হৃদ্রোগ, জীর্ণ জ্বর, নাশক; কৃমি দোষ নাশক; শূল, কুষ্ঠ নাশক, আমবাত নাশক, জ্বর কাস নাশক। মাত্রা ২৪ মাষা হইতে ৩০ মাষা। মূল—শূল, বায়ু, কফ নাশক, শুক্রকারী। স্নেহ মধ্যে এরণ্ড তৈল শ্রেষ্ঠ বিরেচক। চূর্ণ মধ্যে তেউড়ি। রস মধ্যে কারবেল্ল। ফলমধ্যে হরীতকী।

এলঙ্গ,মৎস্যভেদ।—মধুর,বৃষ্য,সংগ্রাহী,কফ বাতনাশক,মেধাঅগ্নি বৃদ্ধিকারক।

এল বালুক, লালুকা।—উগ্র, কষায়, কফ, বাত, মূর্চ্ছা ও জ্বর দাহ নাশক, পরম রুচিকারক। মাত্রা—২ মাষা।

এলা।—শীতল, তিক্ত উষ্ণ, সুগন্ধি। পিত্ত রোগ, কফ নাশক, বাস্তি নাশক, শূল, তৃষ্ণা, ছর্দ্দি, বায়ু নাশক; কোষ্ঠ বদ্ধ নাশক, কফ, শ্বাস, কাস, ও মূত্র কৃচ্ছ্র নাশক। মাত্রা ১ মাষা।

ওকুল, গোধূম কৃত তপ্তা পক্কপিষ্টকবিশেষ —গুরু, বৃষ্য, বল্য, রক্তবাত নাশক। মধুর, হৃদ্য

ওড়িকা, উড়িধান।—শোষণ, রূক্ষ, কফবায়ুবৰ্দ্ধক, পিত্ত নাশক।

ওল্ল, ওল।—অগ্নিদীপন, রুচি কারক, কফ নাশক। লঘু, অর্শঘ্ন। মাত্রা ১০ তোলা।

ওষণী, শাক বিশেষ।—কফ, বায়ু নাশক।

ঔদ্দালক, মধু বিশেষ।—কুষ্ঠ রোগ নাশক। বিষ রোগ নাশক। মাত্রা ২তোলা।

ঔদ্ভিদ।—তীক্ষ্ণ, উৎক্লেদকারী, ক্ষারযুক্ত, কটু, তিক্ত কোষ্ঠ বদ্ধ, আনাহ, ও শূল নাশক। মাত্রা ৫ মাষা।

ঔষরক, খারীলবণ।—কটু, ক্ষার, তিক্ত; বাত, কফ নাশক। বিদাহি, পিত্ত কারী; মল বদ্ধ, ও মূত্র সংশোষ কারী। মাত্রা ২ তোলা।

কক্কোল, কাঁকলা।—কটু, তিক্ত, উষ্ণ, দীপন, পাচন, রুচিকারক। কফ বাত রোগ নাশক। মাত্রা৩ মাষা।

কঙ্কলোড্য, চিঙ্কোড়মূল।—গুরু, শীতল। অজীর্ণকারী। মাত্রা ৩ মাষা।

কঙ্কুষ্ঠ, পার্ব্বতীয় মৃত্তিকা বিশেষ।—কটু, উষ্ণ। কফ, বাত, ব্রণ ও শূল নাশক। রেচক। মাত্রা২ মাষা।

কঙ্গু।—ধাতু শোষক, রূক্ষ, পিত্তশ্লেষ্মনাশক, বায়ুবৰ্দ্ধক, পুষ্টিকারী, ভগ্ন সন্ধানকারী, পিত্ত দাহ নাশক। মাত্রা ১ তোলা।

কচ্ছপ।—মাংস—বাত নাশক, শুক্রবৃদ্ধিকারক, চক্ষুরোগে হিতকারী, বল্য, মেধা স্মৃতি কর, শোথ নাশক। চর্ম্ম—পিত্ত নাশক। পাদ—কুষ্ঠ নাশক। অণ্ড—বাজীকর।

কচু।—ভেদক, গুরু, কটু, আম, বায়ু ও পিত্ত কারী।

কঞ্চট, কাঁচড়া দাম।—শ্লেষ্মকারী, ধারক, হিম, রক্ত পিত্ত নাশক, বায়ু হর।

কটভী, নয়া কটকী, জ্যোতিষ্মতী লতা।—কটু, উষ্ণ। গুল্ম, বিষাধ্মান শূল দোষ নাশক; বাত, কফাজীর্ণ নাশক। কফ ও শুক্রকর। ২ মাষা।

কটুকা, কটকী।—পাচয়ন্ত্রী, কটু, তিক্ত; শীত, রক্তপিত্ত, দাহ, শ্বাস, ও জ্বর নাশক। সারঙ্ক, কুষ্ঠ নাশক, কৃমিঘ্ন। মাত্রা ৫ মাষা।

কটুতুণ্ডী, কটুতরই।—কটু, তিক্ত, রেচক, রক্তপিত্ত নাশক।

কটুতুম্বী, তিৎলাউ।—কটু, তীক্ষ্ণ, বান্তিকারক; শ্বাস, বাত, কাস, শোথ, ব্রণ ও শূক বিষ নাশক। পাণ্ডু, কৃমি, কফ ও বায়ু নাশক। প্লীহা নাশক, উদরী নাশক। মাত্রা ১ রতি।

কটফল, কায়ফল।—তিক্ত, কটু। বাত, কফ, জ্বর, শ্বাস, প্রমেহ, অর্শ, কাস, ও অরুচি নাশক; মুখ রোগ নাশক। মাত্রা ২ রতি হইতে ৮ রতি।

কট্বী, লতা বিশেষ।—মধুর, শীত। কফ, শ্বাস ও জ্বর নাশক। রাজ যক্ষ্মা নিবারক। মাত্রা ৩ মাষা।

কণগুগ্গুলু।—কটু, উষ্ণ, সুগন্ধি। বাত, শূল, গুল্ম, উদরাধ্মান ও কফ নাশক। রসায়ন। মাত্রা ২ মাষা।

কন্টকারিকা।—কটু, উষ্ণ, দীপন। শ্বাস, কাস, প্রতিশ্যায় দোষ, কফ, বাত ও জ্বর নাশক, তৃষ্ণা নাশক; কণ্ডু, কুষ্ঠ ও কৃমি নাশক; পীনসওপার্শ্ব পীড়া নাশক। মাত্রা ২ তোলা।

কন্টকী, কাঁটা বেগুণ।—কটু, তিক্ত, উষ্ণ। কণ্ডু নাশক।

কন্টাফল, কাঁঠাল।—পক্কফলগুণ—রক্তবর্দ্ধক, স্নিগ্ধ, বায়ু পিত্ত নাশক। শ্লেষ্ম শুক্র বলপ্রদ, বৃংহণ, মাংসল। বীজ—রক্ত পিত্ত নাশক, ভ্রম নাশক।

কদম্ব।—তিক্ত, কটু, কষায়। বাত, কফ ও পিত্ত নাশক; শুক্র বর্দ্ধক। হিক্কা নাশক। মাত্রা ২॥০ তোলা। (রস)

কদলী, কলা।—পক্কফল—কষায়, মধুর। বলকারী, শীতল, শুক্র বৃদ্ধিকর; পিত্ত নাশক, ক্লম নাশক, তৃষ্ণা নাশক, হৃদ্য, কফ কৃমি নাশক। কুষ্ঠ, প্লীহা ও জ্বর নাশক। বস্তি শোধক। মূল-বল-কারক, বাত পিত্ত নাশক।

কম্বারী।—কটু, তিক্ত, উষ্ণ। কফ, বাত, শোথ, রক্ত গ্রন্থি ও জ্বর নাশক। দীপন, রুচি কারক। মাত্রা ? মাষা।

কপর্দ্দক, কড়ি।—কটু, তিক্ত, উষ্ণ। কর্ণশূল, ব্রণ, গুল্ম, শূল ও নেত্র দোষ নাশক।

কপিকচ্ছু, আলকুশী।—স্বাদুরস, শুক্র বৃদ্ধিকারী; বাত, ক্ষয় ও ব্রণ নাশক। বীজগুণ—বাত শমনকারী, পরম বাজীকর, কফ বাত নাশক। মাত্রা ১ তোলা।

কপিঞ্জল, চাতক পক্ষী।—মাংসগুণ—লঘু; শীত, কফ ও রক্ত পিত্ত নাশক। অগ্নিকারক। শুক্র বৃদ্ধিকর।

কপিত্থ, কতবেল।—অম্ল, উষ্ণ। কফ নাশক, গ্রাহী, বায়ু বৰ্দ্ধক। কণ্ঠ রোগকারী, বিষহর, রুচিকর। শ্বাস, বমি, শ্রম ও ক্লম হর, কণ্ডুঘ্ন। মাত্রা ৪ তোলা।

কপিলদ্রাক্ষা, কিস্‌মিস্‌।—মধুর, শীত, হৃদ্য। দাহ, মূর্চ্ছা, জ্বর, শ্বাস, তৃষ্ণা ও হৃল্লাস নাশক।

কপোত।—বীর্য্য বল বৃদ্ধি কারক, বাত পিত্ত নাশক।

কমল।—শীতল, স্বাদু, রক্ত পিত্ত ও ভ্রম নাশক।

সন্তাপ নাশক। মাত্রা ৪ তোলা।

কম্পিল্লক, কমিলা।—বিরেচক, কটু, উষ্ণ। ব্রণ, কফ, কাস ও কৃমি নাশক। মাত্রা ৩ মাষা।

করঞ্জ।—ফলগুণ—কটু, উষ্ণ। চক্ষু রোগে হিতকারী, বাত নাশক। কফ, মেহ, অর্শ, কৃমি ও কুষ্ঠ নাশক। পত্রগুণ—কফ, বাত, অর্শ, কৃমি ও শোথ নাশক; ভেদক, পিত্ত বৰ্দ্ধক। তৈল—বাত নাশক; কুষ্ঠ, কণ্ডু ও বিসূচিকা নাশক। তীক্ষ্ণ, উষ্ণ। লেপনে নানাবিধ চৰ্ম্ম দোষ নাশক।

করমর্দ্দক।—পক্কফল—ত্রিদোষ নাশক। অরুচি বিষ নাশক। পিপাসা নাশক।

করবীর, অশ্বঘ্ন।—কটু, তীক্ষ্ণ। কুষ্ঠ কণ্ডু নাশক। ব্রণ বিস্ফোটক শমন কারক। মাত্রা ॥০ রতি।

করীর, বাঁশের কোঁড়া।—শ্লেষ্ম নাশক। কষায়, দাহ জনক।

করীর, উষ্ট্রপ্রিয় কণ্টক বৃক্ষ।—আধ্মান কারী, কষায়, কটু, উষ্ণ। শ্বাস নাশক, শূল নাশক, ব্রণ দোষ নাশক।

করুণ, করুণা লেবু।—ফলগুণ—কফ, বায়ু, আম ও মেদ নাশক।

করুণী, পুষ্প বৃক্ষ বিশেষ।—কটু, তিক্ত, উষ্ণ। বায়ু কফ নাশক।

কর্কট।—বায়ু পিত্ত নাশক। বলকারী।

কৰ্কট শৃঙ্গী।—তিক্ত, গুরু, উষ্ণ। বায়ু, হিক্কা, অতিসার, কাস ও শ্বাস নাশক। মাত্রা ৪ মাষা।

কর্কটী কাঁকুড়।—মধুর, শীতল, রক্ত পিত্ত নাশক। কফ দোষ কারী, মূত্র-রোধ নাশক।

কর্কোটিক, কাঁকরোল।—শুক্র কফ পিত্ত নাশক। রুচি কারক। মাত্রা২ তোলা।

কর্চ্চূর, কচূর।—কটু, তিক্ত, উষ্ণ। কফ কাস ও গলগণ্ড দোষ নাশক।

কর্ণস্ফোটা, কানফাটা, লতা বিশেষ।—কটু, তিক্ত, হিম। সর্ব্ববিষ, গ্রহ ভূতাদি দোষ ও সর্ব্ব ব্যাধি নাশক। মাত্রা ১ তোলা।

কর্দ্দম, কাদা।—শীতল, রূক্ষ, ব্রণ শোধন ও রোপণ কারক; শোথ নাশক। বিষ রোগ, বেদনা ও দাহ নাশক।

কর্পূর।—শিশির, তিক্ত, কটু। শ্লেস্ম, রক্ত পিত্ত, তৃষ্ণা, বিদাহ ও কণ্ঠস্থ দোষ নাশক। মাত্রা ৪ রতি।

কর্ব্বুদার, শ্বেত কাঞ্চন।—গ্রাহী, রক্ত পিত্ত নাশক। মাত্রা ২ তোলা।

কর্ম্মরঙ্গ, কামরাঙ্গা।—অম্ল পিত্ত কারক, মধুবাম্ল, বল পুষ্টিকারক।

কলমধান্য, শালিধান্য বিশেষ।—রক্ত দোষ ও ত্রিদোষ নাশক। চক্ষু রোগে হিত কারী।

কলম্বী।—স্তন্য দুগ্ধ শুক্র শ্লেস্ম কারী, মধুর, কষায়। মাত্রা ৭২ রতি। শুষ্ক ৫ তোলা।

কলায়, মটর, বাঁটুল।—বাত রুচি পুষ্টি ও আম দোষ কারী; পিত্ত, দাহ ও কফ নাশক। শীত, কষায়, ভেদক।

কশেরুক, কেশুর।—গুরু, বিষ্টম্ভকারী, শীতল। রক্তপিত্ত নাশক, দাহ ও শ্রম নাশক।

কস্তুরী।—সুরভি, তিক্ত। চক্ষু রোগে হিতকারী, কফ দৌর্গন্ধ নাশক, রক্ত পিত্ত ও ছর্দ্দি নাশক। মাত্রা ২ রতি।

কাংস্য।—তিক্ত, উষ্ণ। চক্ষু রোগে হিতকারী, বাত কফ বিকার নাশক। রূক্ষ, কষায়, রুচিকারী, লঘু, দীপন, পাচন, সারক ও পিত্ত নাশক। মাত্রা ১ রতি।

কাক মাংস।—ক্ষয় নাশক। চক্ষু রোগে হিত কারী।

কাকজঙ্ঘা।—তিক্ত, উষ্ণ। কৃমি, ব্রণ, কন্ড ও [illegible] নাশক। বিষম জ্বর নাশক। মাত্রা ৩ মাষা।

কাকজম্বু, বনজম্বু।—দাহ, শ্রম ও অতিসার নাশক। শুক্র কারক, বল্য, মাত্রা ৬ মাষা।

কাকতিন্দুক, মাকড়াগাব।—কষায়, অম্ল, গুরু। বাত বিকার নাশক, বান্তি নাশক, পিত্ত নাশক।

কাকতুণ্ডী, কাকঠুঁটি, শ্বেতকুঁচ।—কটু, উষ্ণ, তিক্ত, রসায়ন। বাত দোষ নাশক। পলিত স্তম্ভিত। মাত্রা।০ রতি।

কাকমাচী, গুড়কামাই।—কটু, তিক্ত, উষ্ণ। কফ, শূল, অর্শ, শোথ, কুষ্ঠ ও কণ্ডু নাশক। ত্রিদোষ নাশক, রসায়ন, ভেদক। মাত্রা ২ তোলা।

কাকলী দ্রাক্ষা, বেদানা কিষমিষ।—মধুর, অম্ল, রসাল। রুচি কারক, শ্বাস ও হৃল্লাস নাশক।

কাকোডুম্বরিকা, কাকডুমুর।—শীত, কষায়। ব্রণ নাশক, গর্ভ রক্ষক, স্তন দুগ্ধ কারক।

কাকোলী।—শীতল, মধুর। ক্ষয়, পিত্ত, বায়ু, রক্ত দাহ ও জ্বর নাশক; কফ শুক্র বর্দ্ধক।

কাচলবণ, কালালবণ, বিটলবণ।—পিত্তকারী; কফ, বাত, গুল্ম ও শূল নাশক। অগ্নি দীপন কারক। মাত্রা।০ তোলা।

কাঞ্জিক।—বাত, শোথ, পিত্ত জ্বর, দাহ, মূর্চ্ছা, শূল ও আধ্মান নাশক। হৃদ্রোগ নাশক; পাণ্ডু ও কৃমি রোগ নাশক, অগ্নিকারক।

কাতল।—উষ্ণ, মধুর, গুরু, ত্রিদোষ কারী।

কাদম্ব, বালিহংস।—বায়ু ও রক্ত পিত্ত নাশক, ভেদক, শুক্র কারক।

কানক, জয়পালবীজ।—তীক্ষ্ণ, উষ্ণ, সারক। মাত্রা ॥০ রতি।

কারবেল্ল।—ধারক, রক্ত পিত্ত রোগ নাশক, রুচিকর।

কার্পাসী।—মধুর, শীত। স্তন দুগ্ধ কারী; পিত্ত, কফ, তৃষ্ণা ও মূর্চ্ছা নাশক। বল্য, ভ্রান্তি নাশক। বীজ—বৃষ্য।

কালশাক।—সারক, রুচিকর, বল্য, বায়ুকর, কফ ও রক্ত পিত্ত নাশক।

কালিঙ্গ, তরমুজ।—শীতল, গ্রাহী, গুরু। শুক্র নাশক, পিত্ত নাশক, দৃক নাশক, কফ বাত কারী।

কাশকেশ্যা।—রুচিকর, পিত্ত দাহ নাশক, বল্য, শুক্র কারী; শ্রম, শোষ ও কফ নাশক, মূত্র কৃচ্ছ্র নাশক। মাত্রা ২ তোলা।

কাষ্ঠকদলী।—রুচিকর, রক্ত পিত্ত নাশক। হিম, গুরু। মাত্রা ৫ টা।

কাসীস, হিরাকসী।—কষায়, শিশির। বিষ, কুষ্ঠ, কৃমি ও খর্জ্জু নাশক। চক্ষু রোগে হিত কারী, কান্তি বর্দ্ধক। মাত্রা ২ রতি।

কিঞ্জল্ক, নাগকেশর পুষ্প।—মধুর, রূক্ষ, কটু, আস্য, ব্রণ নাশক; পিত্ত, তৃষ্ণা ও দাহ নাশক। শোথ নাশক।

কিরাততিক্ত, চিরতা, ভূনিম্ব।—বায়ু বৃদ্ধিকর, রূক্ষ, কফ পিত্ত জ্বর নাশক, সারক, কৃমিঘ্ন; সন্নিপাতজ্বর, শ্বাস ও দাহ নাশক। কাস, শোথ, কুষ্ঠ ও ব্রণ নাশক; কণ্ডু নাশক। মাত্রা ১০ মাষা হইতে ২ তোলা।

কিলাট, ছানা।—স্নিগ্ধ,গুরু, বৃষ্য, পিত্ত নাশক।

কুকুন্দর, কোকশিম, কুক্কুরশোঁকা।—কটু, তিক্ত। জ্বর, রক্ত কফ নাশক; মূল—মুখ শোষ নাশক; মাত্রা ১ তোলা।

কুক্কুট।—বৃংহণ, চক্ষু রোগে হিত কারী, শুক্র কফ কারক; বাত, পিত্ত, ক্ষয়, বমি ও বিষম জ্বর নাশক।

কুঙ্কুম কেশর।—সুরভি, তিক্ত, কটু, উষ্ণ। কাস, বাত, কণ্ঠরোগ, মূর্দ্ধশূল ও বিষদোষ নাশক। কান্তিকর, রেচক, কণ্ডু নাশক, বল্য, হৃদ্দোষ নাশক। মাত্রা ৪ রতি।

কুটজ, কুরচি।—তিক্ত, উষ্ণ, কষায়। অতিসার নাশক, রক্তপিত্ত ও হৃদ্দোষ নাশক, অর্শঘ্ন,কফনাশক, দীপন, রূক্ষ, সংগ্রাহী,হিম। মাত্রা ২মাষা।

কুণঞ্জর, বন বেতুয়া।—মধুর, রুচি কারক, দীপন, পাচন, ত্রিদোষ নাশক, সংগ্রাহী, পিত্ত শ্লেষ্মা নাশক।

কুন্দ।—শীত, লঘু, কফ পিত্ত নাশক, সারক, দীপন; পুষ্প—গ্রাহী।

কুন্দুরু।—মধুর, তিক্ত, তীক্ষ্ণ। হৃদ্দোষ নাশক, দাহ নাশক, প্রদর নাশক, জ্বর নাশক।

কুমুদ।—শীতল, স্বাদু, তিক্ত। কফ, রক্ত দোষ, দাহ, শ্রম ও পিত্ত নাশক।

কুম্ভতুম্বী, গোল লাউ।—মধুর, শীতল, কফপিত্ত নাশক। শ্বাস, কাস ও জ্বর নাশক।

কুম্ভিকাপানা।—মূত্র কারক। মাত্রা ২ মাষা।

কুলঞ্জন।—কটু, তিক্ত, উষ্ণ, দীপন। মুখদোষ নাশক

কুলথ।—কফ, বাত, গুল্ম, শুক্রাশ্মরী, শ্বাস, কাস ও প্রমেহ নাশক। বৃংহণ, গ্রাহী। মাত্রা—১০ তোলা।

কুশ।—ত্রিদোষ নাশক। মূত্রকৃচ্ছ্র, অশ্মরী, তৃষ্ণা, বস্তিরোগ ও প্রদর নাশক। মাত্রা ২ তোলা।

কুষ্ঠ, কুড়।—উষ্ণ, কটু, স্বাদু, শুক্রল, বিসর্প নাশক, কাস নাশক, বায়ু কফ নাশক, জ্বরঘ্ন, শোথ নাশক; অরুচি ও শ্বাস নাশক, পার্শ্বশূল নাশক; কুষ্ঠ, কণ্ডু, খর্জ্জু ও দদ্রু নাশক। হিক্কা নাশক। মাত্রা ১০ মাষা।

কুষ্মাণ্ড, কুমড়া।—বৃংহণ, বৃষ্য, বস্তিশুদ্ধিকর। বাত নাশক, রক্ত পিত্ত মূত্রাঘাত, প্রমেহ ও অশ্মরী নশক, রক্তপিত্ত নাশক, জীর্ণাঙ্গ পুষ্টি কারক, শুক্র বৃদ্ধি কারী, অরুচি নাশক, বলকারী। মাত্রা ২০ তোলা।

কুসুম্ভ, কুসম ফুল।—শাক—মধুর, কটু, উষ্ণ। দৃষ্টি প্রসাদন কারী, অগ্নিকারক, রুচিকর, কফ বায়ু নাশক, পিত্তকারী।

কৃশরা।—শুক্র বলকারী, পিত্ত কফ দায়ক।

কৃষ্ণজীরক, কেলেজীরা।—কটু, উষ্ণ। কফ, শোথ ও জীর্ণ জ্বর নাশক। অতিসার নাশক, গর্ভাশয় শুদ্ধি কারক, সংগ্রাহী, মেধা কারক, ছর্দ্দিঘ্ন, বল্য, রুচ্য, বৃষ্য, আধ্মান নাশক, চক্ষুষ্য। মাত্রা ২ মাষা।

কৃষ্ণ ধুস্তূরক।—কটু, উষ্ণ। কান্তিকর। ব্রণ, ত্বগ্দোষ, খর্জ্জু, কণ্ডু, জ্বর ও ভ্রম নাশক। মাত্রা ১ বীজ।

কৃষ্ণমুদ্গ।—ত্রিদোষ দাহ নাশক, বলবীর্য্য পুষ্টি দায়ক, মধুর, লঘু।

কৃষ্ণমৃৎ।—ক্ষত, দাহ, প্রদর ও শ্লেষ্ম পিত্ত নাশক।

কৃষ্ণশালি।—ত্রিদোষ দাহ নাশক, পুষ্টিকর, বীর্য্য বর্দ্ধক, বর্ণ কান্তি বলকারক।

কৃষ্ণসার। মাংস—সংগ্রাহী, রুচি বল কারক, জ্বর নাশক।

কৃষ্ণাগুরু।—কটু, উষ্ণ তিক্ত, (লেপে) শীতল। (পানে) পিত্তহর, কর্ণাক্ষি রোগ নাশক। মাত্রা ১ মাষা।

কৃষ্ণার্জক, কালতুলসী।—কটু, উষ্ণ। কফ বাত নেত্র রোগ নাশক। মাত্রা-বীজ ৩ মাষা।

কৃষ্ণেক্ষু, কাজলা ইক্ষু।—ত্রিদোষ নাশক।

কেতকী।—মধুর, তিক্ত, কটু। কফ নাশক, বর্ণকারী, লঘু, দুর্গন্ধ নাশক, বৃংহণ, পিত্ত কফ নাশক, রসায়ন। মাত্রা ৫ মাষা।

কেমুক, কেঁউ।—মূল—কফ পিত্ত নাশক, অগ্নি কারক, গ্রাহী, জ্বর কুষ্ঠ কাস ও প্রমেহ নাশক। মাত্রা ১ তোলা।

কেশরাজ।—কটু, তিক্ত, রূক্ষ,। কফ বাত নাশক, কেশ্য, ত্বচ্য, চক্ষুষ্য, কৃমিঘ্ন, শ্বাস কাস শোথ নাশক, দন্ত রোগ নাশক, রসায়ন, বল্য, কুষ্ঠ ও নেত্র রোগ নাশক, শিরোবর্ত্তি নাশক, অগ্নি কারক, পাণ্ডু নাশক, শ্বিত্র নাশক। মাত্রা রস ২।৷৹ তোলা।

কোকিলাক্ষ, কুলিয়াখাড়া।—আমবাত ও বাতরক্ত নাশক, পিত্তাতিসার নাশক, শুক্র কারী। মাত্রা ১ তোলা।

কোদ্রব, কোদা।—বাতল, গ্রাহী, পিত্ত কফ নাশক, মধুর, তিক্ত, রূক্ষ।

কোল, বদরিফল।—শুক্রল, বৃংহণ ; পিত্ত দাহ, ক্ষয় ও তৃষ্ণা নাশক। বায়ু কফ নাশক। পক্ক ফল—বায়ু পিত্ত নাশক। মজ্জা—ছর্দ্দি নাশক।

কোবিদার, রক্ত কাঞ্চন বৃক্ষ।—হিম, গ্রাহী, শ্লেষ্ম পিত্ত নাশক ; কৃমি কুষ্ঠ, গুদভ্রংশ, গণ্ডমালা ও ব্রণ নাশক। প্রদর নাশক, ক্ষয় কাস নাশক, মূত্র কৃচ্ছ্র নাশক, রক্ত পিত্ত নাশক। মাত্রা ২ তোলা।

কোশাতকী, ঝিঙ্গা।—শিশির, কটু, কষায়। পিত্ত বাত কফ নাশক, মলাধ্মান শোধক।

মহাকোশাতকী, লেম্বুয়া, ধুঁতুল।—পিত্ত বায়ু নাশক, শ্বাস জ্বর ক্রিমি নাশক।

কোষাতকী, ঘোষালতা।—ফল-কফার্শ নাশক, আমাশয় শুদ্ধি কারক।

খটী, খড়ী।—মধুর, শীতল। পিত্ত দাহ, ব্রণ দোষ ও নেত্র রোগ নাশক ; অম্ল পিত্ত নাশক। মাত্রা ২ মাষা।

খড়্গী, গণ্ডার।—মাংস-বলকারী, বৃংহণ, গুরু। কফ বায়ু নাশক, কষায়, মূত্র বন্ধ কারী, আয়ু বৃদ্ধি কারী।

খদির।—শীতল, দন্ত্য। কণ্ডু, কাস, অরুচি, মেদ, কৃমি, মেহ, জ্বর, ব্রণ, শ্বিত্র, শোথ, পাণ্ড ও কুষ্ঠ নাশক; বিসর্প নাশক। মাত্রা ১ মাষা হইতে ২ মাষা।

খর্জ্জুর।—মধুর, শীতল, গুরু। ক্ষয়, অভিঘাত, দাহ, বাত ও পিত্ত রোগ নাশক। বৃংহণ, শুক্র বৃদ্ধি কারক, রক্ত পিত্ত নাশক, তৃষ্ণা নাশক, কাস শ্বাস নিবারক।

খর্পরীতুল্য।—কটু, তিক্ত। চক্ষুর্হিত, রসায়ন, ত্বগ্দোষ শমনকারী। মাত্রা ১ রত্তি।

খলিশ।—গ্রাহী, কষায়। বায়ু কোপনকারী, রূক্ষ, লঘু, শূল নাশক, আম নাশক।

খাখস, পোস্তদানা।—বল্য, বৃষ্য, বায়ু নাশক।

খদিরসার।—কটু, তিক্ত, উষ্ণ। কফ, বাত, ব্রণ ও কণ্ঠ রোগ নাশক।

গজপিপ্পলী।—কটু, উষ্ণ। বাত নাশক, ভেদক, আগ্নেয়, স্তন কর্ণ বৃদ্ধি কারক, বাতশ্লেষ্মা নাশক; অতিসার, শ্বাস, কৃমি ও কণ্ঠ রোগ নাশক।

গড়ুক, গড়ুইমাছ।—মধুর, রূক্ষ, কষায়, শীতল, লঘু।

গড়লবণ, সামরলবণ।—উষ্ণ, মল নাশক, দীপন, কফ বাত অর্শ নাশক।

গণিকারিকা।—কটু, উষ্ণ, তিক্ত, বায়ু কফ নাশক। শোথ, শ্লেষ্মা, মন্দাগ্নি অর্শ, মল বদ্ধ, শ্রম, দাহ ও শোষ নাশক। মাত্রা ২ তোলা।

গণ্ডদূর্ব্বা, গাঁটীয়া দূর্ব্বা।—মধুর। বাত, পিত্ত জ্বর, ভ্রম, ত্রিদোষ নাশক। দাহ, তৃষ্ণা, কুষ্ঠ, ও পিত্ত নাশক।

গন্ধক।—কটু, উষ্ণ, তীব্রগন্ধ, অতি বহ্নিকারী। বিষ, কুষ্ঠ, কণ্ডু, ও ত্বগ্দোষ নাশক; কৃমি প্লীহা ও নেত্র রোগ নাশক; শ্বেতগন্ধক কুষ্ঠ নাশক, পীতগন্ধক রসায়ন। মাত্রা ৪ মাষা।

গন্ধকোকিলা।—স্নিগ্ধ, উষ্ণ, কফ নাশক, তিক্ত, সুগন্ধি।

গন্ধতৃণ।—সুগন্ধি, তিক্ত, রসায়ন স্নিগ্ধ, মধুর, শীতল, কফ পিত্ত শ্রম নাশক।

গন্ধনাকুলী, রাস্না।—তিক্ত, কটু, উষ্ণ, বিষ নাশক, লূতা বৃশ্চিক আখু বিষ নাশক, জ্বর, কৃমি ও ব্রণ নাশক। মাত্রা ২ তোলা।

গন্ধশালি, শালিধান্য বিশেষ।—মধুর,অতি বৃষ্য।

গন্ধালী, গাঁধালী।—বৃষ্য। বাত রক্ত ও কফ নাশক। মাত্রা ৪ মাষা।

গম্ভারী।—কটু, তিক্ত, গুরু, উষ্ণ। মধুর, গ্রাহী, কেশ্য, রসায়ন, মেধ্য, শীতল, দাহ ও পিত্ত নাশক। দীপনী, পাচনী, মেধ্যা, ভেদিনী, ভ্রম ও শোষ নাশক। ফল—বৃংহণ, বৃষ্য, কেশ্য, রসায়ন। দাহ, তৃষ্ণা, বাত, রক্ত পিত্ত, ক্ষত ও ক্ষয় নাশক। মূত্র রোধ নাশক। অর্শ নাশক। মাত্রা ২ তোলা।

গর্গর, গাগর।—মধুর, স্নিগ্ধ। বাত পিত্ত নাশক, বায়ু নাশক।

গর্জর।—মধুর, রুচিকারক। কফ, অধ্মান, ক্রিমি, শূল, দাহ, পিত্ত, তৃষ্ণা, রক্তপিত্ত, অর্শ, গ্রহণী ও বাত নাশক।

গন্ধরাজ পুষ্প।—পিত্ত নাশক।

গর্দ্দভ।— মাংস—বল প্রদ। মূত্র—কটু, উষ্ণ, তিক্ত, ক্ষার। কফ, মহাবাত, ভূত, কম্প ও উন্মাদ নাশক। গর্দ্দভী দুগ্ধ—বল্য, বাত শ্বাস নাশক। দধি—বাত দোষ নাশক। নবনীত—মূত্র দোষকারী।

গর্ভদ, পুত্রজীব।—মধুর, শীতল। নারীপুষ্পাদি দোষ, পিত্ত দাহ ও শ্রম নাশক। মাত্রা পত্র ১ টা।

গিরিকদলী।—মধুব, হিম। বল বীর্য্য বৃদ্ধি কারক, তৃষ্ণা পিত্ত দাহ ও শোষ নাশক, হৃদ্য।

গুগ্গুলু।—কটু, তিক্ত, উষ্ণ। কফ, মারুত, কাস, কৃমি, বাতোদর, শোথ ও অর্শ নাশক। রসায়ন, মেদ কুষ্ঠ নাশক; সারক, বৃষ্য, ব্রণ ও গণ্ডমালা নাশক। মাত্রা ২ মাষা।

গুচ্ছ করঞ্জ।—কটু, তিক্ত, উষ্ণ। বিষ, কণ্ডু, বিচর্চ্চিকা, কুষ্ঠ ও ত্বগ্দোষ নাশক।

গুঞ্জা।—বীজগুণ—তীক্ষ্ণ, উষ্ণ। কুষ্ঠ ব্রণ নাশক; শিফাগুণ—বান্তিকারী, শূল বিষ নাশক, (বশীকরণে শ্বেত প্রশস্ত) মাত্রা ।০রতি।

গুড়।—বৃষ্য, স্নিগ্ধ, গুরু। বাত নাশক, মূত্র শোধক; মেদ, কফ বল ও কৃমি কারক। পুরাতনগুড়—পাণ্ডু প্রমেহ ও শ্রম নাশক; জ্বর নাশক।

গুড়ত্বক।—অরুচি, কণ্ডু, হৃদ্রোগ, বস্তি রোগ, বাত, অর্শ, কৃমি ও পীনস রোগ নাশক। মাত্রা ৩ মাষা।

গুড়ূচী, গুলঞ্চ।—জ্বর নাশক, রসায়ন, বয়স্থা। কটু, তিক্ত, স্বাদু, সংগ্রাহী, কষায়, উষ্ণ, লঘু, বল্য, অগ্নি দীপন। তৃষ্ণা, দাহ, মেহ, কাস, পাণ্ডু, কামলা, কুষ্ঠ, কৃমি ও বমি নাশক। ভ্রম নাশক, রক্ত পিত্ত নাশক, বলকারী। মাত্রা ২ তোলা।

ঘৃতসহ বাত রোগে। গুড়সহবিবন্ধ রোগে। চিনিসহ পিত্ত রোগে। মধুসহ কফ রোগে। এরণ্ড তৈলসহ উগ্রবাত রোগে। শুঁঠসহ আমবাত রোগে।

গুণ্ড (যাহার কন্দ কেশুর)।—মধুর, শীতল। কফ পিত্তাতিসার ও দাহ নাশক।

গুণ্ডাসিনী, যবাসা।—কটু। পিত্ত দাহ, শ্রম, শোথ ও ব্রণ নাশক। তিক্ত, উষ্ণ। মাত্রা ২ তোলা।

গুন্দ্র, শরতৃণ।—কষায়, মধুর, হিম। পিত্ত রক্ত ও মূত্রকৃচ্ছ্র নাশক। স্তন্য, শুক্র রজো মূত্র শোধন কারক।

গুবাক।—স্বাদু, তিক্ত, কষায়। বল প্রাণ শুক্র বৃদ্ধি কারী। মূত্র রোগ নাশক, ত্রিদোষ নাশক।

গৃঞ্জন, সালগম।—কটু, উষ্ণ। কফ বাত গুল্ম নাশক। রুচ্য, দীপন, হৃদ্য। মাত্রা মূল ১ তোলা বীজ অর্দ্ধ রতি।

গৈরিক, গেরিমাটী।—মধুর, শীতল, কষায়। ব্রণ রোপণ কারক, বিস্ফোট অর্শ ও অগ্নি দাহ নাশক।

গোজিহ্বা।—বাতলা, শীতল, গ্রাহী, কফ পিত্ত নাশক; প্রমেহ, কাস ও জ্বর নাশক; ব্রণ সংরোপণ।

গোধা।—মাংস—বাতশ্বাস কাস নাশক, রক্ত শুক্র বলকারী।

গোধাপদী, গোয়ালিয়ালতা, মুষলী।—কটু, উষ্ণ। ভূত, ভ্রান্তি ও অপস্মার দোষ নাশক। রসায়ন। (তালমূলী) মাত্রা ২ তোলা।

গোপাল কর্কটী, গোয়াল কাঁকর।—শীতল, মধুর। পিত্ত, মূত্র কৃচ্ছ্র, অশ্মরী, মেহ, দাহ ও শোষ নাশক।

গোমূত্র।—কটু, তিক্ত, উষ্ণ, লঘু। কফ, বাত ও ত্বগ্দোষ নাশক। পিত্ত কারক, দীপন, মেধ্য। শূল, গুল্ম, আনাহ, কণ্ডূ, অক্ষি ও মুখ রোগ, কিলাস, বাত, আম, বস্তি রোগ, কুষ্ঠ, কাস, শ্বাস, শোথ, কামলা, পাণ্ডু, অতিসার, মূত্র রোধ, কৃমি, শীত, প্লীহা ও কর্ণ শূল নাশক।

গোরক্ষ দুগ্ধা।—মধুর, বৃষ্য, সংগ্রাহী, হিম, সর্ব্ববশ্যকারী।

গোরোচনা।—হিম, তিক্ত, বশ্য, কান্তিকারী, কৃমি কুষ্ঠ নাশক, ভূত উপশমন কারী, শৃঙ্গার হিতকারী, জন মোহন, উন্মাদ নাশক, গর্ভস্রাব নিবারণ কারক। মাত্রা ১ রতি।

গোলোমিকা, শ্বেতদূর্ব্বা।—কটু, তিক্ত; ত্রিদোষ নাশক, গ্রাহী, শূল নাশক. দীপন।

গোক্ষুর।—শীতল, বলপ্রদ, মধুর, বৃংহণ। মূত্র কৃচ্ছ্র, অশ্মরী, মেহ ও বিদাহ নাশক। রসায়ন, বস্তি শোধন কারক, শ্বাস কাস অর্শ ও ব্রণ নাশক, বায়ু নাশক, বৃষ্য। মাত্রা ২ তোলা।

গোদুগ্ধ।—স্বাদু, স্নিগ্ধ। পিত্ত বাতাময় নাশক, মেধ্য, কান্তিকারক, প্রজ্ঞা-কারক, অঙ্গপুষ্টিকারক, বীর্য্যবৃদ্ধিকারী। দধি—বলকারী, গ্রাহী। নবনীত—বর্ণ বল শুক্রকারী, কফ রুচি কান্তি ও পুষ্টি কারী, মধুর, সংগ্রাহক, চক্ষুর্হিত; সর্ব্বাঙ্গশূল, কাস ও শ্রম নাশক। ঘৃত—হৃদ্য; কান্তি, স্মৃতি, বল, মেধা ও অগ্নি বৃদ্ধি কারী, শুক্র কারী; বাত শ্লেষ্মা, শ্রম ও পিত্ত নাশক।

গৌড়ী।—তীক্ষ্ণ, উষ্ণ, মধুর। বাত নাশক, পিত্ত বল কান্তি কারক।

গৌরজীরক।—হিম, রুচিকারী, কটু, মধুর, দীপন। কৃমি, বিষ ও আধ্মান নাশক, চক্ষুর্হিত।

গৌরসর্ষপ।কটু, তিক্ত, উষ্ণ। বাত রক্ত, ত্বগ্দোষ, বিষ, ভূত, ব্রণ, কণ্ডূ, কুষ্ঠ, কোঠ ও ক্রিমি নাশক। রক্ত পিত্ত নাশক, অগ্নি বর্দ্ধক।

গ্রন্থিপর্ণ, গাঁরিয়ালা।—তিক্ত, তীক্ষ্ণ, কটু, উষ্ণ, দীপন, লঘু। কফ, বাত, বিষ, শ্বাস ও কণ্ডূ দৌর্গন্ধ নাশক; জ্বর নাশক।

গ্রাম্য শূকর।—মেদ বল বীর্য্য বর্দ্ধক।

বর্ণ কথন।

১৩। বর্ণও মাতার আহারীয় দ্রব্য জাত রসানুসারে পিঙ্গল, ধবল, কৃষ্ণ, গৌর এবং পাণ্ডুবর্ণ প্রভৃতি বর্ণ সমুদয়ও এই মানব শরীরে উৎপন্ন হুইয়া থাকে।

অস্থি কথন।

১৪। নখাদি অস্থি সম্বন্ধে অত্রি নন্দন চরকে তিনশত ষাটি খানি মাত্র অস্থি বলিয়াছেন। তন্মধ্যে প্রত্যেক পংক্তিতে ষোলটি করিয়া উভয় পংক্তিতে দন্ত বত্রিশটি এবং দন্ত বসান উলুখলও ষোলটি করিয়া বত্রিশটি এইরূপে সাকল্যে দন্তাস্থি চৌষট্টিটি এবং হস্তদ্বয় ও পদদ্বয়ের অঙ্গুলির অস্থি ষাটিটি হস্তদ্বয় এবং পদদ্বয়ে নখাস্থি কুড়িটি; তদ্ভিন্ন হস্তদ্বয় ও পদদ্বয়ের শলাকা কুড়িটি এবং শলাকার অধিষ্ঠান চারিখানি, ও উভয় পদে গুড় মুড়ার অস্থি একখানি করিয়া দুইখানি সেইরূপ পদদ্বয়ের পার্শ্বে দুইখানি করিয়া অস্থি চারি খানি এবং করদ্বয়ের পোঁছার উপরিভাগে টিপীর আকারের ন্যায় অস্থি একখানি করিয়া দুই খানি তদ্রূপ কুনুয়ে এক খানি করিয়া দুইখানি সেইরূপ পার্শ্বদ্বয়ে দুইখানি করিয়া চারিখানি; তদনুরূপ দুইখানি করিয়া উভয় জঙ্ঘায় চারিখানি; জানুতে এক খানি করিয়া উভয় জানুতে দুইখানি। এবং জানুদ্বয়ের খুলি দুইখানি ও উরুতে একখানি করিয়া উভয় উরুতে নলা দুইখানি, এবং বাহুমূলে একখানি করিয়া উভয় বাহুমূলে অস্থি দুইখানি তদ্রূপ স্কন্ধের উভয়দিকে একখানি করিয়া গুঢ় অস্থি দুইখানি ও উভয় স্কন্ধে তক্তার ন্যায় অস্থি একখানি করিয়া দুইখানি এবং স্কন্ধদ্বয়ে খিলের ন্যায় অস্থি একখানি করিয়া দুইখানি; স্কন্ধ সন্ধিতে একখানি এবং তালুতে দুইখানি পাছার দুই পার্শ্বে একখানি করিয়া তক্তার ন্যায় অস্থি দুইখানি। ভগাস্থি একখানি এবং

চকোর।—মাংস—বৃষ্য, বল ও পুষ্টিকারক।

চক্রমর্দ্দ, চাকুন্দিয়া।—কটু, তীব্র ; মেদ, বাত, কফ, ব্রণ, কণ্ডু, কুষ্ঠ, দদ্রু ও পামা নাশক ; পিত্ত, শ্বাস, কৃমি, গুল্ম ও কাস নাশক।

চক্রবাক।—মাংস—লঘু, স্নিগ্ধ, বলপ্রদ।

চটক।—শুক্র বলপ্রদ।

চনক।—মধুর, রুক্ষ, দীপন, বর্ণ্য, বল্য, অরুচি নাশক। আধ্মান কারী, পিত্ত, দাহ ও তৃষ্ণা নাশক। অশ্মরী, শোষ, পীনস, ও শোথ নাশক।

চন্দ্রক, চাঁদা।—রুচি বলকারী।

চন্দন।—কটু, তিক্ত, শীতল। পিত্ত, ভ্রান্তি, বমি, জ্বর, কৃমি, তৃষ্ণা ও সন্তাপ নাশক। বৃষ্য, রক্ত রোগ নাশক। মাত্রা ৩ মাষা হইতে ৪ মাষা।

চন্দ্রশূর।—হিক্কা, বাত শ্লেষ্মা ও অতিসার নাশক। বল্য, পুষ্টিদ। মাত্রা ২মাষা।

চম্পক, চাঁপাকলা।—বাত পিত্ত নাশক, বীর্য্যকারী।

চম্পকপুষ্প।—কটু, তিক্ত, শিশির ; দাহ, কুষ্ঠ, কণ্ডু ও ব্রণনাশক, বিষ, কৃমি ও পিত্ত নাশক।

চবিকা, চই।—কটু, উষ্ণ, লঘু, রেচন, দীপন। কাস, শ্বাস ও শূল নাশক। ভেদক, কফ নাশক। মাত্রা ২ মাষা।

চাতক।—মাংস—রক্ত পিত্ত নাশক।

চিঙ্গট।—গুরু, গ্রাহী, মধুর, বল বর্দ্ধক, বৃষ্য ও মেদ নাশক।

চিচিঙ্গা।—বাত পিত্ত নাশক।

চিতা।—শোথ, কফ, বাতোদর, অর্শ, গ্রহণী, কৃমি, কণ্ডু ও কুষ্ঠ নাশক। মাত্রা ৪ রতি।

চিপিট, চিঁড়া।—বৃংহণ, দুগ্ধযোগে খাইলে বলকারী, বায়ু নাশক ও ভেদক।

চীনা।—বায়ু বর্দ্ধক, শোষক, পিত্ত শ্লেষ্মা নাশক।

চীনকর্পূর।—তিক্ত, উষ্ণ ; কফ, কণ্ঠ দোষ ও কৃমি নাশক, মেধ্য। কুষ্ঠ, কণ্ডু ও বমি নাশক।

চুক্র, চুক।—লঘু, উষ্ণ, বাত গুল্ম নাশক। বাতঘ্ন, কফ পিত্ত কারক। মাত্রা ৩ মাষা।

চ[illegible]পালঙ্ক। [illegible] বায়ু [illegible] পিত্তকারী।

চুম্বক।—মেদ নাশক, বিষ নাশক, শীতল।

চূর্ণ, চুণ।—বাত, শ্লেষ্মা, মেদ ও কৃমি নাশক।

চোরক, পিড়িংশাক।—বাত, কফ, নাসা, মুখরোগ, অজীর্ণ ও কৃমি নাশক। মাত্রা ৫ তোলা।

ছত্রিকা, কোঁড়কছাতা।—শীতল, কষায়, স্বাদু। ছর্দ্দি, অতিসার ও জ্বর নাশক।

ছাগ মাংস।—লঘু, স্নিগ্ধ, রুচি বলপুষ্টি দায়ক, বাত পিত্ত নাশক। বৃংহণ, প্রমেহ ও পীনস নাশক।

ছাগী দুগ্ধ।—মধুর, শীতল, গ্রাহী, দীপন, রক্তপিত্ত, ক্ষয় কাস, অতিসার ও জ্বরনাশক।

ছাগী দধি।—শ্বাস, কাস, অর্শ ও ক্ষয় নাশক।

ছাগীনবনীত।—চক্ষুষ্য, ক্ষয় কাস ও নেত্রাময় নাশক।

ছাত্রকমধু।—শ্বিত্র, মেহ, কৃমি, রক্ত পিত্ত, ভ্রম, তৃষ্ণা ও মোহ নাশক। মাত্রা ২ তোলা।

ছিক্কনী, হাঁচুটী।—কটু, উষ্ণ, তীক্ষ্ণ রুচ্য। বহ্নি ও পিত্তকারী, বাত রক্ত, কুষ্ঠ, কৃমি, বাত ও কফ নাশক। মাত্রা ১ রতি।

জটামাংসী।—কষায়, কটু, শীতল। কফ, ভূত, দাহ ও পিত্ত নাশক। তিক্ত, মেধ্য, বলপ্রদ, বিসর্প ও কুষ্ঠ নাশক। মাত্রা ৪ মাষা।

জপা, জবাপুষ্প।—কেশ্য। কফ পিত্ত জিৎ। মাত্রা ৩ মাষা।

জম্বীর।—বাত শ্লেষ্মা নাশক। শূল, কাস, কফ, ছর্দ্দি, তৃষ্ণা, আমদোষ ও বা নাশক। মাত্রা রস ২ তোলা।

জম্বু।—কষায়, মধুর। শ্রম, পিত্ত, দাহ, শোষ, কৃমি, শ্বাস, অতিসার, কফ ও কাস নাশক।

জয়ন্তী।—তিক্ত, কটু, উষ্ণ। কৃমি ও ভূত নাশক, কণ্ঠ শোধন কারী, রসায়নী।

জয়পাল।—কটু, উষ্ণ, ভেদক, দীপন। কৃমি, কফ, আম ও জ্বরাময় নাশক।

জলপিপ্পলী।—কটু, তীক্ষ্ণ, কষায়। মল শোধনকারী, ব্রণকীটাদি দোষ নাশক। চক্ষুষ্য, শুক্রলা, অগ্নি কারক।

জলমধুক, জলমহুয়া।—মধুর। ব্রণ ও বান্তি নাশক। শুক্র বলকারী, রসায়ন, বৃংহণ, বাত পিত্ত নাশক। তৃষ্ণা, দাহ ও শ্বাস নাশক।

জলশুক্তি, শম্বুক।—কটু, স্নিগ্ধ, দীপন। গুল্ম, শূল ও বিষ দোষ নাশক; বল্য।

জর্বনাল, জনার।—স্বাদু, শীতল, বায়ু কারী, কফ পিত্ত নাশক।

জবা।—কটু, উষ্ণ। ইন্দ্র লুপ্ত বিনাশ কারী, মলমূত্র স্তম্ভনকারী, রঞ্জন কারী। মাত্রা ৩ মাষা।

জাতীপুষ্প, চমেলী।—তিক্ত, শীতল। কফ ও মুখপাক নাশক, শিরোঅক্ষি দন্ত রোগ, বিষ, কুষ্ঠ, ব্রণ ও রক্ত দোষ নাশক।

জাতীপত্রী, জৈত্রী।—কটু, তিক্ত, সুরভি। কফনাশক, রুচিবর্ণকারী; কফ, কাস, বমি, শ্বাস, তৃষ্ণা, বিষ ও দুর্গন্ধ নাশক। মাত্রা ৪ রত্তি।

জাতীফল, জায়ফল।—কষায়, উষ্ণ, কটু। কণ্ঠাময়, অতিসার ও মেহ নাশক; বৃষ্য, দীপন, লঘু, গ্রাহী, স্বর বর্দ্ধক; কৃমি, শ্বাস, শোষ, পীনস ও হৃদ্রোগ নাশক। মাত্রা ৪ রত্তি।

জিঙ্গিনী, ঝিঙ্গী।—মধুর, উষ্ণ, কষায় কটু। যোনি শোধক, ব্রণ, হৃদ্রোগ, বাত ও অতিসার নাশক।

জীরক।—কটু, উষ্ণ, দীপন। বাত, গুল্ম, আধ্মান, অতিসার, গ্রহণী ও কৃমি নাশক। রুচি স্বরকারী, কফবাত নাশক। মাত্রা ২ মাষা হইতে ৩ মাষা।

জীবন্তী, (লতাবিশেষ) জীয়ন্তী।—মধুর, শীতল। রক্ত পিত্ত, বায়ু, ক্ষয়, দাহ, জ্বর ও ত্রিদোষ নাশক। রসায়ন, বলকারী, চক্ষুর্হিত, গ্রাহী, শ্বাস কাস ও ধাতুক্ষয় নাশক। স্বর কারী।

জ্যোতিষ্মতী, লতাফটকী।—বাতকফ নাশক, দীপন, মেধাপ্রজ্ঞা বৃদ্ধি কারী, ব্রণ বিস্ফোট নাশক।

ঝিঙ্গী।—তিক্ত, মধুর। আম বাত কারী, মন্দাগ্নি কারী।

ঝিণ্টী।—কটু, তিক্ত। দন্তাময়, শূল, বাত, কফ, শোথ, কাস ও ত্বগ্দোষ নাশক।

টঙ্কণ, সোহাগা।—স্বর্ণপাচক, কটু, উষ্ণ। কফ, বিষ, শ্বাস ও কাস, নাশক। অগ্নিবাত পিত্তকারী, ভেদক, বল্য, শ্লেষ্মা বায়ু নাশক।

টিণ্ডিশ, ঢেঁড়শী।—রুচিকর, ভেদক, পিত্ত শ্লেষ্মা অশ্মরী নাশক। রূক্ষ, বাতল মূত্রল।

ডহরীফল।—শীতল, রুচিকর। দাহ, পিত্ত, অর্শ ও মূত্র রোগ নাশক।

ডহু, মাদার, লিকুচ।—গুরু, বিষ্টম্ভি, ত্রিদোষ কারী।

তক্র।—বাত পিত্ত নাশক। গ্রাহী, বৃষ্য, বাত নাশক। গ্রহণী, শ্রম, অর্শ ও অতিসার নাশক। বস্তি শূল ও মূত্র কৃচ্ছ্র নাশক। অরুচি নাশক।

তক্র কূর্চ্চিকা, ছানা।—মলবদ্ধ কারী, রূক্ষ।

তগর।—শীতল, তিক্ত। দৃষ্টি দোষ নাশক। ভূতোন্মাদ ও অপস্মার নাশক।

তণ্ডুলীয়, ছোট নটিয়াশাক।—শিশির, মধুর। বিষ, পিত্ত, দাহ ও ভ্রম নাশক। রুচিকর, দীপন; অর্শ, রক্ত পিত্ত, বিষ ও কাস নাশক। গ্রাহক।

তয়রাজ, নবাত।—তৃষ্ণা, জ্বর, দাহ ও রক্ত পিত্ত নাশক।

তমাল।—মধুর, বল্য, বৃষ্য, শিশির, গুরু। কফ, পিত্ত, তৃষ্ণা, দাহ ও শ্রম শান্তিকর।

তরুণী, সেউতি।—শিশির, স্নিগ্ধ। পিত্ত, দাহ, জ্বর, মুখরোগ, তৃষ্ণা ও ছর্দ্দি নাশক।

তবক্ষীর।—মধুর, শিশির। দাহ, পিত্ত, ক্ষয়কাস, কফ ও শ্বাস নাশক।

তাম্র।—মধুর, কষায়, তিক্ত, কটু, শীতল। কফ, পিত্ত, শূল, পাণ্ডু, উদরী ও গুল্ম নাশক। সারক, রোপণ, লেখন। অর্শ, জ্বর, কুষ্ঠ, কাস, শ্বাস, ক্ষয়, পীনস অম্ল পিত্ত, শোথ ও কৃমি নাশক, বৃংহণ। পরিণাম শূল, প্লীহা, বায়ু, আম, ও শূল নাশক।

তাম্রবল্লী।—কষায়। কফ দোষ, মুখ ও কণ্ঠরোগ নাশক। শ্লেষ্মা শুদ্ধিকারী।

তাম্বুল।—কটু, তিক্ত, উষ্ণ, মধুর, ক্ষার, কষায়। বাত, কৃমি ও কফ, নাশক। পীনস ও কাস নাশক।

তাল।—মধুর, শীতল। পিত্ত দাহ ও শ্রম নাশক।

রসগুণ।—কফ, পিত্ত, দাহ ও শোথ নাশক। মদকারী।

ফলগুণ।—শীতল, বল্য, স্নিগ্ধ। বাত, পিত্ত, ক্ষত ও দাহ নাশক। বাত, কৃমি, কুষ্ঠ ও রক্ত পিত্ত নাশক। বৃংহণ, বৃষ্য।

শস্যগুণ।—মূত্রকর, বাত পিত্ত নাশক।

[illegible]

তালাম্বু।—পিত্ত নাশক। শুক্র বৃদ্ধিকর।

তালমূলী।—মধুর, শীতল, বৃষ্য। পুষ্টি, বল ও কফপ্রদ। পিত্ত, দাহ ও শ্রম-নাশক। উষ্ণবীর্য্য, বৃংহণ, রসায়ন। মাত্রা ১ তোলা।

তালীশপত্র।—তিক্ত, উষ্ণ, মধুর। কফ, বাত, কাস, হিক্কা, ক্ষয়, শ্বাস ও ছর্দ্দি দোষ নাশক। অরুচি, গুল্ম, আম ও অগ্নিমান্দ্য নাশক। মাত্রা২ মাষা।

তিত্তিরি।—রুচ্য, লঘু, বীর্য্যবলপ্রদ, কষায়, মধুর, শীতল, ত্রিদোষ নাশক, গ্রাহী ও হিক্কাদোষ নাশক। শ্বাস ও কাস নাশক।

তিনিশ।—কষায়, উষ্ণ। কফ, রক্তাতিসার ও বাতাময় নাশক; গ্রাহক, দাহ-জনক। মাত্রা ২ মাষা।

তিন্তিড়ী কাঁচাতেঁতুল।—কফপিত্তকারী, বাতনাশক; পক্কফল—দীপন, রুচিকর, ভেদক, উষ্ণ, কফ বাতনাশক, বিষ্টম্ভ নাশক ও পিত্ত দাহ নাশক। মাত্রা ২ তোলা।

পত্রগুণ।—শোষ, রক্তদোষ ও ব্যথা নাশক।

ত্বকক্ষার।—শূল ও মন্দাগ্নি নাশক। মাত্রা ১ মাষা।

তিন্দুক, গাব।—কাঁচাফল—কষায়, গ্রাহী, বাতকারী, শীতল, লঘু। পক্কফল—মধুর, স্নিগ্ধ, ব্রণ বাত নাশক। মাত্রা ৫ মাষা।

তিল।—কটু, তিক্ত, মধুর, গুরু, স্নিগ্ধ, উষ্ণ; বল্য, কেশ্য, ত্বচ্য, বর্ণ্য, স্তন্য, দন্ত্য, অল্প মূত্রকারী, গ্রাহী, বাতঘ্ন। ব্রণহিত, শুক্রকারক; তৈল—কেশ্য, কণ্ডু, খর্জ্জু ও ব্রণ নাশক। মাত্রা ১০ তোলা।

তীক্ষ্ণায়স, ইশ্পাত।—রূক্ষ, উষ্ণ, তিক্ত ও বাত পিত্ত নাশক; কফ, প্রমেহ, পাণ্ডু ও শূল নাশক। মাত্রা ২ রতি।

তুগাক্ষীরী, বংশলোচন।—ক্ষয়, শ্বাস ও কাস নাশক। মাত্রা ৪ রতি।

তুত্থ, তুতিয়া।—কটু, কষায়, উষ্ণ। শ্বিত্র ও নেত্রাময় নাশক; সর্ব্ববিষ দোষ শমন কারক, বান্তি কারক, ভেদক, কৃমি কণ্ডু কুষ্ঠ ও কফ নাশক। মাত্রা ১ রতি।

তুম্বুরু।—মধুর, তিক্ত, কটু, উষ্ণ। কফ, বাত, শূল, গুল্ম, উদরাধ্মান, ক্রিমি ও অগ্নিমান্দ্য নাশক; কুষ্ঠ, অরুচি, প্লীহা, শ্বাস, মূত্রকৃচ্ছ্র, অক্ষি কর্ণ ওষ্ঠ ও শিরোরোগ নাশক। মাত্রা ১ মাষা।

তুরুষ্ক, শিলারস।—সুরভি, তিক্ত, কটু, স্নিগ্ধ। কুষ্ঠ, কফ, পিত্ত, অশ্মরী, মূত্রকৃচ্ছ্র, মূত্রাঘাত ও জ্বর দাহ নাশক। শুক্রল, বৃষ্য। মাত্রা ১ মাষা।

তুলসী।—কটু, তিক্ত, উষ্ণ, সুরভি। শ্লেষ্ম, বাত, জন্তুভূত, কৃমি ও বান্তিনাশক। রুচিকর, দাহপিত্তকারী, দীপন; কুষ্ঠ, মূত্রকৃচ্ছ্র ও পার্শ্ব বেদনা নাশক। মাত্রা ৩ মাষা।

তুবরী, সৌরাষ্ট্রমৃত্তিকা।—তিক্ত, কটু, কষায়, উষ্ণ। ছর্দ্দি, পিত্ত ও জৃম্ভানাশক। কণ্ডু, কুষ্ঠ, কোঠ ও কৃমি নাশক। মাত্রা ৩ মাষা।

তুল, পলাশপিপল।—পক্ব ফল—গুরু, স্বাদু, হিম, পিত্ত বায়ু নাশক। কাঁচাফল।—গুরু, সারক, রক্তপিত্তকারী, বৃষ্য, কফনাশক। মাত্রা ২ মাষা।

তেজফল।—কটু, তীক্ষ্ণ, সুগন্ধি, দীপন। বাত, শ্লেষ্ম ও অরুচি নাশক। বাল রক্ষাকর। মাত্রা ২ মাষা।

তেজপত্র।—কফ, বায়ু, অর্শ, হৃল্লাস ও অরুচি নাশক। মাত্রা ৫ মাষা।

তৈল।—কষায়, মধুর, রুচ্য। শ্লেষ্মাবর্দ্ধক, সর্ব্ববাত ও বিকার নাশক। মেধা, অগ্নি ও বল বৃদ্ধিকারক, বায়ুনাশক।

ত্রপুষী, সসা, ক্ষীরা।—রুচ্য, মধুর, শিশির, গুরু। ভ্রম, পিত্ত ও বান্তি নাশক, মূত্রল।

ত্রায়মাণা, বলা।—শীতল, মধুর। গুল্ম, জ্বর, কফ, ভ্রম, তৃষ্ণা, ক্ষয়, গ্লানি, বিষ, ছর্দ্দি ও পিত্ত নাশক। মাত্রা ৪ মাষা।

ত্রিকটু।—শুঁঠ, পিপুল, মরিচ।—দীপন। শ্বাস, কাস, ত্বগ্দোষ, গুল্ম, মেহ, মেদ, শ্লীপদ ও পীনস নাশক। মাত্রা ২ মাষা।

ত্রিফলা, হরিতকী, বয়ড়া, আমলা।—কফ পিত্ত নাশক। মেহ ও কুষ্ঠ নাশক। চক্ষুষ্যা, দীপনী, রুচিকর, বিষম জ্বর নাশক। মাত্রা ॥০ তোলা।

ত্রিমধু।—চিনি, মধু, ঘৃত। মাত্রা ৪ মাষা।

ত্রিবৃৎ।—কটু, উষ্ণ। কৃমি, শ্লেষ্মা, উদরি, কুষ্ঠ, কণ্ডু ও ব্রণ নাশক। রেচক ও পিত্তজ্বর নাশক। মাত্রা ৩ মাষা।

ত্রিক্ষার।—স্বর্জিকাক্ষার, যবক্ষার, সোহাগা। মাত্রা ১ মাষা।

ত্রিমদ।—মুথা, চিত্রক, বিড়ঙ্গ। মাত্রা ৩ মাষা।

ত্রিক।—শুঁঠ, পিপুল, মরিচ, হরীতকী, বয়ড়া, আমলা, মুথা, চিতা, বিড়ঙ্গ, ও গুড়চী সার—বাত রক্ত ও সর্ব্ব রোগ নাশক। মাত্রা ৩ মাষা।

ত্বচ, নালুকা, দারচিনী।—কটু, শীতল। কফ কাস বিনাশক। কণ্ঠশুদ্ধিকর, মুখশোষ ও তৃষ্ণা নাশক। শুক্রল। মাত্রা ৩ মাষা।

দণ্ডিক, ডানকোনামাছ।—কফ বায়ু পিত্ত নাশক। তিক্ত, লঘু।

দণ্ডোৎপল, ডাইন কুনি, ডানকুনি শাক।—ক্ষয়, শ্বাস ও কাস নাশক। মাত্রা ৩ মাষা।

দধি।—অম্ল ও বাতদোষশমনকারী, সংগ্রাহী, বল্য; শোথ, কফ ও অরুচি-নাশক। কাস, শ্বাস, পীনস, বিষমজ্বর ও পিত্তজ্বরনাশক। শুক্র-বৃদ্ধিকারী, দীপন, পিত্ত মেদ কারক ও গ্রহণী রোগ নাশক।

গো-দধি।—বল্য, পুষ্টি কারক ও বায়ু নাশক।

মহিষ-দধি।—শ্লেষ্মাকর, বাত পিত্ত নাশক।

ছাগ-দধি।—গ্রাহী, ত্রিদোষ নাশক। শ্বাস, কাস ও অর্শ নাশক।

অশ্বী-দধি।—বাত নাশক, চক্ষুর্হিত।

উষ্ট্রী-দধি।—ক্ষার। শোথনাশক।

হস্তিনী-দধি।—কফ বাত নাশক।

মনুষ্য-দধি।—বল্য।

দন্তী।—কটু, উষ্ণ, সারক। শূল, আম দোষ, ত্বক্দোষ, অর্শ, ও অশ্মরী নাশক। অষ্ঠিলা, আধ্মান, গুল্ম ও উদরী নাশক। মাত্রা ২ মাষা।

দমনক, দোনা।—শীতল, তিক্ত, কষায়; হৃদ্য, কটু বৃষ্য। গ্রহণী, কণ্ডু, কুষ্ঠ, ত্রিদোষ, বিস্ফোট ও বিকার নাশক। মাত্রা ৩ মাষা।

দাড়িম।—মধুরাম্ল, কষায়। কাস, বাত, কফ, শ্রম, পিত্ত, অরুচি, শ্বাস, তৃষ্ণা, হৃৎ কণ্ঠ ও মুখরোগ নাশক। গ্রাহী, দীপন, শীতল, জ্বরঘ্ন। মাত্রা—শিকড়ের ছাল ৫ তোলা।

দারু হরিদ্রা দারচোব।—তিক্ত, কটু। ব্রণ, মেহ, কণ্ডু, বিসর্প, ত্বগ্দোষ, বিষ ও কর্ণাক্ষি দোষ নাশক। কফ, পিত্ত ও শোথ নাশক। মাত্রা ৩ মাষা।

দাহাগুরু।—কটু, উষ্ণ, কেশবর্দ্ধক, বর্ণ্য, কেশদোষ নাশক। মাত্রা ৩ মাষা।

দীর্ঘপটোলিকা, ধুঁদুল।— কটু, বিষ্টম্ভি, গুরু, স্নিগ্ধ। বাত, পিত্ত, শ্লেষ্ম, অরুচি ও ভেদকারী, মধুর, শীতল।

দীর্ঘরোহিষক, শুগন্ধিতৃণ।—তিক্ত, কটু, উষ্ণ। কফ, বাত ও ভূতগ্রহ-নাশক। বিষনাশক। ব্রণ ক্ষত রোপণ কারী। মাত্রা ১ মাষা।

দুগ্ধ।—স্বাদুরস, স্নিগ্ধ। তেজ কারী, ধাতু বর্দ্ধন, বাত পিত্ত হর, বৃষ্য, শ্লেষ্মল, গুরু, শীতল, বাজীকর। গোদুগ্ধ।—প্রাণ ধারক, বল আয়ু পুরুষত্ব মেধা ও শুক্র কারী; রক্ত পিত্ত রোগ ওবায়ু নাশক। রসায়ন। ছাগীদুগ্ধ।—মধুর, শীতল। মল বদ্ধকারী, আগ্নেয়। রক্তপিত্ত, বিকার, শ্বাস, কাস ও সর্ব্ব দোষ নাশক। মেষী দুগ্ধ-গুরু, স্বাদু, স্নিগ্ধ, উষ্ণ ও কফপিত্ত নাশক।

মহিষ-দুগ্ধ।—অতিস্নিগ্ধ, নিদ্রাকারী, অগ্নি নাশক।

উষ্ট্রী-দুগ্ধ।—রূক্ষ, উষ্ণ। শোথ বাত কফ নাশক।

অশ্বী-দুগ্ধ।—মধুরাম্ল রস, লঘু।

হস্তিনী-দুগ্ধ।—শুক্রকারী।

মনুষ্য দুগ্ধ।—প্রাণ ধারক, শরীর হিত কারী, বৃংহণ।

দুগ্ধান্ন।—চক্ষুহিত, বলকারী, পিত্ত নাশক। রসায়ন।

দুগ্ধিকা।—উষ্ণ, গুরু, রূক্ষ। বাতল, গর্ভকারী, কটু, তিক্ত, রেচক, মূত্রল। বৃষ্য; কফ, কুষ্ঠ ও কৃমি নাশক। মাত্রা ৩ মাষা।

দুরালভা।—জ্বর, ছর্দ্দি, শ্লেষ্ম, পিত্ত, বিসর্প, বেদনা, বাত, গুল্ম, ও প্রমেহ নাশক। কটু, তিক্ত, উষ্ণ, ক্ষার, অম্ল মধুর। মাত্রা ২ তোলা।

দুষখদির।—কটু, উষ্ণ, তিক্ত। রক্ত ও ব্রণ দোষ, কণ্ডু, বিষ, বিসর্প, জ্বর, কুষ্ঠ, উন্মাদ ও ভূত নাশক। মাত্রা ১ মাষা।

দূর্ব্বা।—রক্ত পিত্ত, কণ্ডু ও ত্বগ্দোষ নাশক। মাত্রা ৫ মাষা।

দেবকাষ্ঠ, দেবদারু।—তিক্ত, উষ্ণ, রূক্ষ। শ্লেষ্ম ও বায়ু নাশক, ভূত দোষ নাশক; শোথ, আম, তন্দ্রা, হিক্কা, জ্বর, প্রমেহ, পীনস, শ্বাস ও কণ্ডু নাশক। মাত্রা ১ তোলা।

দেবদালী, ঘাঘরবেল, লতা বিশেষ।—তিক্ত, উষ্ণ, কটু। কফ, পাণ্ডু,

অর্শ, শ্বাস, কাস, কামলা, ভূত, কৃমি, গুল্ম, শূল, বাস্ত, বিষ, ক্ষয় ও হিক্কা নাশক। মাত্রা ২ মাষা।

দেবনল।—বৃষ্য, অতিমধুর। মাত্রা ৫ মাষা।

দ্রবন্তী, মূষিকপর্ণী।—মধুর, শীতল। রস বন্ধ কারী, জ্বর কৃমি নাশক, শূল শমন কারী, রসায়ন। মাত্রা ১ মাষা।

দ্রাক্ষা।—অতি মধুর, অম্ল, শীত। পিত্ত, দাহ ও মূত্র দোষ নাশক। বৃষ্য, রুচিকর, বল্য, হৃদ্য; তৃষ্ণা, বায়ু, রক্ত পিত্ত, ক্ষত ও ক্ষীণতা নাশক। মাত্রা ১৭ মাষা।

দ্রোণপুষ্পী, গূমা, ঘলঘসিয়া।—কটু, উষ্ণ। বাত, কফ, অগ্নিমান্দ্য, পক্ষ-বাত, আম, কামলা, শোথ, ও শ্বাস নাশক। অর্শ ও কৃমি-নাশক। মাত্রা ২ মাষা।

ধন্যাক ধনিয়া।—মধুর, শীতল, কষায়। পিত্ত জ্বর, কাস, তৃষ্ণা ও ছর্দ্দি-নাশক। দীপন, বৃষ্য, মূত্রল। তিক্ত, কটু, বীর্য্যকারী, পাচন, রোচন, গ্রাহী। ত্রিদোষ, দাহ, শ্বাস, আম, অর্শ ও কৃমি নাশক। মাত্রা ১ তোলা।

ধব।—কষায়, কটু। কফ বায়ু নাশক, দীপন, রুচি কারক। প্রমেহ, অর্শ, পাণ্ডু ও পিত্ত কফ নাশক। মাত্রা ৩ মাষা।

ধাতকী, ধাইফুল।—কটু, মদকারী, উষ্ণ। বিষ, প্রবাহিকা, অতিসার, বিসর্প, ব্রণ ও রক্ত পিত্ত নাশক। মাত্রা ৬ মাষা।

ধানা, ভৃষ্টযব, ছাতু।—মেদ, ছর্দ্দি ও কফ নাশক।

ধান্য।—শমীধান্য।—গুরু, হিম; তৃণধান্য—বাতাত্মক, শিশির; হৈমন্তো-দ্ভব—শালি, গ্রীষ্মজ-ষষ্টি, প্রাবৃট-আশু।

ধুস্তূর।—মদবর্ণাগ্নিবাতকারী, জ্বর, কুষ্ঠ, ব্রণ, কৃমি ও বিষ নাশক। কষায়, মধুর, তিক্ত, উষ্ণ, গুরু, কটু। কান্তি কারক, ত্বদোষ খর্জ্জু ও ভ্রম নাশক। মূর্চ্ছাকারী। মাত্রা ।।০ রতি।

ধূম্রপত্রা।—তিক্ত, শোথ, কৃমি ও কাসনাশক। উষ্ণ, রুক্ষ, অগ্নিদীপন কারী। মাত্রা ২ রতি।

নকুল।—মাংস-বাত নাশক, শ্লেষ্ম পিত্ত কারক।

নখী।—গ্রহ, শ্লেষ্ম, বাত, কুষ্ঠ, ব্রণ ও বিষ নাশক।
শুক্রল, বর্ণ্য, স্বাদু, মুখ দৌর্গন্ধ নাশক। কণ্ডু ভূত নাশক। মাত্রা ৫ রতি।

নরসার, নিশাদল।—উষ্ণ, উত্তেজক, শোষক, পাণ্ডুনাশক।মাত্রা৩ মাষা।

নল, তৃণবিশেষ।—শীতল, কষায়, মধুর। রুচিকর, রক্ত পিত্ত নাশক। দীপন, বীর্য্যবৃদ্ধিকর, কফ রক্ত নাশক। হৃদবস্তিযোনি-রোগ, দাহ ও বিসর্প নাশক।

নলিত, নালিতা, শাক বিশেষ।—মধুর, পিত্ত নাশক, শুক্র বর্দ্ধক। মাত্রা ৩ মাষা।

নবনীত।—শীতল, বর্ণ্য, বল্য, বৃষ্য, সংগ্রাহক, কফরুচিকারক। বাত, সর্ব্বাঙ্গশূল, কাস ও শ্রম নাশক। সুখকর, কান্তিপুষ্টিকর, চক্ষুষ্য। ছাগ নবনীত—ক্ষয় কাস ও নেত্রাময় নেত্রায়ম নাশক।

নবমল্লিকা।—অতি শৈত্য ও সর্ব্ব রোগ হর, ত্রিদোষ নাশক। মাত্রা ৪ মাষা

নাগ, সীসক জারা।—বীর্য্য বৃদ্ধি কারক। মাত্রা ১ রতি।

নাগকেশর।—উষ্ণ, লঘু, তিক্ত। কফ, বস্তিরোগ, বাতাময়, কণ্ঠওশীর্ষরোগ-নাশক। আম পাচক, তৃষ্ণা স্বেদ ছর্দ্দি ও হৃল্লাস নাশক। দৌর্গন্ধ-নাশক, কুষ্ঠ, বিসর্প, কফ, পিত্ত ওবিষ নাশক। মাত্রা ৩মাষা হইতে ৫ মাষা।

নাগদন্তী।—হাতিশুঁড়া।—কটু, তিক্ত, রূক্ষ। বাত, কফ, গুল্ম, শূল, উদরী ও কণ্ঠ দোষ নাশক। মাত্রা ১ মাষা।

নাগদমনী, নাকদোনা।—তিক্ত উষ্ণ, কটু,। ত্রিদোষ নাশক, আধ্মান নাশক, রেচক ও পিত্ত কফ নাশক। মূত্র কৃচ্ছ ও ব্রণ নাশক। জাল-গর্দ্দভ-বিষ নাশক। মাত্রা ১ মাষা।

নাগবলা, গুলশাকরী।—মধুরাম্ল, কষায়, উষ্ণ, গুরু। কণ্ডু, কুষ্ঠ, বাত, ব্রণ ও পিত্ত নাশক। আয়ুষ্য, বৃষ্য, গ্রাহী, কৃচ্ছ্র ও ক্ষয় রোগে হিত কারী। মাত্রা ৫ মাষা।

নাগরঙ্গ, নারাঙ্গীনেবু।—সুরভি, গুরু, দুর্জ্জর, অত্যম্ল, ঈষৎমধুর, বৃষ্য, বাত নাশক। কেশরগুণ—রুচিকর, আম নাশক, কৃমিশূল নাশক।

নাগরমুথা।—তিক্ত, কটু, কষায়, শীতল। কফ, পিত্ত, জ্বরাতিসার, অরুচি, তৃষ্ণা, দাহ ও ভ্রম নাশক। মাত্রা ৩ মাষা।

নাগবল্লী, পান।—বাত পিত্ত কফ নাশক। গুল্ম ও উদরাধ্মান নাশক। বল্য, সুগন্ধিকারী, হৃদ্য, দীপনী, পাচনী।

নাড়ীচ, নালিতাশাক।—তিক্ত, রক্তপিত্তহর, কৃমি কুষ্ঠ নাশক; মধুর সহিত নালিতা-কফবাত কারক।

নারিকেল।—গুরু, স্নিগ্ধ, শীতল। পিত্ত নাশক, তৃষ্ণাশোষশমনকারক। বালা নারিকেল জল—শীতল; পিত্ত, পীনস, তৃষ্ণা, বিদাহ, ভ্রান্তি ও শোষ শমনকারক। পক্ক নারিকেলজল— রুচিকর, বলকর, দীপন, বৃষ্য, বীর্য্যবর্দ্ধনকর, বস্তি শোধন কর, বৃংহণ, বল্য, বাত, পিত্ত ও দাহ নাশক। কোমল নারিকেল পিত্ত জ্বর নাশক। মস্তিষ্ক গুণ-বৃংহণ।

নিম্ব।—শীতল, তিক্ত। কফ, ব্রণ, কৃমি ও শোথ, শান্তিকারী, বলাশ, বহুবিধ পিত্তদোষ ও হৃদয়বিদাহ, নাশক। লঘু, গ্রাহী, অগ্নি বাত কারী। শ্রম, তৃষ্ণা, কাস, জ্বর, অরুচি, ছর্দ্দি, কুষ্ঠ, হৃল্লাস ও মেহ নাশক। পত্রগুণ।—নেত্র হিতকারী। কৃমি, পিত্ত, বিষ ও কুষ্ঠ নাশক; বাতল। ফল।—ভেদক; কুষ্ঠ, গুল্ম, অর্শ, কৃমি ও মেহ নাশক। মাত্রা ১ ফল।

নিম্বতৈল।—কৃমি, কুষ্ঠ, কফ, ত্বগ্দোষ, ব্রণ, কণ্ডু ও শোথ নাশক। মহানিম্ব-গ্রাহী, কষায়; কফ, পিত্ত, কৃমি, ছর্দ্দি, হৃল্লাস ও কুষ্ঠ নাশক। প্রমেহ, শ্বাস, গুল্ম, অর্শ ও মূষিক বিষ নাশক। মাত্রা ১০ ফোটা।

নিম্বুক, কাগজী লেবু।—ফল-অম্লরস, কটু, উষ্ণ। গুল্ম, বাত, কাস ও ছর্দ্দি নাশক। অগ্নি বৃদ্ধি কারী, চক্ষুষ্য, রুচিকর, কৃমি নাশক, পিত্ত কফ শূল নাশক, ত্রিদোষ নাশক, বিসূচিকা নাশক।

নির্ব্বিষা, তৃণ বিশেষ।—কটু। শীত, কফ ও বাতাস্র দোষ নাশক, বিষ নাশক, ব্রণ নির্ম্মলকারী। মাত্রা ১ মাষা।

নীল কন্দ, মহিষকন্দ।—কটু, উষ্ণ। কফ বাতাময় নাশক, রুচ্য। মাত্রা ১ তোলা।

মাতার আহার জাত রস গর্ভস্থ সন্তানকে সেইরূপ পোষণ করিয়া থাকে। এবং মস্তক, দুইবাহু ও পদদ্বয় এই পঞ্চাঙ্গ উৎপত্তি কালিন সুখ দুঃখ জ্ঞানেরও উদ্ভব হইয়া থাকে।

চতুর্থ মাসের লক্ষণ।

৩০। চতুর্থ মাসে প্রাগুক্ত পঞ্চাঙ্গ (মস্তক, বাহুদ্বয় ও পদদ্বয়) সহ মধ্য শরীর ব্যক্ত হইয়া ছয় প্রকার অঙ্গদ্বারা গর্ব্ভস্থ সন্তানের সম্পূর্ণ অবয়ব গঠিত হইয়া থাকে।

পঞ্চম মাসের লক্ষণ।

৩১। পঞ্চম মাসে আত্মার চেতনার কার্য্য সমুদয় সম্পন্ন হইয়া থাকে, যে হেতু সময় সময় গর্ব্ভস্থ সন্তানের মস্তক ও হস্তপদ স্পন্দন হইয়া থাকে। উক্ত স্পন্দনানুসারে বৈদ্য ও বুদ্ধিমতী গর্ভিনী মস্তক, বা হস্তপদ নড়িতেছে বলিয়া অনুভব করেন। উক্ত পঞ্চম মাসে গর্ভস্থ সন্তানের অঙ্গ প্রত্যঙ্গ সুন্দর রূপ সম্পূর্ণ গঠিত হওয়ার পর পুনর্ব্বার অপত্য পথে গর্ব্ভাশয় স্থিত সঞ্চিত রক্ত, স্রাব হইতে আরম্ভ হইলে উক্ত স্রাব জনিত স্পন্দন বিশিষ্ট গর্ভ বৃদ্ধি না হইয়া উদর মধ্যে অবস্থিতি করিলে, তাহাকে উপবিষ্টক বলে। এবং শোকের কারণ উপস্থিত হইলে, উপবাস করিলে, রূক্ষ দ্রব্যাদি সেবন করিলে এবং যোনিদ্বারে রক্ত স্রবাদি পীড়া উপস্থিত হইলে বায়ু কুপিত হইয়া যে গর্ব্ভ শুষ্ক হয় তাহাকে নাগোদর বলে। এই নাগোদরে বৃদ্ধি উদর হইয়াও পুনর্ব্বার ক্রমে ক্ষীণ হইয়া থাকে। এবং উক্ত গর্ভ দীর্ঘকালে স্ফূর্ত্তি (স্পন্দন) হইয়া থাকে। এবং লীনগর্ভে কিছুমাত্র স্পন্দন থাকে না অর্থাৎ একেবারেই স্পন্দন রহিত হইয়া যায় তাহাকে লীন কহে অতএব চিকিৎসক (১) এই তিন প্রকার উপবিষ্টক

(১) চিকিৎসক। যিনি চিকিৎসা বিষয়ে দক্ষ, আয়ুর্ব্বেদ শাস্ত্র অধ্যয়ন শীল দৃষ্ট কর্ম্মা এবং বিশুদ্ধ চরিত্র তিনি সম্পূর্ণ গুণ যুক্ত।

নীবার, উড়ীধান, মুনিধান্য, আরণ্য ধান্য।—মধুর, স্নিগ্ধ, পবিত্র, পথ্য, লঘু শীতল, গ্রাহী, পিত্তঘ্ন, কফ বাত কারী।

নেপালনিম্ব।—জ্বরঘ্ন, সন্নিপাত নাশক; শীত, উষ্ণ, লঘু, তিক্ত। শোথ ও তৃষ্ণানাশক। মাত্রা ৩ মাষা।

পক্তপৌড়, বৃক্ষ বিশেষ, পখৌড়া।—কটু, জীর্ণ জ্বর নাশক। মাত্রা ১মাষা।

পঙ্ক, পাঁক।—পিত্তাশ্র দাহ নাশক, ভগ্ন ক্ষয় হিত, হিম, শোথ নাশক।

পটোল।—কটু, তিক্ত, উষ্ণ, সারক। পিত্ত, কণ্ডু, কুষ্ঠ ও জ্বর দাহ নাশক; পাচন, হৃদ্য, বৃষ্য, অগ্নি দীপন, ব্রণনাশক। পটোল মূল—বিরেচক; নাল—শ্লেষ্মা হর; পত্র—পিত্তহারী; ফল—ত্রিদোষনাশক ও বিসর্প নাশক। মাত্রা ১ তোলা।

পট্টিকা লোধ্র, রক্তলোধ।—কষায়, শীতল। বাত, কফ ও বিষ নাশক; চক্ষুষ্য, গ্রাহী, লঘু। পিত্ত রক্ত, পিত্তাতিসার ও শোথ নাশক।

পতঙ্গ, রক্ত চন্দন।—কটু, রূক্ষ, অম্ল, শীতল। দাহ, বাত, পিত্ত জ্বর, বিস্ফোট, উন্মাদ ও ভূত নাশক; ব্রণ নাশক।

পত্রক, তেজপত্র।—কটু, তিক্ত উষ্ণ। কফ, বাত, বিষ, বস্তিকণ্ডু ও ত্রিদোষ-নাশক। মুখ মস্তক শোধন। অর্শ, হৃল্লাস, পীনস ও অরুচি নাশক।

পদ্মকন্দ, কমলকন্দ।—কটু, বিষ্টম্ভি, রূক্ষ, রুচা ও কষায়। কফ, পিত্ত, কাস, তৃষ্ণা ও দাহ নাশক।

পদ্মকাষ্ঠ।—শীতল, তিক্ত ও রক্তপিত্ত নাশক। মোহ, দাহ, জ্বর, ভ্রান্তি, কুষ্ঠ ও বিস্ফোট শান্তি কারক। বিসর্প নাশক, বমিনাশক। মাত্রা ৬ মাষা।

পদ্মবীজ।—কটু, স্বাদু, রূক্ষ। পিত্ত, ছর্দ্দি, দাহ ও শোষনাশক; পাচন, রুচিকর, বৃষ্য, গর্ভসংস্থাপনকর, বল্য, গ্রাহী ও বিষ্টম্ভি। মাত্রা-১ তোলা।

পরমান্ন।—বলকারক ও ধাতু পুষ্টি কারক, রক্ত পিত্ত নাশক।

পরূষফল।—অম্ল, কটু, কফ বাত নাশক। কাঁচাফল—পিত্তকারক, উষ্ণ। পক্কফল—মধুর, রুচিকর, পিত্ত শোথ নাশক, বৃংহণ, হৃদ্য। তৃষ্ণা, দাহ জ্বর, পিত্ত ও ক্ষয় নাশক; বায়ু নাশক

পর্কটি, পাকুড়।—কটু, কষায়, শিশির। রক্ত দোষ, মূর্চ্ছা, ভ্রম ও প্রলাপ-নাশক। মাত্রা ৪ মাষা।

পর্পট, ক্ষেতপাপড়া।—শীতল, তিক্ত। পিত্ত শ্লেষ্ম জ্বর, রক্ত দাহ, অরুচি, গ্লানি ও ভ্রম নাশক। মাত্রা ১ তোলা।

পর্পটী।—বর্ণকারী; বিষ, ব্রণ, কণ্ডু, কফ, পিত্ত ও কুষ্ঠ নাশক।

পলল, তিলচূর্ণ।—মলকর, হৃদ্য, বাতঘ্ন, কফ পিত্তকারী, বৃংহণ, স্নিগ্ধ ও মূত্র নিবর্ত্তক। মাত্রা ২ তোলা।

পলাণ্ডু।—কটু, বল্য, কফ পিত্ত ও বাস্তি দোষ নাশক, গুরু, বৃষ্য, রোচন, স্নিগ্ধ। মাত্রা ৩ মাষা।

পলান্ন, পোলাও।—ছাগ মাংস ১ সের, ঘৃত ।০ পোয়া, দারুচিনী ৩ মাষা, তণ্ডুল ১ সের, লবঙ্গ ৩ মাষা, এলাচ ৩ মাষা, মরিচ ২ তোলা, তেজপত্র ২ তোলা, কুমকুম ১ মাষা, আদা ২ তোলা, লবণ ৬ তোলা, ধন্যা ২ তোলা, দ্রাক্ষা ৶০ দুই ছটাক।

পলাশ, বৃক্ষ বিশেষ।—কষায়, উষ্ণ। কৃমি দোষ, ব্রণ, গুল্ম ও অর্শ নাশক। পলাশ বীজগুণ—বৃষ্য, তৃষ্ণা ও দাহ নাশক; মেহ, অর্শ, কৃমি, পামা, কণ্ডু, দদ্রু, হৃদ্দোষ ও বাত রক্ত নাশক। পুষ্পগুণ—উষ্ণ, কণ্ডু কুষ্ঠ নাশক, গুল্ম উদরী নাশক। মাত্রা বীজ ৫ মাষা।

পলাশী, লতাবিশেষ।—মধুর, অম্ল। মুখ দোষ ও অরুচি নাশক। মাত্রা ৩ মাষা।

পবনাল, দেধান।—স্বাদু, শ্লেষ্ম পিত্ত নাশক, অবৃষ্য, রুক্ষ, লঘু।

পাংশব, পাঙ্গালবণ।—তীক্ষ্ণ, উষ্ণ, কটু, পিত্ত দীপন, দাহ শোষকর, গ্রাহী, পিত্ত কোপকর, বাত নাশক, ভেদক। মাত্রা ২ মাষা।

পাচী, লতাবিশেষ।—কটু, তিক্ত, উষ্ণ, কষায়। বাত দোষ, গ্রহ ভূতবিকার ব্রণ ও হৃদ্দোষ নাশক। মাত্রা ১ মাষা।

পাটল, আশুধান্য।—ত্রিদোষ কারক।

পাটলা।—তিক্ত, কটু উষ্ণ। কফ, বাত, শোথ, আধ্মান, বমি, শ্বাস, সন্নিপাত, অরুচি, হিক্কা ও তৃষ্ণা নাশক; পিত্ত অতিসার ও দাহ নাশক। মাত্রা ১ তোলা।

পাঠা, আকনাদ।— তিক্ত, গুরু, উষ্ণ। বাত পিত্ত জ্বর, পিত্ত দাহ ও অতিসার নাশক; ভগ্ন সন্ধান কারী। শূল, জ্বর, ছর্দ্দি, কুষ্ঠ, বিষ, শ্বাস, কৃমি, কণ্ডু ও বাত শ্লেষ্মা নাশক; গুল্ম ও গল ব্রণ নাশক। মাত্রা ৩ মাষা।

পাঠিন, বোয়ালি মৎস্য।—শ্লেষ্মল, স্নিগ্ধ, মধুর, কষায়, বল্য, বৃষ্য ও বাত পিত্ত নাশক।

পারাবত।—মাংস স্নিগ্ধ, মধুর, গুরু, শীতল; দাহ নাশক, বল্য ও বীর্য্য-বৃদ্ধিকর।

পারিভদ্র, পালিতামাদার।—বায়ু, শ্লেষ্ম, শোথ, মেহ ও কৃমি নাশক। পুষ্পগুণ।—পিত্ত রোগ ও কর্ণ ব্যাধি নাশক।

পারিশ, পলাশ পিপুল।—স্নিগ্ধ, কৃমিশুক্রকফপ্রদ। মাত্রা ৫ মাষা।

পালঙ্কশাক।—কফ পিত্ত ও বাত নাশক, রক্ত পিত্ত নাশক, গ্রাহী।

পাষাণভেদন, হাথা জুড়ি।—মধুর, তিক্ত। মেহ, তৃষ্ণা, দাহ, মূত্রকৃচ্ছ্র ও অশ্মরী নাশক; অর্শ ও গুল্ম নাশক। মাত্রা ৩ মাষা।

পিণ্ডখর্জ্জুরী।—হিম; পিত্ত দাহ, শ্বাস ও ভ্রম নাশক; বীর্য্য বৃদ্ধিকর, ক্ষত ক্ষয় নাশক, রক্ত পিত্ত নাশক, বাত শ্লেষ্মা নাশক।

পিণ্ডমূল, গর্জর।—কটু, উষ্ণ, গুল্ম বাতাদি দোষ নাশক।

পিণ্ডার।—শীতল, বল্য, পিত্ত নাশক, রুচিকারী, বিষ শান্তিকর। মাত্রা ৪ মাষা।

পিণ্ডালু, চুবড়ীআলু।—মধুর, শীতল। মূত্রকৃচ্ছ্র, দাহ, শোষ ও প্রমেহ নাশক; বৃষ্য।

পিত্তল।—তিক্ত, শীতল। পাণ্ডু, বাত, কৃমি, প্লীহা ও পিত্ত নাশক।

পিপ্পলী।—জ্বর নাশক, বৃষ্য, স্নিগ্ধ, উষ্ণ, কটু, তিক্ত, দীপন; বায়ু, শ্বাস, কাস, শ্লেষ্ম ও ক্ষয় নাশক; স্বাদুপাক, রসায়ন, রেচক। কুষ্ঠ, প্রমেহ, গুল্ম, অর্শ, প্লীহা, শূল, আম ও মেদ নাশক। মাত্রা ২মাষা।

পিপ্পলীমূল।—দীপন, কটু, পাচন, লঘু, রূক্ষ, পিত্তকর, ভেদক। কফ, বাতোদর, আনাহ, প্লীহা গুল্ম, কৃমি শ্বাস ও ক্ষয় নাশক। মাত্রা ১ মাষা।

পিয়াল।—পিত্ত কফ নাশক, বাত পিত্ত নাশক, বৃংহণ, বৃষ্য, হৃদ্য ও আম-বর্দ্ধক। দাহ জ্বর, তৃষ্ণা ও পিত্তানিলাপহ।

পীতভৃঙ্গরাজ।—তিক্ত, উষ্ণ, চক্ষুষ্য, কেশরঞ্জন; কফ, আম ওশোথ নাশক। মাত্রা ৪ মাষা।

পুত্রজীব, জিয়াপুতা।—হিম, বৃষ্য, শ্লেষ্ম, গর্ভজীব দাতৃ, চক্ষুষ্য, পিত্ত শমন-কারক, দাহতৃষ্ণা নাশক, শ্লীপদ নাশক। মাত্রা ২ মাষা।

পুনর্ণবা।—উষ্ণ, তিক্ত। কফ, কাস, হৃদ্রোগ, শূল, পাণ্ডু, শোথ ও অনিল-নাশক; ভেদক, রসায়ন, আম ও অর্শ নাশক, বৃদ্ধি রোগ ও উদরী-নাশক, শ্লেষ্ম পিত্ত রক্ত বিনাশক। মাত্রা ২ তোলা।

পুন্নাগ।—পুষ্পাগুণ।—মধুর, শীতল, সুগন্ধি, পিত্ত নাশক, কষায়, কফ রক্ত-নাশক। মাত্রা ২ মাষা।

পুরা, গন্ধমাদনী।—তিক্ত, কটু, শীত, কষায়। কফ, পিত্ত, শ্বাস, কাস, বিষ, দাহ, ভ্রম, তৃষ্ণা ও মূর্চ্ছা নাশক। মাত্রা ২ মাষা।

পুষ্করমূল।—কটু, তিক্ত, উষ্ণ। কফ, বাত, জ্বর, শ্বাস, অরুচি, কাস, শোথ ও পাণ্ডু নাশক; পার্শ শূল নাশক। মাত্রা ৩ মাষা।

পুষ্পকাসীস, পীতবর্ণ হিরাকস।—অম্ল,উষ্ণ,তিক্ত। বাত শ্লেষ্মা নাশক, কেশ্য, নেত্রকণ্ডুনাশক; মূত্রকৃচ্ছ্র, অশ্মরী ও শ্বিত্র নাশক; পামা কুষ্ঠ-নাশক। মাত্রা ২ রতি।

পুষ্পদ্রব, পুষ্পরস।—সুরভি, শীতল, কষায়। দাহ, ভ্রম, বমি, মোহ, মুখ-রোগ, তৃষ্ণা, পিত্ত কফ দোষ ও অরুচি নাশক।

পুষ্পরাগ, পোখরাগ।—অম্ল, শীত, বাত নাশক। মাত্রা ১ রতি।

পূতিকরঞ্জ, নাটা করঞ্জ।—কটু, তিক্ত, উষ্ণ। বিষ, কণ্ডু, বিচর্চ্চিকা, কুষ্ঠ ও ত্বগ্দোষ নাশক; জ্বর ও প্লীহা নাশক; মেহ, অর্শ, ক্রিমি ব্রণ, উদাবর্ত্ত ও গুল্ম নাশক। মাত্রা ৫ রতি।

পৃরা, শাকবিশেষ, পিড়িং।—মধুর, স্নিগ্ধ, হৃদ্য, পিত্ত কফ নাশক।

পৃশ্নিপর্ণী, চাকুলিয়া।—কটু, বৃষ্য, গ্রাহী। অতিসার, কাস, বাত, জ্বর, উন্মাদ, ব্রণ ও দাহ নাশক; ত্রিদোষ নাশক; শ্বাস, রক্তাতিসার, তৃষ্ণা ও বমি নাশক। মাত্রা ১ তোলা।

পেরোজ, পীরোজা।—কষায়, মধুর, দীপন, শূল নাশক।

পৌণ্ড্রক, পুড়িআক্।—শীতল, বৃষ্য, স্নিগ্ধ, মধুর, বৃংহণ।

প্রবাল, মুক্তা।—মধুর, অম্ল, কফ পিত্ত দোষ নাশক, বীর্য্য ও কান্তিকর, সারক, বান্তিকারী, চক্ষুহিত।

প্রসারণী,গন্ধভাদালিয়া।—গুরু,উষ্ণ,তিক্ত ; বাতপিত্ত নাশক,বল শুক্রকারী।

প্রিয়ঙ্গু।—শীতল, তিক্ত। দাহ, পিত্ত দোষ, ভ্রম, বান্তি, জ্বর ও অনিল নাশক। গুল্ম, তৃষ্ণা, বিষ ও মোহ নাশক।

প্রিয়াল, পিয়াল।—মধুর, গুরু, স্নিগ্ধ। বায়ু, পিত্ত দাহ, জ্বর ও তৃষ্ণা নাশক।

প্রোষ্ঠী, পুঁটীমাছ।—তিক্ত, কটু, স্বাদু, শুক্রকারী, কফ বাত নাশক, মুখ কণ্ঠ-রোগ নাশক।

ফলুই।—স্বাদু, গুরু, স্নিগ্ধ, বলকারী ও শুক্রকারী।

ফলেন্দ্র, বড়জাম।—গুরু, স্বাদু, রূক্ষ, উষ্ণ। বাত পিত্ত কারী, ক্ষার, লবণ, স্বাদু, কটু, ভেদক। কফ, আম, কামলা, শোথ, ও শ্বাস নাশক।

ফানিত, ফেনী।—গুরু, বৃংহণ। কফ শুক্রকারী, বাত পিত্ত ও শ্রম নাশক, মূত্র ও বস্তি শোধক।

বদর, কুল।—মধুর, কষায়, অম্ল। পরিপক্কফল।—মধুরাম্ল; উষ্ণ, কফ কারী। পবনাতিসার, রক্তশ্রম ও দোষার্ত্তি নাশক, রুচ্য। সৌবীর বদর—শীত, ভেদক, গুরু, শুক্রল, বৃংহণ, পিত্ত দাহ ক্ষয় ও তৃষ্ণা নাশক। কোলণ্ড বদর।—দাহী, রুচ্য, উষ্ণ, বায়ু নাশক, কফ পিত্ত-কর, সারক। ক্ষুদ্র বদর।—কষায়, মধুর বাত পিত্ত নাশক। শুষ্ক বদর।—ভেদক, অগ্নিকর, তৃষ্ণা নাশক, ক্লম নাশক। পত্রলেপনে জ্বর দাহ নাশ হয়। ছাল।—বিস্ফোট নাশক। বীজ—নেত্রাময়-নাশক।

বন্ধুক, বাঁন্ধুলী।—জ্বর নাশক, গ্রাহী, রক্ত পিত্ত হর।

বন্ধ্যাকর্কোটকী, বাঁধাকাকরোল।—তিক্ত, কটু, উষ্ণ। কফ নাশক, বিষঘ্ন, রসায়ন, ব্রণ শোধনকর, সর্পদর্পহরী, বিসর্প নাশক।

বলা, বেড়েলা।—অতি তিক্ত, মধুর। পিত্তাতিসার নাশক, বল্য, বীর্য্যবৃদ্ধি-কর, কফ নাশক। বলামূল।—হৃদ্য। মাত্রা ২ তোলা।

বলাকা।—মাংসগুণ।—বল দায়ক।

বহুবার, বহুয়ার।—হিম, শ্লেষ্মল, শুক্রকারী, গুরু। মাত্রা ১ তোলা।

বালা।—শীতল, তিক্ত। পিত্ত, বান্তি, তৃষ্ণা, জ্বর, কুষ্ঠ, অতিসার, শ্বাস ও ব্রণ নাশক; কেশহিত। মাত্রা ২ তোলা।

ব্রহ্মদণ্ডী।—কটু, উষ্ণ। কফ, শোথ ও অনিল নাশক। মাত্রা ৩ মাষা।

ব্রহ্মাপত্র, পলাশপত্র।—কৃমি নাশক, পরিবর্ত্তক। মাত্রা ৩ মাষা।

ব্রহ্মী, পাঁকালমৎস্য।—বীর্য্য বর্দ্ধক।

ব্রহ্মীশাক।—ভেদক, স্বরকারী, পিত্তকফ নাশক। মাত্রা ২ তোলা; চূর্ণ-২ মাষা।

ব্রাহ্মণযষ্টিকা, বামনহাটী।—কটু, তিক্ত, উষ্ণ, দীপনী, পাচনী। গুল্ম, শোথ, কাস, কফ, শ্বাস, পীনস, জ্বর ও বায়ু নাশক; মেধা কারক, কুষ্ঠ-নাশক, পাণ্ডু নাশক, মেহঘ্ন ও রসায়ন। মাত্রা ১তোলা।

ভণ্ডুক, ডাকুরমৎস্য।—মধুর, শীতল, বৃষ্য, শ্লেষ্ম কর, রক্তপিত্ত নাশক।

ভদ্রদন্তিকা, দন্তীবৃক্ষবিশেষ।—কটু, উষ্ণ, রেচক। কৃমি, শূল, কুষ্ঠ ও আম-দোষ নাশক। মাত্রা ৪ রত্তি।

ভদ্রমুঞ্জ।—মধুর, শিশির। দাহ, তৃষা, বিসর্প, মূত্র রোগ, বস্তি ও অক্ষিরোগ-নাশক। মাত্রা ৩ মাষা।

ভদ্রমুস্তক।—কষায়, তিক্ত, শীতল, পাচন। পিত্ত জ্বর ও কফ নাশক, সং-গ্রাহী। মাত্রা ৩ মাষা।

ভল্লাতক, ভেলা।—কটু, তিক্ত, কষায়, মধুর। শ্রম, শ্বাস, আনাহ, বিবন্ধ, শূল, জ্বরাধ্মান ও কৃমি নাশক। মজ্জাগুণ—দাহ ও পিত্ত নাশক, অরুচি নাশক, মেধাকর, অগ্নিকর, অর্শ নাশক, গুল্ম নাশক, বৃষ্য, বৃংহণ, দন্ত্য। মাত্রা ২ রত্তি।

ভাকুট, ভেকটীমৎস্য।—মধুর, শীতল, বৃষ্য, শ্লেষ্ম কর, গুরু।

ভিণ্ডা।—অম্ল, উষ্ণ, গ্রাহী, রুচিকর।

ভূকর্ব্বুদারক, ছোটলসোড়া।—মধুর, কৃমি শূল নাশক।

ভূখর্জ্জুরী।—মধুর, শিশির; দাহ পিত্ত নাশক, শুক্রকর, মূর্চ্ছানাশক। মাত্রা ৩ মাষা।

ভূতৃণ, রোহিষ।—কটু, তিক্ত, বিষ দোষ নাশক। মাত্রা ২ মাষা।

ভূমিকদম্ব, ।—কটু, উষ্ণ, কষায়, তিক্ত। পিত্তঘ্ন, ব্রণহারক, বীর্য্যবৃদ্ধিকর। মাত্রা ৩ মাষা।

ভূমিজগুগ্গুলু, আশাপুর গুগ্গুলু।—তিক্ত, কটু, উষ্ণ। কফ বাত নাশক, মেধা কারক, ভূতঘ্ন। মাত্রা ২ মাষা।

ভূমিজম্বু।—কষায়, মধুর। শ্লেষ্ম পিত্ত নাশক, রুচিকারক, গ্রাহী, হৃৎকণ্ঠো-দোষ নাশক, বীর্য্যকর, পুষ্টিদ। মাত্রা ১ তোলা।

ভূম্যামলকী, ভূঁইআমলা।—বাতকারী, তিক্ত, কষায়, মধুর, হিম। তৃষ্ণা, কাস, কফ, পাণ্ডু ও ক্ষত নাশক; পিত্তমেহ ও মূত্ররোধ নাশক। মাত্রা ২ তোলা।

ভূর্জ, ভোজপত্র। বলকারী, কফ রক্ত নাশক, কটু, কষায়, উষ্ণ, ভূত রক্ষাকর, ত্রিদোষ নাশক, কর্ণ রোগ নাশক, পিত্তমেদবিষহর। মাত্রা ৩ মাষা।

ভূবদরী, ঝড়বের।—মধুর, অম্ল। কফ, বাত ও বিকার নাশক, পথ্য, দীপন, পাচন, পিত্ত কারী, রুচ্য। মাত্রা ৩ মাষা।

ভৃঙ্গ, ফিঙ্গা।—মাংস।—মধুর, স্নিগ্ধ, কফ শুক্র বর্দ্ধক।

ভেক মাংস।—বলকারী; শ্রম, তৃষ্ণা, দাহ, প্রমেহ, ক্ষয়, কুষ্ঠ ও ছর্দ্দি নাশক।

ভেকনী, ভাঙ্গনমাছ।—মধুর, শীতল, বৃষ্য, শ্লেষ্ম কর, গুরু।

ভেড়ী, অবী।—দুগ্ধ।—লবণ, স্বাদু, স্নিগ্ধ, উষ্ণ; অশ্মরী নাশক, কেশ্য, শুক্র-পিত্ত কফপ্রদ।

মকুষ্টক, বনজাতমুগ্দ, মোট, মুগানি।—কষায়, মধুর। রক্ত পিত্ত ও জ্বরদাহ নাশক, পথ্য, রুচিকর, সর্ব্ব দোষ জয় কারী, গ্রাহী, কৃমি জন্য জ্বর-নাশক, বমননিবারক। মাত্রা ১ তোলা।

মখান্ন, মাখানা।—পদ্মবীজ সমানগুণ। মাত্রা ১ তোলা।

মজ্জা, অস্থিসার।—বল্য, শুক্র কারক, বাত নাশক, পিত্তকফ প্রদ, মেদ-বৃদ্ধিকর।

মঞ্জিষ্ঠা।—মধুর, কষায়, উষ্ণ, গুরু। ব্রণ, মেহ, জ্বর, শ্লেষ্ম, বিষ ও নেত্রাময়-

নাশক ; কুষ্ঠ,স্বর ভঙ্গ ও শোথ নাশক ;বর্ণ অগ্নিকর, যোনী ও অক্ষি-কর্ণ রোগ নাশক, বিসর্প নাশক। মাত্রা ২ তোলা।

মণ্ডূকপর্ণী, থুলকুড়ি।—লঘু, রূক্ষ, বাতনাশক, ও কুষ্ঠ নাশক। মাত্রা-২ তোলা।

মণ্ডূর।—যকৃৎ প্লীহা ও গুল্ম নাশক। মাত্রা ২ বটি।

মৎস্য।—বৃংহণ, গুরু, শুক্র বর্দ্ধক, বল্য, স্নিগ্ধ ; উষ্ণ, মধুর, কফ পিত্ত কর, বাতরোগ হর। বৃহৎমৎস্যগুণ।—শুক্রল, মলবদ্ধকারক। ক্ষুদ্রমৎস্যগুণ।—লঘু, গ্রাহী, গ্রহণী রোগে হিতকর। রুক্ষ মৎস্য গুণ।—লঘু, স্নিগ্ধ, বাতঘ্ন, অগ্নি বৃদ্ধিকর। পাণ্ডুর মৎস্যগুণ।—স্নিগ্ধ, গুরু, মল ভেদি। সমুদ্রমৎস্যগুণ।—লঘু, বৃষ্য, মধুর, বাত নাশক, অল্প মলকর। নদীমৎস্যগুণ।—শ্লেষ্মকর, মধুর, বৃষ্য, অল্প মলকর। তড়াগমৎস্যগুণ।—স্নিগ্ধ, স্বাদু রস। মহাহ্রদ মৎস্য—বলকারী।

মৎস্যণ্ডিকা, মিছরি।—ভেদক, বল্য, লঘু, পিত্ত অনিল নাশক, মধুর, বৃংহণ, বৃষ্য, রক্ত দোষ নাশক।

মদিরা।—মধুর, অম্ল, কফ মারুত নাশক, লঘু, পুষ্টিকর, হৃদ্য, সারক। গৌড়ী, গুড়েবমদ।—তীক্ষ্ণ, উষ্ণ, মধুর, বাত নাশক, পিত্ত বল-কারী, দীপন, কান্তি তৃপ্তি কারী। মাত্রা ১ ছটাক।

মাধ্বী, মধুরমদ।—মধুর, পিত্ত বাত নাশক। পাণ্ডু কামলা, প্রমেহ, গুল্ম ও অর্শ শমনকারক। মাত্রা ১ছটাক।

পৈষ্টী, ধেনোমদ।—কটু, অম্ল, তীক্ষ্ণ, বাত হর, কফকর, পিত্তকর, মোহন। মাত্রা ১ ছটাক।

মদ্গু, পানকৌড়ি।—মাংস।—বায়ুনাশক, স্নিগ্ধ, ভেদক, শুক্রকারী, রক্ত-পিত্ত নাশক।

মদ্গুর, মাগুর মাছ।—মধুর, স্নিগ্ধ, সংগ্রাহী, শুক্রল, গুরু।

মধু।—শীতল, মৃদু, স্বাদু, ত্রিদোষ ব্রণ নাশক, চক্ষুষ্য, শ্বাস কাস নাশক। মাত্রা ২ তোলা।

মধু কুক্কুটিকা, জম্বীর বিশেষ।—শীতল, শ্লেষ্মল, আস্যপ্রসাদন, রুচিকর, স্বাদু, গুরু, স্নিগ্ধ, বাত পিত্ত নাশক।

মধুখর্জুরিকা।—মধুর, বৃষ্য, সন্তাপ পিত্ত শান্তিকর, বীর্য্যকারক।

মধুনারিকেল।—মধুর, শিশির, দাহ তৃষ্ণা পিত্ত নাশক, বলপুষ্টিকান্তিকর, বীর্য্যকারক।

মধুর জম্বীর।—মধুর, শিশির, কফ পিত্ত ও শোথ শমনকারক, বৃষ্য পুষ্টিকর।

মধুরা, শতপুষ্পা।—মাত্রা ৩ মাষা।

মধুরিকা, মৌরী।—রোচক, শুক্রকারী, দাহ ও রক্তপিত্ত নাশক। মাত্রা ৩ মাষা।

মধুবীজপূর, মিঠাবিজৌরা।—মধুর, শিশির, দাহ নাশক, ত্রিদোষ নাশক। মাত্রা ৪ রতি।

মধুশর্করা।—বল্য, বৃষ্য। মাত্রা ৩ তোলা।

মধুক, মহুয়া।—মধুর, শীতল, পিত্ত দাহ ও শ্রম নাশক, বৃংহণ, বাতল, জন্তুদোষঘ্ন, শুক্রকর, বাতপিত্তনাশক, শ্বাস নাশক। ত্বক্।—রক্তপিত্ত নাশক, ব্রণ শোধন ও রোপনকর। মাত্রা ১ তোলা।

মধ্বালু, মৌআলু।—রক্ত পিত্ত নাশক, স্তন্যশুক্রকারী।

মনঃশিলা, মনছাল।—কটু, স্নিগ্ধ, লেখন; বিষ, ভূতাবেশ ও ভয়োন্মাদ নাশক; বশ্যকারী, কফনাশক, সারক, ছর্দ্দিকারক। কুষ্ঠ, জ্বর, পাণ্ডু, কাস ও শ্বাস নাশক; শুক্র মঙ্গলকারী। মাত্রা ১ রতি।

ময়ূর।—মাংসগুণ।—অগ্নি, মেধা, বর্ণ, স্বর ও আয়ুপ্রদ; বল্য, বাতনাশক, শুক্র দায়ক। (হেমন্ত ও শিশির কালে ভক্ষ্য)

ময়ূরশিখা, ক্ষুপ বিশেষ।—মূত্রকৃচ্ছ্র ও বাল গ্রহাদি দোষ নাশক, বশ্যকারী। মাত্রা ৩ মাষা।

মরকত, পান্না।—বিষঘ্ন, আম পিত্ত নাশক, পুষ্টিদ, ভূত নাশক। ভস্মের-মাত্রা ১ ধান।

মরিচ, কঙ্কোলক।—কটু, তিক্ত, উষ্ণ, লঘু, শ্লেষ্মনাশক; বায়ু, কৃমি ও হৃদ্রোগহর; রুচিকারক, শুক্র নাশক, কফ বাত নাশক, শ্বাস, শূল ও কৃমিনাশক। মাত্রা ১ মাষা।

মরুব, মরুয়া, নাগদনা।—কটু, তিক্ত, উষ্ণ। কৃমি, কুষ্ঠ, আধ্মান শূল ও ত্বগ্দোষ নাশক, বৃশ্চিক বিষ নাশক। মাত্রা ১ মাষা।

মল্লিকা, বেলফুল।—কটু, তিক্ত, চক্ষুষ্য। মুখপাক, কুষ্ঠ, বিস্ফোট, কণ্ডু, বিষ ও ব্রণ নাশক। কফ নাশক, বৃষ্য, অরুচি নাশক। মাত্রা ৩।০ মাষা।

মসূর।—মধুর, শীতল, সংগ্রাহী, কফ পিত্ত নাশক, মূত্রকৃচ্ছ্র নাশক, জ্বর-নাশক। প্রমেহ, পিত্ত শ্লেষ্ম ও জ্বরাতিসার নাশক; রূক্ষ, লঘু।

মহাকরঞ্জ।—তীক্ষ্ণ, উষ্ণ, কটু,। বিষ, কণ্ডু, বিচর্চ্চিকা, কুষ্ঠ, ত্বগ্দোষ ও ব্রণ নাশক।

মহাগোধূম।—মধুর, শীতল, বাত পিত্ত হর, গুরু, কফ শুক্রপ্রদ, বল্য, স্নিগ্ধ, বৃংহণ, ব্রণে হিত।

মহাচঞ্চু, শাক বিশেষ।—কটু, উষ্ণ, কষায়, মল শোধনকর। গুল্ম, শূল, উদরী, অর্শ ও বিষ নাশক; রসায়ন।

মহাজম্বু।—উষ্ণ, মধুর, কষায়, শ্রম হর, স্বরকর, কফ কাস নাশক, শোষ-নাশক। মাত্রা ২ মাষা।

মহাজ্যোতিষ্মতী, বড়মাল কাঙ্গুনী।—তিক্ত, তীক্ষ্ণ, বাত কফ নাশক, দাহ-প্রদ, দীপন, মেধা প্রজ্ঞাকারী। মাত্রা ১ মাষা।

মহাদ্রাবক।—যকৃত প্লীহা ও উদরী নাশক, গুল্ম নাশক। মাত্রা ১ ফোঁটা

মহাদ্রোণা, বড় ঘলঘসা।—কটু, তিক্ত, মেধ্য, বাতনাশক, অগ্নিমান্দ্য-নাশক, পারদ শোধন কারক। মাত্রা ১ মাষা।

মহানিম্ব।—পরম গ্রাহী, কষায়, অম্ল, শীতল। মাত্রা ৩ মাষা।

মহাপিণ্ডীতক।—কটু, তিক্ত, ছর্দ্দন কারক। মাত্রা ৩ মাষা।

মহাপিণ্ডী তরু।—কষায়, উষ্ণ, ত্রিদোষ নাশক, চর্ম্মরোগ নাশক, রক্তদোষ-নাশক। মাত্রা ১ মাষা।

মহাপীলু।—ফলগুণ।—মধুর, বৃষ্য। বিষ নাশক, পিত্ত নাশক, রুচিকর আম নাশক, দীপনীয়। মাত্রা ১ মাষা।

মহাশণ পুষ্পিকা।—কষায়, উষ্ণ, রসায়ন। মাত্রা ১ মাষা।

মহাশতাবরী।—বৃষ্য, মধুর, পিত্ত নাশক, হিম; মেহ, কফ ও বাত নাশক; তিক্ত, রসায়ন, মেধাকারক, হৃদ্য, অর্শ নাশক, গ্রহণী নাশক, চক্ষু-রোগ নাশক। মাত্রা ২ তোলা।

মহাশ্রাবণিকা, বড়থুলকুড়ী, ভুকদম্বা।—উষ্ণ, তিক্ত, মধুর, বায়ু শমনকারী, রেচক, রসায়ন, মেধাকারক। গণ্ডাপচী, কৃচ্ছ্র, কৃমি ও পাণ্ডু নাশক; শ্লীপদ, অরুচি, অপস্মার, প্লীহা ও মেদ নাশক। মাত্রা ১ মাষা।

মহাসমঙ্গা।—মধুর, অম্ল, ত্রিদোষ নাশক, জ্বরদাহনাশক। মাত্রা ২ মাষা।

মহিষ কন্দ।—কটু, উষ্ণ, কফ বাত নাশক, রুচিকর।

মহিষী দুগ্ধ।—মধুর, গুরু, বল পুষ্টি প্রদ, বৃষ্য, পিত্তদাহ নাশক। মহিষদধি।—মধুর, স্নিগ্ধ, শ্লেষ্মকারী, রক্ত পিত্ত নাশক, বল্য, শ্রমঘ্ন, বাত পিত্তনাশক। নবনীত।—কষায়, মধুর রস, শীতল, বৃষ্য, বল্য, গ্রাহী, পিত্তঘ্ন, দাহ পিত্ত নাশক, মেদ শুক্র বৃদ্ধি কর। মহিষী ঘৃত।—ধৃতিকর, কান্তি কর, বাত শ্লেষ্ম নাশক, বলকর, রক্তপিত্তনাশক, বায়ুনাশক। মহিষী মূত্র।—আনাহ, শোথ ও গুল্ম দোষ নাশক; কটু, উষ্ণ। কুষ্ঠ, কণ্ডু, শূল ও উদর রোগ নাশক।

মাংস।—বাত নাশক, বৃষ্য, বল্য, রুচ্য, বৃংহণ।

মানক, মানকচু।—শীত, গুরু, স্বাদু, শোথহর, রক্তপিত্তহর। মাত্রা ১০ তোলা।

মাণিক।—মধুর, স্নিগ্ধ, বাত পিত্ত নাশক, রসায়ন। মাত্রা ১ ধান।

মাতুলুঙ্গক, বীজপুর।—হৃদ্য, অম্ল, লঘু, অগ্নি দীপন। আধ্মান, গুল্ম, প্লীহা, হৃদ্রোগ, উদাবর্ত্ত, হিক্কা, শূল ও ছর্দ্দি রোগ নাশক। ত্বক গুণ।—তিক্ত, কফ বাত নাশক। মাত্রা ৩ মাষা।

মাধবীলতা।—কটু, তিক্ত, কষায়। পিত্ত, কাস, ব্রণ, দাহ, শোষ ও ত্রিদোষনাশক। মাত্রা ২ তোলা।

মারিষ, মরসাশাক, চাঁপানটে।—মধুর, শীতল, পিত্ত নাশক।

মার্কণ্ডিকা, ভুই খথসা, ক্যাকরোল ভেদ।—কুষ্ঠ হর; বিষ, দুর্গন্ধ, কাস ও গুল্মোদর নাশক।

মালতী।—কফ, পিত্ত, মুখরোগ, ব্রণ, কৃমি ও কুষ্ঠ নাশক। মাত্রা ৩ মাষা।

মালাকন্দ, মূলবিশেষ। তীক্ষ্ণ, গণ্ডমালা নাশক, দীপন, গুল্মনাশক। মাত্রা ১ মাষা।

মালাদূর্ব্বা, গাঁটিয়াদূর্ব্বা।—সুমধুর, তিক্ত, শিশির, পিত্ত দোষ নাশক; তৃষ্ণা, কফ ও বান্তি নাশক। মাত্রা ৫ মাষা।

মাষকলাই।—স্নিগ্ধ, বহু মলকর, শ্লেষ্মকারী, বাত নাশক, গুরু, বলকর, রেচক, স্বাদু, শুক্রকর, বৃংহণ। অর্দ্দিত ও শ্বাস কাস নাশক। মাত্রা ১০ তোলা।

মাষপর্ণী, বনমাষ, মাষাণী।—তিক্তরস, বৃষ্য, দাহজ্বর নাশক, বল্য, শুক্রবৃদ্ধিকারী, শীতল, পুষ্টিকারক, গ্রাহী। মাত্রা ৩ মাষা।

মাক্ষিক, স্বর্ণ মাক্ষিক।—মধুর, তিক্ত, অম্ল। কফ, ভ্রম, হৃল্লাস, মূর্চ্ছা, শ্বাস, কাশ ও বিষ নাশক; ক্ষয়, কুষ্ঠ ও জ্বর নাশক। মাত্রা ১ মাষা।

মিশ্রেয়া, মৌরী।—মধুর, স্নিগ্ধ, কটু। পরমকফহর, প্লীহানাশক, যোনিশূল নাশক, অগ্নি মান্দ্য নাশক, কৃমি শূল নাশক, কাসঘ্ন, বমিনাশক, হৃদ্য। মাত্রা ৩ মাষা।

মুকুষ্টক, মুগানি, বনমুগ।—শীতল, গ্রাহী, কফ পিত্তজ্বরনাশক। মাত্রা ৩ মাষা।

মুক্তা।—সারক, শীত, কষায়, স্বাদু, চক্ষুষ্য, বৃষ্য, বলপ্রদ, বীর্য্যবলবৃদ্ধিকর। ভস্মের মাত্রা ১ রতি।

মুচুকুন্দ।—কটু, তিক্ত; কফ বাত নাশক, ত্বগ্দোষ নাশক, শোথ নাশক, জীর্ণজ্বর, শিরঃপীড়া ও বিষনাশক। মাত্রা ৪ মাষা।

মুঞ্জ, মুজ।—মধুর, শীতল। কফ ও পিত্তদোষ নাশক, ভূত নাশক; দাহ, তৃষ্ণা ও বিসর্প নাশক; বৃষ্য, ত্রিদোষ নাশক, আক্ষিরোগ নাশক। মাত্রা ৩ মাষা।

মুদ্গ, মুগ।—কষায়, মধুর। কফপিত্তনাশক, লঘু, গ্রাহী, চক্ষুষ্য, জ্বরনাশক।

মুদ্গ মোদক, মতিচুর।—লঘু, গ্রাহী, ত্রিদোষ নাশক, স্বাদু, চক্ষুষ্য, জ্বরনাশক, বল্য, শীতল, রুচিকর।

মুশলী, তালমুলী।—মধুর, শীতল, বৃষ্য। পুষ্টিবলপ্রদ, পিত্তদাহ ও শ্রমহর, বৃংহণ, বায়ুনাশক। মাত্রা ২ তোলা।

মুষ্কক, ঘণ্টা পারুলী।—কটু, তিক্ত, গ্রাহী, উষ্ণ, কফ বাত নাশক। বিষ,

মেদ, কণ্ডু, গুল্ম, বস্তি রোগ ও কৃমিনাশক; শুক্রনাশক, প্লীহা-নাশক। মাত্রা ২ তোলা।

মুস্তক, মুতা।—তিক্ত, কটু। বায়ুনাশক, গ্রাহী, দীপন, কফপিত্তনাশক, জ্বরঘ্ন, তৃষ্ণা নাশক; অরুচি নাশক, কৃমিঘ্ন। মাত্রা ৮ মাষা।

মূর্ব্বা, মুরগা, লতা বিশেষ।—অতি তিক্ত, কষায়, উষ্ণ। হৃদ্রোগ, কফ, বাত, বমি, প্রমেহ, কুষ্ঠ ও বিষমজ্বর নাশক; কণ্ডু নাশক। মাত্রা ২ মাষা।

মূলক, মূলা।—তীক্ষ্ণ, উষ্ণ, কটু; অগ্নিদীপন। অর্শ, গুল্ম, হৃদ্রোগ ও বাত-নাশক; রুচিকর, গুরু। শুষ্কমূলা।—ত্রিদোষ নাশক, শোথ-নাশক। মাত্রা ২ তোলা।

মূলপোতী, পুঁইশাক বিশেষ।—ত্রিদোষ নাশক, বৃষ্য, বল্য, লঘু, পুষ্টিদ, রুচিকারক, দীপনীয়।

মূষিক।—মাংস।—শ্বাস, কাস ও বায়ু নাশক।

মূষিকপর্ণী, ইন্দুরকানি পানা।—মাত্রা ২ মাষা।

মৃগনাভি, কস্তুরী।—কটু, তিক্ত, ক্ষার, উষ্ণ, শুক্রল, গুরু। কফ, বাত, বিষ, ছর্দ্দি, শীত ও দুর্গন্ধ দোষ নাশক। মাত্রা ২ রতি।

মৃগের্ব্বারু, শ্বেত ইন্দ্রবারুণী।—রক্ত পিত্ত হারী। মাত্রা ৫ রতি।

মৃণাল।—শিশির, তিক্ত, কষায়। পিত্তদাহ, মূত্রকৃচ্ছ্র, বিকার ও রক্তবান্তি-নাশক। মাত্রা ৬ মাষা।

মেথাশাক।—কটু, উষ্ণ। অরুচি নাশক, বাতঘ্ন, দীপন, জ্বরনাশক। মাত্রা ২ মাষা।

মেষী।—দুগ্ধ।—মধুর, গাঢ়, স্নিগ্ধ। কফনাশক, বাতরোগকর, অশ্মরী-নাশক, শুক্র পিত্ত কফ প্রদ। দধি।—স্নিগ্ধ, কফ পিত্তকর, গুরু, শোথব্রণ নাশক। নবনীত।—শীতল, পুষ্টিদ, সারক, যোনীশূলে হিতকর, অর্শ হিত। ঘৃত।—বলকর। মাংস।—বাতহর, কফ-পিত্তকর, বৃংহণ, বল্য।

মৈথুন।—ধাতু ক্ষয়কারী, ঋতি সন্তান দাতৃ। অতিশয় মৈথুন।—শ্বাস কাস জ্বরকারী। অমৈথুন।—প্রমেহ,মেদ, গ্রন্থি রোগ ও অগ্নিমান্দ্যকারী।

মোচরস।—কষায়, কফ বাত নাশক, রসায়ন; বল, পুষ্টি, বর্ণ, বীর্য্য, প্রজ্ঞা ও আয়ুপ্রদ; গ্রাহী। মাত্রা ১ মাষা।

যজ্ঞোড়ুম্বর, যজ্ঞডুমুর।—হিম, রুক্ষ, গুরু। পিত্ত কফ নাশক, বর্ণকর, ব্রণ শোধন ও রোপণকর। মাত্রা ২ তোলা।

যমানিকা, যবানী।—কুষ্ঠ ও শূল নাশক, হৃদ্য, পিত্তাগ্নি কারী; বায়ু, কফ ও কৃমি নাশক। মাত্রা ২ মাষা।

যব।—কষায়, মধুর, শীতল। প্রমেহ ও পিত্ত কফ নাশক; বল্য, বৃষ্য, মূত্র মেদ কফ নাশক।

যবতিক্তা, শঙ্খিনী।—তিক্ত, অম্ল, দীপন, রুচিকারী। কৃমি কুষ্ঠ নাশক, রেচক। মাত্রা ২ মাষা।

যবক্ষার।—কফ, বাত, উদরী, আমশূল, অর্শ, শ্বাস, গুল্ম, গ্রহণী, পাণ্ডু, প্লীহা, আনাহ ও গলরোগ নাশক। মাত্রা ১ মাষা।

যবাসশর্করা ম্যানা, সীরখস্ত।—পিত্ত, শ্রম ও তৃষ্ণানাশক; বিরেচক, বৃষ্য। বিদাহ, মূর্চ্ছা ওঁ ভ্রান্তিশান্তিকর। মাত্রা ২ তোলা।

যশদ, দস্তা।—তিক্ত, শীতল। কফ পিত্ত নাশক, চক্ষুষ্য, পাণ্ডু শ্বাস নাশক। মাত্রা ২ রতি।

যষ্টিমধু।—হিম, গুরু। চক্ষুষ্য, বল বর্ণকারক, স্নিগ্ধ, শুক্রল, কেশ্য, স্বরকর। ব্রণ, শোথ, বিষ, ছর্দ্দি, তৃষ্ণা, গ্লানি ও ক্ষয়নাশক। মাত্রা ২ তোলা।

যক্ষকর্দ্দম।—কর্পূর, অগুরু, কস্তুরী, কুঙ্কুম, শ্বেতচন্দন এই সমস্ত দ্রব্য সমভাগে একত্র জলে মর্দ্দন করিয়া মিশ্রিত করিলে তাহাকে যক্ষকর্দ্দম কহে। মাত্রা ১ মাষা।

যাবনাল, জোয়ার।—বল্য, ত্রিদোষ নাশক, বৃষ্য, রুচ্য। অর্শ, যক্ষ্মা, গুল্ম ও ব্রণ নাশক।

যূথিকা, যুঁইফুল।—স্বাদু, শিশির। পিত্ত দাহ, তৃষ্ণা ও ত্বগ্দোষ নাশক; মুখ, দন্ত, অক্ষি ও শিরোরোগ নাশক, ব্রণ ও বিষ নাশক। মাত্রা ৩ মাষা।

রক্তকমল।—কটু, তিক্ত, মধুর, শিশির। রক্তদোষ নাশক, পিত্ত ও কফ বাত শমন কারক, বৃষ্য। মাত্রা ১ মাষা।

রক্তকরবীর।—কটু, তিক্ত, তীক্ষ্ণ, শোধন কারক। ত্বগ্দোষ, ব্রণ, কণ্ডু, কুষ্ঠ ও বিষ নাশক। শিকড়ের মাত্রা ১ ধান।

রক্তখদির।—কটু, উষ্ণ, কষায়, গুরু, তিক্ত। আমবাত, ব্রণ ও ভূতজ্বর-নাশক; কফ, কুষ্ঠ, পাণ্ডু, শোথ, শ্বিত্র, কৃমি, মেহ, অরুচি, মেদ, রক্ত রোগ ও কাস নাশক। মাত্রা ১ মাষা।

রক্তচন্দন। রক্ত পিত্ত নাশক, বল্য, চক্ষুষ্য, বৃষ্য, জ্বর ও ব্রণ নাশক। পিত্ত, কফ, কাস, ভ্রান্তি, বমি, তৃষ্ণা ও ভূত নাশক। মাত্রা ২ তোলা, চূর্ণ ৩ মাষা।

রক্তচিত্রক, রাঙ্গ চিতা।—রুচিকর, কুষ্ঠঘ্ন, রসায়ন। মাত্রা ৪ রতি।

রক্ত ত্রিবৃৎ।—তিক্ত, কটু, উষ্ণ, রেচক গ্রহণী ও মল বিষ্টম্ভ হারী। মাত্রা ৪ মাষা।

রক্ত পুনর্নবা।—তিক্ত, সারক। শোথ, রক্ত প্রদর দোষ, পাণ্ডু ও পিত্তনাশক। মাত্রা ২ তোলা।

রক্ত শালি।—মধুর, লঘু, স্নিগ্ধ, বলকারক, দীপন, রুচি কারক; দাহ, পিত্ত ও বায়ুনাশক।

রক্তশিগ্রু লালসজনা।—মহাবীর্য্য, মধুর, রসায়ন, সারক। শোথ ও আধ্মান নাশক। মাত্রা ৩ মাষা।

রক্তাপামার্গ।—কফ, বাত, ব্রণ, কণ্ডু ও বিষনাশক। সংগ্রাহী, বান্তি কারক। মাত্রা ১ মাষা।

রক্তালু।—শীতল, মধুরাম্ল। ভ্রম ও পিত্তদাহ নাশক, বৃষ্য, বল পুষ্টি কারক, গুরু।

রক্তেক্ষু।—মধুর, শীতল। পিত্তদাহ নাশক, বৃষ্য, তেজ বল বৃদ্ধি কারক।

রক্তেরণ্ড।—শূল, শোথ, কটী বস্তি ও শিরঃ পীড়া, জ্বর, শ্বাসকাস, কফ, আনাহ, কুষ্ঠ ও বায়ু নাশক; কৃমিঘ্ন। মূত্রকৃচ্ছ, গুল্ম, যকৃৎ, প্লীহা, উদরী ও অর্শ নাশক। মাত্রা ৩ মাষা।

রঙ্গ, রাঙ্গ।—কটু, তিক্ত, হিম, কষায়, লবণরস। মেহ নাশক; কৃমি, পাণ্ডু ও দাহ শমন কারক; কান্তিকর, রসায়ন। বাত, শোথ ও ভগন্দর নাশক; কফ জ্বর নাশক, ক্ষয় নাশক ও সকল প্রকার রক্তবিকার শমন কারক। মাত্রা ১ রতি

রক্তবংশ।—কষায়, তিক্ত, শাতল। মূত্রকৃচ্ছ, প্রমেহ, অর্শ, পিত্তদাহ ও অজীর্ণ নাশক; রুচি কারক, শূলঘ্ন, গুল্ম নাশক। মাত্রা ৩ মাষা।

রসকর্পূর।—ফিরঙ্গরোগ নাশক, অগ্নিকারক, পুষ্টিকারক, বীর্য্যবলকারক, কুষ্ঠ ও ব্রণ নাশক। মাত্রা ১ ধান।

রসাঞ্জন, রশোত।—হিম, তিক্ত, চক্ষুষ্য, মধুর, কটু। রক্তপিত্ত, ছর্দ্দি, হিক্কা ও অপস্মার নাশক; নেত্রবিকার নাশক, বিষ শ্লেষ্ম নাশক, রসায়ন, ব্রণনাশক। মাত্রা ৩ মাষা।

রসোনক রসুন।—বৃংহণ, বৃষ্য, স্নিগ্ধ, ভগ্ন সন্ধান কারক, কণ্ঠ শোধন কারক রক্তপিত্ত কারক, বল ও বর্ণ কারক। হৃদ্রোগ, অজীর্ণ, জ্বর, কুক্ষিশূল, গুল্ম, অরুচি, কাস, শোথ, অর্শ, কুষ্ঠ, কাস ও কফ নাশক। মাত্রা ১০ রতি হইতে ১৬ রতি।

রাগষাড়ব, দাড়িম ও দ্রাক্ষাযুক্ত মুদ্গ যূষ।—বাত, পিত্ত ও কফ নাশক; রুচি কারক।

রঞ্জনপুষ্প।—রক্ত পিত্ত নাশক।

রাগী, তৃণ ধান্য বিশেষ। তিক্ত, মধুর, কষায়, শাতল, বলকারক।

রাজকোষাতকী, ঝিঙ্গা।—জ্বরঘ্ন। মাত্রা ১ তোলা।

রাজ খর্জ্জুরী, পিণ্ডীখেজুর।—হিম, গুরু। পিত্তদাহ, শ্বাস ও ভ্রম নাশক; বীর্য্য বৃদ্ধি কারক।

রাজগিরি, রাজশাক।—রুচি কারক, পিত্ত নাশক, শীতল।

রাজ তরুণী, পুষ্প বিশেষ।—কষায়, কফ কারক, চক্ষুষ্য, হৃদ্য, হর্ষ কারক। মাত্রা ৪ মাষা।

রাজপলাণ্ডু, লালপেঁয়াজ।—শিশির, পিত্ত কফ নাশক, দীপন, বহু নিদ্রাকর। মাত্রা ৫ মাষা।

রাজবদর।—মধুর, শিশির। দাহ, তৃষ্ণা ও পিত্ত বাত নাশক; বৃষ্য, বীর্য্যবৃদ্ধিকর, শোষ ও শ্রম নাশক। মাত্রা ৫ তোলা।

রাজমাষ বর্বটী।—কফ পিত্ত নাশক, রুচিকারক, বাতকারক, বলদায়ক। মাত্রা ১০ তোলা।

রাজ সর্ষপ।—তিক্ত, কটু, উষ্ণ। বাত, শূল, গুল্ম, কণ্ডু, কুষ্ঠ ও ব্রণ নাশক।

রাজাদনী, ক্ষীরিণী।—মধুর, পিত্ত নাশক, গুরু, বৃষ্য, হৃদ্য, স্নিগ্ধ, বল্য, হিম। তৃষ্ণা, মূর্চ্ছা, মদ ভ্রান্তি ও ক্ষয় নাশক। মাত্রা ৫ তোলা।

রাজান্ন, অন্ধ্র দেশোদ্ভব শালি বিশেষ।—ত্রিদোষ নাশক, স্নিগ্ধ, মধুর, লঘু, দীপন, বল্য, কান্তিকর, বীর্য্য বৃদ্ধিকর।

রাজাম্র।—পুষ্টিকর, বীর্য্য বল দায়িক।

রাজালাবু, মিঠা লাউ।—গুরু, বৃষ্য, কফ পিত্ত নাশক।

রাজিকা, রাইসর্ষপ।—কটু, তিক্ত, উষ্ণ। বাত, প্লীহা, শূল, কফ, গুল্ম, ক্রিমি ও ব্রণ নাশক, দাহ পিত্ত প্রদ। মাত্রা ৩ মাষা।

রামশর, শর বৃক্ষ ভেদ।—উষ্ণ, রুচিকারক, কষায়, কফ বাত নাশক।

রাল, ধুনা।—শিশির, স্নিগ্ধ, কষায়, তিক্ত, সংগ্রহণী; বাত পিত্ত, স্ফোটক, কণ্ডু ও ব্রণ নাশক; প্রদর নাশক, গ্রাহক, বিসর্প জ্বর ও অতিসার নাশক। মাত্রা ১ মাষা।

রাস্না।—গুরু, তিক্ত, উষ্ণ। বিষ, বাত, কাস, শোথ, কম্প, উদরী ও শ্লেষ্ম নাশক। ক্রিমি ও জ্বর নাশক; বৃশ্চিক-বিষ, লূতা-বিষ ও আখু-বিষ নাশক। মাত্রা ২ তোলা।

রীঠাকরঞ্জ, ইটা।—তিক্ত, উষ্ণ, কটু, স্নিগ্ধ। বাত, কফ, কুষ্ঠ, কণ্ডু, বিষ ও বিস্ফোট নাশক। মাত্রা ১ মাষা হইতে ১০ রতি।

রুদন্তী।—কটু, তিক্ত, উষ্ণ, কষায়। ক্রিমি, রক্তপিত্ত, কফ, শ্বাস ও মেহ নাশক; রসায়ন, বৃষ্য, পিত্ত নাশক। মাত্রা ১ মাষা।

রুদ্রাক্ষ।—অম্ল, উষ্ণ। বাত, ক্রিমি, শিরঃরোগ, ভূতগ্রহ ও বিষ নাশক। মাত্রা ১ বীজ।

রূপা।—স্নিগ্ধ, কষায়। বাত পিত্ত নাশক, বলি পলিত নাশক।

রেণুকা।—কটু। শীত, খর্জ্জু, কণ্ডু, তৃষ্ণা, দাহ ও বিষ নাশক; পিত্ত বৃদ্ধিকারক, গর্ভপাতকারক, কফ বাত নাশক। মাত্রা ২ মাষা।

রোহিতক।—কটু, স্নিগ্ধ, কষায়, শীতল। প্লীহাযকৃৎঘাতী, রুচিকারক, ক্রিমিনাশক; ব্রণ, নেত্রাময়, গুল্ম ও উদরী নাশক। মাত্রা ৩ মাষা।

রোহিষ তৃণ।—তিক্ত, কটু। হৃৎকণ্ঠ ব্যাধি নাশক; শূল, কাস ও কফজ্বর নাশক। মাত্রা ৩ মাষা।

লকুচ, ডেফল, মাদার।—তিক্ত, কষায়, উষ্ণ, লঘু। কণ্ঠদোষ নাশক, দাহী. মল সংগ্রাহক, অগ্নি শুক্র নাশক, রক্ত পিত্তকর।

লঘু দন্তী।—শূল, কণ্ডু, কুষ্ঠ, বিদাহ, শোথ, কফ, উদরী ও কৃমি নাশক। মাত্রা ২ মাষা।

লঘুবদর।—কষায়, গুরু, তিক্ত, বাত পিত্ত নাশক। শুষ্ক লঘুবদর—ভেদক।

লজ্জালু, লজ্জাবতীলতা।—কটু, শীতল। পিত্তাতিসার, শোথ, দাহ, শ্রম, শ্বাস, ব্রণ ও কুষ্ঠ নাশক।—কৃমি, কফ ও পিত্ত নাশক। মাত্রা ২ মাষা।

লতা করঞ্জ।—পত্রগুণ—কটু, উষ্ণ, কফ বাত নাশক। বীজগুণ—দীপন, পথ্য; শূল, গুল্ম ও বিষ নাশক। মাত্রা ১ মাষা।

লবঙ্গ।—শীতল, তিক্ত, চক্ষুষ্য, রোচক। বাত, পিত্ত, কফ, আধ্মান, আনাহ, শূল, তৃষ্ণা, ছর্দ্দি, কাস, শ্বাস, হিক্কা ও ক্ষয় নাশক। মাত্রা ৪ রতি।

লবণ।—সৌবর্চ্চল—রুচিকারক, অগ্নিকারক, সারক, স্বাদুকর। সৈন্ধব—দৃষ্টি শুক্র হারক। মাত্রা ১ তোলা।

লক্ষ্মণা।—মধুর, শীতল। স্ত্রী বন্ধ্যা নাশক, রসায়ন, বল্য, ত্রিদোষ নাশক। মাত্রা ২ রতি।

লামজ্জক, বীরণ মূল।—হিম, তিক্ত, মধুর। বাত, পিত্ত, তৃষ্ণা, দাহ, শ্রম, মূর্চ্ছা, শূল ও জ্বর নাশক। মাত্রা ৩ মাষা।

লাক্ষা, লাহা।—কটু, তিক্ত, কষায়। শোথ ও বিষমজ্বর নাশক, বল্য। ভগ্ন, বিসর্প, ত্বগ্দোষ, হিক্কা, কাস, ব্রণ ও কৃমি নাশক। মাত্রা ২ মাষা।

লিঙ্গিনী, পঞ্চগুরিয়া।—কটু, উষ্ণ, রসায়ন, বশ্যকর। মাত্রা ৩ মাষা।

লিম্পাক, পাতিলেবু।—রুচিকারক, বাত শ্লেষ্ম হারক, হৃদ্য, ছর্দ্দিনাশক।

লোধ।—কষায়, শীত বাত কফাস্র নাশক, চক্ষুষ্য, বিষ হারক। রক্তপিত্ত, বাতাতীসার ও শোথ নাশক। মাত্রা ৩ মাষা।

লোমস-মার্জ্জার।—কফ বাত নাশক, চক্ষুষ্য, সুগন্ধি, বীর্য্যকারক, কণ্ডুনাশক।

লৌহ।—রূক্ষ, উষ্ণ, তিক্ত। বাত, পিত্ত, কফ, প্রমেহ, পাণ্ডু, শূল, শোথ, অর্শ, প্লীহা, মেদ, কৃমি, গ্রহণী, অতিসার, ছর্দ্দি, পীনস, কামলা, শ্বাস, কাস, কুষ্ঠ, আমবাত, ভগন্দর ও অম্লপিত্ত নাশক; চক্ষুষ্য। মাত্রা ২ রতি।

বংশলোচন।—রুক্ষ, কষায়, মধুর, হিম, বৃংহণী, বৃষ্য, বল্য, রক্তশুদ্ধিকারক। তৃষ্ণা, কাস, জ্বর, শ্বাস, ক্ষয়, কামলা, কুষ্ঠ, ব্রণ ও পাণ্ডু নাশক। মাত্রা ৪ রতি।

বংশাঙ্কুর।—কটু, তিক্ত, অম্ল, কষায়, লঘু, শীতল, রুচিকারক। মাত্রা ৩ মাষা।

বক।—শ্রম, কাস, চাতুর্থকজ্বর, পীনস, পিত্তদাহ, কফ, শ্বাস, বিষ, যোনিশূল, কুষ্ঠ ও শোথ নাশক। ব্রণ নাশক, ত্রিদোষনাশক, রাত্র্যন্ধনাশক। মাত্রা (ত্বক্) ২ তোলা।

বকুল।—শীতল, হৃদ্য, বিষ দোষ নাশক, মধুর, কষায়, কফপিত্তনাশক, শ্বিত্র-নাশক, গ্রাহী, দন্তস্থৈর্য্যকারক। মাত্রা (ত্বক্) ২ তোলা।

বঙ্গ।—তিক্ত, মধুর, ভেদী, কৃমি বাত নাশক। মাত্রা ২ রতি।

বচ।—তীক্ষ্ণ, কটু, উষ্ণ। কফ, আম, গ্রন্থিবাত, জ্বর ও অতিসার নাশক। বান্তিকারক, আধ্মানশূল নাশক, অপস্মারনাশক, হৃৎকণ্ঠ মুখ শোধনী, তৃষ্ণা নাশক, স্মৃতিকারক। মাত্রা ৪ মাষা।

বট।—কষায়, মধুর, শিশির। কফ পিত্ত জ্বর, দাহ, তৃষ্ণা, মোহ, ব্রণ, শোথ, অতিসার, বিসর্প ও যোনি দোষ নাশক। মাত্রা ২ তোলা।

বৎসনাভ।—মধুর, উষ্ণ। বাত, কফ, সন্নিপাত ও কণ্ঠরোগ নাশক। মাত্রা ৷৹ রতি।

বাদাম।—বাতঘ্ন, শুক্রকারক, বৃষ্য, কফ নাশক। মাত্রা ৫ তোলা।

বন চম্পক।—কটু, উষ্ণ। কফ বাত নাশক, বর্ণকারক, চক্ষুষ্য, ব্রণ রোপন-কারক, বয়ঃ স্তম্ভকারক। মাত্রা ৩ মাষা।

বনজীরা।—কটু, শীতল, ব্রণ নাশক। মাত্রা ৩ মাষা।

বনপিপ্পলী।—কটু, উষ্ণ, তীক্ষ্ণ, রুচিকারক, অগ্নিকারক। মাত্রা ৩ মাষা।

বনবর্ব্বরিকা, বনবাবুই।—সুগন্ধি, বিষঘ্ন, নিদ্রাকারক, শোথহারী, বান্তি-নাশক, পিশাচ ও ভূতঘ্ন। মাত্রা ২ মাষা।

বনবীজপূরক।—অম্ল, কটু, উষ্ণ। রুচিকারক, বাত ও আম দোষ নাশক; কৃমি, কফ, শ্বাস ও কাস নাশক। মাত্রা ২ তোলা।

বন শূরণ, বনওল।—রুচিকারক, কটু, উষ্ণ। কৃমি, গুল্ম ও শূল নাশক। মাত্রা ১ তোলা।

বন হরিদ্রা।—কটু, রুচিকারক, তিক্ত, দীপন, কুষ্ঠ নাশক। মাত্রা ৩ মাষা।

বন্দাক, পরগাছা।—তিক্ত, শিশির। কফ, বাত ও শ্রম নাশক ; বল্য, বৃষ্য, কষায়, রসায়ন, মধুর রস, ব্রণ ও বিষ নাশক। মাত্রা ১ তোলা।

বনপুঁই।—তিক্ত, কটু, উষ্ণ, রুচি কারক। মাত্রা ১ তোলা।

বরক, বনমুগ।—বাত পিত্তকারী, কষায়, রুক্ষ। মাত্রা ২ তোলা।

বরটিকা।—মধুর, স্নিগ্ধ। রক্তপিত্ত, কফ ও বায়ু নাশক; অবৃষ্য। মাত্রা ৩ মাষা।

বরুণ।—কটু, উষ্ণ। রক্তদোষ নাশক, বিদ্রধিরোগ নাশক, দীপন, ভেদী, গুল্ম কৃমি নাশক। শূলঘ্ন, আমবাত নাশক, গ্রাহী। মাত্রা ২ তোলা।

বালা।—আয়ুষ্য, বৃষ্য, গ্রাহী, বাত পিত্ত নাশক, স্নিগ্ধ। মাত্রা ৬ মাষা।

বাকুচী, সোমরাজী।—কটু, তিক্ত, উষ্ণ। কৃমি, কুষ্ঠ, কফ, ত্বগ্দোষ, বিষ, কণ্ডু ও খর্জ্জু নাশক, ত্বচ্য, কেশ্য। শোথ, পাণ্ডু, শ্বাস, কাস, মেহ ও জ্বর নাশক। মাত্রা ৪।।০ মাষা।

বাসক, বাকস।—তিক্ত, কটু। শীত, কাস, রক্তপিত্ত, কামলা, কফ বৈকল্য, জ্বর, শ্বাস, ক্ষয়, ছর্দ্দি, কুষ্ঠ ও মোহ নাশক। মাত্রা—ছাল ২ তোলা, ফুল ৪ মাষা, রস ২ তোলা।

বাস্তুক, বেতুয়াশাক।—মধুর, শীতল, ক্ষার, ত্রিদোষ নাশক, রুচিকর, জ্বরনাশক, শুক্রকর, বল্য, মল মূত্র শুদ্ধিকারক, কৃমি ও প্লীহা নাশক। মাত্রা ১০ তোলা।

বিকঙ্কত, বঁইচ।—অম্ল, মধুর। কামলা ও প্লীহা নাশক, পাচক, ত্রিদোষ নাশক।

বিজয়া, সিদ্ধি।—কফহারী, তিক্ত, গ্রাহী, পাচনী, তীক্ষ্ণ, উষ্ণ, পিত্তলা, মোহ-মদ বাক বহ্নি বৃদ্ধি কারক, কুষ্ঠ নাশক, বল মেধা কারক, রসায়ন। মাত্রা ৩ মাষা।

বিড়, বিটলবণ।—উষ্ণ, দীপন, রুচিকারক। বাতাজীর্ণ, শূল, গুল্ম ও মেহ-নাশক। মাত্রা ১ মাষা।

বিড়ঙ্গ।—ঈষৎ তিক্ত। কৃমি, অগ্নিমান্দ্য, অরুচি, ভ্রান্তি, শূল, আধ্মান, উদরী ও বাত নাশক। মাত্রা ৫ মাষা।

বিদারী, ভূমিকুষ্মাণ্ড।—মধুর, শীতল, গুরু, স্নিগ্ধ। রক্তপিত্ত নাশক, কফ-কারক, বলবীর্য্য বৃদ্ধিকারক, বাতপিত্ত নাশক, রসায়নী। মাত্রা ২ তোলা।

বিভীতকী, বহেড়া।—কটু, তিক্ত, কষায়, উষ্ণ। কফ নাশক, চক্ষুষ্য, পলিত-নাশক। বিভীতক মজ্জা—তৃষ্ণা, ছর্দ্দি, কফ ও বাত নাশক ; ভেদক, কাস নাশক, কৃমি নাশক। মাত্রা ৮ মাষা।

বিম্ব, তেলাকুচা।— পিত্ত, কফ, ছর্দ্দি, ব্রণ, হৃল্লাস ও কুষ্ঠ নাশক।

বিল, বেল।—ফলগুণ—মধুর, হৃদ্য, কষায়, গুরু। পিত্ত কফ জ্বরাতিসার নাশক, রুচি কারক, দীপন। মূলগুণ—ত্রিদোষ নাশক, বান্তি নাশক। কোমল ফলগুণ—স্নিগ্ধ, সংগ্রাহী। মাত্রা (মূল) ৪ মাষা।

বিশাল, ইন্দ্রবারুণী।—কফ বাত নাশক, মেহ কুষ্ঠ নাশক। মাত্রা ৫ রতি।

বিষ্ণুকন্দ।—মধুর, শিশির। পিত্তদাহ ও শোফ নাশক, রুচিকারক।

বিষ্ণুক্রান্তা, অপরাজিতা।—কটু, তিক্ত। কফ বাত নাশক, মেধাকারী। মাত্রা ২ তোলা।

বিজয়াসার।—কুষ্ঠ, বিসর্প, মেহ, কৃমি ও পিত্ত নাশক ; কেশ ও ত্বকের হিতকারী। মাত্রা ২ রতি।

বীজপূর টাবালেবু।—ফলগুণ—অম্ল, কটু, উষ্ণ। শ্বাস, কাস ও পবন শমন-কারক, কণ্ঠ শোধন কারক, রুচিকারক, দীপনীয়। তৃষ্ণা, আধ্মান, গুল্ম, হৃদ্রোগ, প্লীহা, উদাবর্ত্ত, ভ্রম ও রক্ত পিত্ত নাশক।

বীরণ, উশীরতৃণ, বেনা।—পাচন, শীতস্তম্ভন, লঘু, তিক্ত। কফ, পিত্ত, বমন, তৃষ্ণা, দাহ, বিসর্প ও ব্রণ নাশক। মাত্রা ৩ মাষা।

বৃদ্ধদারক, বীজতাড়ক, বিধারা।—পিচ্ছিল। কফ, কাস, বাত, আমদোষ ও শোথ নাশক, বল কারক। মাত্রা ৩ মাষা।

বৃশ্চিকালী, বিছাটী।—কটু, তিক্ত। হৃৎশুদ্ধিকারক, রক্তপিত্ত নাশক, বল্য। মাত্রা (মূল) ৪ মাষা।

বৃহজ্জীবন্তী।—বহু বীর্য্য কারক। মাত্রা ৩ মাষা।

বৃহতী, ব্যাকুড়।—কটু, তিক্ত, উষ্ণ। বাতজ্বর, অরুচি, আম, কাস, শ্বাস, হৃদ্রোগ ও বাত নাশক ; গ্রাহী। মাত্রা ২ তোলা।

বক্ষাম্ল, অম্লবীজ।—কটু, কষায়, বাতঘ্ন, কফ পিত্ত কারক। তৃষ্ণা, অর্শ, গ্রহণী, গুল্ম শূল, হৃদ্রোগ ও কৃমি নাশক। মাত্রা ৪ মাষা।

বেতস।—কটু, শীতল। ভূত,রক্তপিত্ত,কুষ্ঠ, দাহ, শোথ, অর্শ, ব্রণ,যোনিরোগ ও বিসর্প নাশক। মাত্রা ৩ মাষা।

বেত্র।—শীতল, কষায়, পিত্ত নাশক।

বেতাগ্র।—অগ্নি কারক, রুচি কারক, তিক্ত, পিত্ত কফ নাশক। ফল—বাত পিত্ত নাশক। মাত্রা ২ মাষা।

বোল।—কটু, তিক্ত, কষায়। ব্রণ নাশক, রক্ত নাশক, দীপন, পাচন, ত্রিদোষ নাশক; জ্বর, অপস্মার ও কুষ্ঠ নাশক; গর্ভাশয় শুদ্ধিকারক, প্রদর নাশক। মাত্রা ১ মাষা।

ব্যাঘ্র মাংস।—অর্শ, প্রমেহ ও জরাময় নাশক।

ব্যাঘ্র নখ, কন্দ বিশেষ, নখী।—কুষ্ঠ নাশক, লঘু, উষ্ণ, শুক্রল, ব্রণ বিষ নাশক, মুখ দৌর্গন্ধ নাশক।

শক্রাশন, ভাঙ্গ।—তীক্ষ্ণ, উষ্ণ। মোহ কারক, কুষ্ঠ নাশক, বল মেধা ও অগ্নি কারক, শ্লেষ্ম দোষ নাশক, রসায়ন। (বিজয়া শব্দে অন্যান্য গুণ দেখ) মাত্রা ১ মাষা।

শঙ্খ।—কটু, শীতল। পুষ্টি বীর্য্য বল দায়ক; গুল্ম, শূল, কফ, শ্বাস ও বিষ-দোষ নাশক।

শঙ্খচূর্ণ।—কটু, ক্ষার, উষ্ণ, ক্রিমিহর।

শঙ্খপুষ্পী, শঙ্খাহুলী, ডানকুনি, পীতপুষ্পী।—হিম, তিক্ত। মেধা স্বর কারক, গ্রহ ভূতাদি দোষ নাশক, বশী করণে হিতকারী, ক্রিমিঘ্ন, বিষ নাশক, বৃষ্য, রসায়ন, কুষ্ঠ নাশক, কান্তি বল অগ্নি কারক, অপস্মার নাশক। মাত্রা ১ তোলা।

শটী, বন আদা।—তিক্ত, অম্ল, লঘু, উষ্ণ, রুচি কারক। জ্বর, কফ, কণ্ডু, ব্রণ-দোষ,রক্তাময়,শোষ, কাস, শূল ও আধ্মান নাশক। মাত্রা ১ তোলা।

শণ।—অম্ল, কষায়, বাতকারী, পিত্ত কফ নাশক, তীব্র, অঙ্গ মর্দ্দ নাশক।

শণ পুষ্পা, বন-শণ।—বমি কারক।

শত পত্রী, সেউতী।—হিম, তিক্ত, কষায়। কুষ্ঠ, মুখস্ফোট ও পিত্তদাহ নাশক; রুচিকর। মাত্রা ৬ মাষা।

শতপদী, কাণ কোটারি।—ইন্দ্র লুপ্ত নাশক।

শতপর্ব্বা, বংশ।—উষ্ণ, ক্ষার, পবন নাশক।

শতপুষ্পা, শুলফাশাক।—কটু, তিক্ত, স্নিগ্ধ। শ্লেষ্মাতিসার, জ্বর, নেত্র রোগ, ব্রণ, গুল্ম, বাত, পিত্ত, আম-শূল, তৃষ্ণা, ছর্দ্দি ও কৃমি নাশক; সংগ্রাহী, শীতল। মাত্রা ৩ মাষা।

শতমূলী।—বৃষ্য, মধুর, হিম। মেহ, কফ ও বাতপিত্ত নাশক; তিক্ত, রসায়ন, মেধা অগ্নি কারক, পুষ্টি দায়ক,নেত্র রোগ নাশক, গুল্ম অতিসার নাশক, শুক্র স্তন্যদুগ্ধ বৃদ্ধিকর; শোথ, পিত্ত, মেহ ও কুষ্ঠ নাশক। মাত্রা ২ তোলা।

শমী, শাঁই।—রূক্ষ, কষায়। রক্ত পিত্ত ও অতিসার নাশক। ফলগুণ—কেশ নাশক; কম্প, কাস, শ্বাস, কুষ্ঠ, অর্শ ও কৃমি নাশক।

শম্বর চন্দন, চন্দন বিশেষ।—শীতল, তিক্ত, উষ্ণ। শ্লেষ্মা, অনিল, শ্রম, বিস্ফোট, পামা, কুষ্ঠ, তৃষ্ণা, দাহ ও মোহ নাশক।

শর।—মধুর, তিক্ত। কফ, শ্রান্তি ও মেদ নাশক; বলবীর্য্যকারী।মাত্রা ২ তোলা।

শরপুঙ্খা, শরফোঁকা।—কটু, উষ্ণ। কৃমি বাত নাশক; যকৃৎ, প্লীহা, গুল্ম, ব্রণ, বিষ, কাস ও শ্বাস নাশক। মাত্রা ৫ মাষা।

শর্করা, চিনি।—মধুর, শীতল। পিত্তদাহ, শ্রম, রক্তদোষ ও ভ্রান্তি নাশক ছর্দ্দি, কুষ্ঠ, ব্রণ, কফ, শ্বাস, হিক্কা, রক্তপিত্ত, ও মূর্চ্ছা নাশক মাত্রা ৫ তোলা।

শর্করোদক।—চিনি, এলাচ, লবঙ্গ, কর্পূর ও মরিচ যুক্ত জল—জ্বর নাশক মূর্চ্ছা, ছর্দ্দি, তৃষ্ণা, দাহ ও বাত পিত্ত নাশক; শুক্রল।

শল্লকী, শজারু।—কফ পিত্ত নাশক।

শশঃ, খরগোশ।—শোথ অতিসার ও রক্তপিত্ত নাশক; ত্রিদোষ নাশক, শ্বাস নাশক।

শাক, সেগুন।—সারক, পিত্তদাহ ও শ্রম নাশক। ত্বক্।—কষায়, কফ নাশক।

শাখোট, শ্যাওড়া, ভূত বৃক্ষ।—পিত্তকর, বাতহর। রক্তপিত্ত, অর্শ, বাত শ্লেষ্মা ও অতিসার নাশক। মাত্রা ৩ মাষা।

শারিবা, শ্যামালতা, অনন্তমূল।—সর্ব্ব ব্রণ শোধন কর; বায়ু, পিত্তরক্ত, তৃষ্ণা, ছর্দ্দি ও জ্বর নাশক মাত্রা ২ তোলা।

এবং সম প্রভৃতি হইয়া থাকে। ইহা ব্যতীত ও তন্ত্রোক্ত বিধানানুসারে দিবা রাত্রের মধ্যে ছয় প্রকার ঋতু নির্দ্দিষ্ট আছে তম্মধ্যে পূর্ব্বাহ্ণ দশদণ্ড বসন্ত, মধ্যাহ্ণ দশদণ্ড গ্রীষ্ম, অপরাহ্ণ দশ দণ্ড বর্ষা, সন্ধ্যার পরে রাত্র দশদণ্ড পর্য্যন্ত শিশির, তৎপরে আড়াই প্রহর পর্য্যন্ত দশদণ্ড শরৎ, এবং শরতের পর প্রভাত পর্য্যন্ত দশদণ্ড হেমন্ত ঋতু হইয়া থাকে। প্রাগুক্ত সম্বৎসরিক ঋতুর সঞ্চয় প্রকোপ, এবং সম প্রভৃতির বিধান মতে আয়ুর্ব্বেদজ্ঞ চিকিৎসক গণ এই দিবা ঋতুর পরীক্ষা দ্বারা অসম্পূর্ণ লক্ষণযুক্ত রোগের চিকিৎসা করিয়া থাকেন। আবার কোন কোন মতে অগ্রহায়ণ পৌষ ও মাঘ ফাল্গুন এই চারি মাসে শীত; চৈত্র বৈশাখ ও জ্যৈষ্ঠ আষাড় এই চারি মাসে গ্রীষ্ম; শ্রাবণ, ভার্দ্র ও আশ্বীন কার্ত্তিক এই চারিমাসে বর্ষা, এই রূপ নিয়মক্রমে সম্বৎসরে তিনটি ঋতু কথিত আছে। তম্মধ্যে গ্রীষ্মঋতু কাল স্বভাবে যেরূপ লঘু রুক্ষাদি উষ্ণগুণযুক্ত হয়, তদ্রূপ যব, গম ও তণ্ডুল প্রভৃতি ভক্ষ দ্রব্য সমুদয়ও এবং বায়ু ও শরীরও সেইরূপ লঘু রুক্ষাদি, উষ্ণ গুনযুক্ত হইয়া থাকে। পরস্পরের এইরূপ সমানগুন জন্য প্রকোপ না হইয়া বায়ুর সঞ্চয় হইয় থাকে। বর্ষা ঋতুতে কাল স্বভাবে শীতলত্ব হেতু জল ও যব, গম ও তণ্ডুলাদি ভক্ষ দ্রব্য সমুদয় অম্লরসে পাক হওয়ায় প্রকোপ না হইয়া পিত্তের সঞ্চয় হইয়া থাকে। এবং শিশির ঋতুতে কাল স্বভাবে স্নিগ্ধ গুনযুক্ত হেতু জল ও যব, গম ও তণ্ডুলাদি ভক্ষ দ্রব্য সমুদয় এবং বায়ু ও শরীর স্নিগ্ধ গুনযুক্ত হওয়ায় প্রকোপ না হইয়া কফের সঞ্চয় হইয়া থাকে। এতদ্ব্যতীত আহার, নিদ্রা এবং মৈথুনাদির ব্যতীক্রম জন্য সকল কালেই দোষাদির সঞ্চয়, প্রকোপ এবং সম হইয়া থাকে।

অতি যোগাদির বৃত্তান্ত।

৭৪। মনুষ্যগণের যে ইন্দ্রিয়ের দ্বারা যে যে কার্য্য সম্পাদিত হয়; সেই ইন্দ্রিয়ের দ্বারা সেই সেই কার্য্য যদি অতিরিক্ত বা অতি অল্প হয়; অথবা

শিহ্লক, শিলারস।—জ্বর নাশক। (তুরুষ্ক শব্দ দেখ) মাত্রা ১ মাষা।

শীর্ণবৃন্ত, তরমুজ।—কফ অগ্নি শুক্র কারী, আনাহ ও প্লীহা নাশক।

শুক।—পরম বৃষ্য, কাস শ্বাস ও ক্ষয় নাশক।

শুক্তি, ঝিনুক।—কটু, স্নিগ্ধ। শ্বাস ও হৃদ্‌গ্রহ নাশক; শূলঘ্ন। (দগ্ধ) মাত্রা ১ মাষা।

শুণ্ঠী শুঁট।—কটু, উষ্ণ, স্নিগ্ধ। শ্লীপদ, শোথ, অর্শ, বাত, শ্বাস, উদরাধ্মান, কফ, আনাহ ও মন্দাগ্নি নাশক; বৃষ্য। মাত্রা ১ মাষা হইতে ২ মাষা।

শুনকচিল্লী, শাক বিশেষ।—কটু, তীক্ষ্ণ। কণ্ডু ব্রণ নাশক।

শুষ্কপত্র, নালিতা।—পিত্ত শ্লেষ্মা জ্বর নাশক।

শূরণ, ওল।—কটু, রুচিকর, দীপনীয়, পাচন। কৃমি, কফ, বায়ু, শ্বাস, কাস, বমি, অর্শ, শূল, গুল্ম ও প্লীহা নাশক।

শৃঙ্গাটক, পানিফল।—রক্ত পিত্ত নাশক, বৃষ্য, ত্রিদোষ নাশক; বাত, ভ্রম ও শোথ নাশক। মাত্রা ১০ তোলা।

শেফালিকা, শিউলিগাছ।—বাত নাশক, কটু, তিক্ত, উষ্ণ, রূক্ষ, কফ নাশক। (ছাল) মাত্রা ৩ মাষা।

শৈলেয়, শৈলজ।—শিশির, তিক্ত, কফ পিত্ত নাশক। দাহ, তৃষ্ণা, বমি, শ্বাস ও ব্রণ দোষ নাশক; কণ্ডু, কুষ্ঠ, অশ্মরী, দাহ, বিষ ও অর্শ নাশক। মাত্রা ৩ মাষা।

শৈবাল, শেয়ালা।—শীতল, স্নিগ্ধ, সন্তাপ ব্রণ নাশক। মাত্রা ৫ মাষা।

শ্যোনাক, অরলু, শোণাগাছ।—গুল্ম, অর্শ, কাস, আম, শ্লেষ্ম, পিত্ত ও কৃমি নাশক। গ্রাহী, সন্নিপাত জ্বর নাশক। মাত্রা ১ তোলা।

শোভাঞ্জন, সজিনা।—তীক্ষ্ণ, কটু, উষ্ণ। শূল নাশক, চক্ষুষ্য, শোথ নাশক, শুক্রকারক, কফ বাত কৃমি নাশক। প্লীহা, গুল্ম, ব্রণ ও মেদ নাশক। কুষ্ঠ শ্বাস কাস নাশক। মাত্রা ৩ মাষা হইতে ৪ মাষা। বীজ নস্য করিলে শিরোবর্ত্তি নাশ হয়।

শ্যামাক, শামা।—মধুর, কষায়, লঘু, শীতল। বাত কারক, কফপিত্ত ব্রণ দোষ নাশক, গ্রাহী।

শ্রীবেষ্ট, সরলকাষ্ঠ।—কটু, তিক্ত, কষায়, শ্লেষ্ম পিত্ত নাশক। যোনি-দোষ, ব্রণ, আধ্মান, অক্ষি ও স্বর রোগ নাশক। মাত্রা ১ মাষা।

শ্লেষ্মান্তক, লসোড়া।—কটু, হিম, মধুর, কষায়। ক্রিমি শূল নাশক, বিস্ফোট শান্তিকর। মাত্রা ৩ তোলা।

শ্বেত কণ্টিকারী।—তিক্ত, কটু, দীপনী। কফ, কাস, শ্বাস, জ্বর, বায়ু, ক্রিমি, পীনস, পার্শ্বপীড়া ও হৃদ্রোগ নাশক। মাত্রা ৩ মাষা।

শ্বেত কিনিহী।—কটু, উষ্ণ। গুল্ম ও আধ্মান নাশক, শূলঘ্ন, কফ বাত নাশক। মাত্রা ১ মাষা।

শ্বেত কুশ।—হিম, রুচিকর। পিত্তরক্ত, জ্বর, তৃষ্ণা, শ্বাস ও কামলা নাশক। মাত্রা ২ তোলা।

শ্বেত খদির।—তিক্ত, কষায়, কটু, উষ্ণ। কণ্ডু, কুষ্ঠ, কফ, বাত, ব্রণ ও মুখরোগ নাশক। মাত্রা ১ মাষা।

শ্বেতগুঞ্জা।—তীক্ষ্ণ, উষ্ণ। বীজ—বান্তিকর। শিফা—শূল বিষ নাশক; কেশ্য, বাত পিত্ত জ্বর নাশক; মুখশোষ, ভ্রম, শ্বাস, তৃষ্ণা, মেদ, ব্রণ, ও নেত্রাময় নাশক। বৃষ্য, বল্য, ক্রিমি নাশক, কুষ্ঠ ও ইন্দ্রলুপ্ত নাশক। মাত্রা ।।০ অৰ্দ্ধ রতি।

শ্বেত চিল্লী, বাস্তকী, বেতুয়াশাক।—ত্রিদোষ নাশক, জ্বর নাশক।

শ্বেত টঙ্কণ, সোহাগা।—স্নিগ্ধ, কটু, উষ্ণ। কফ, বাত, আম, ক্ষয় ও শ্বাস নাশক; সারক। মাত্রা ১ মাষা।

শ্বেত দূর্ব্বা।—শিশির, মধুর। বান্তি, পিত্ত, আমাতিসার, কাস, দাহ ও তৃষ্ণানাশক। মাত্রা ৬ মাষা।

শ্বেতপদ্ম।—হিম, তিক্ত, মধুর। পিত্তদাহ, ভ্রম ও পিপাসা নাশক। মাত্রা ১ তোলা।

শ্বেত রোহিত।—কটু, স্নিগ্ধ, কষায়, শীতল। ক্রিমিদোষ, ব্রণ, প্লীহা ও নেত্রাময় নাশক। মাত্রা ৩ মাষা।

শ্বেতবচ, সাদাবচ।—মেধা আয়ু পোষক, কফনাশক। মাত্রা ৩ মাষা।

শ্বেত বৃহতী, থলোবেগুন।—বাতশ্লেষ্মা নাশক। মাত্রা ২ তোলা।

শ্বেতসিগ্রু।—কটু, তীক্ষ্ণ। শোথ, বাত, অঙ্গব্যথা, ও মুখের জড়তা নাশক।

পাতার রস—চক্ষুষ্য। বীজ —নস্য দ্বারা শিরঃরোগ আরোগ্য হয়। মাত্রা ৩ মাষা।

শ্বেতাম্লি।—বৃষ্য, পিত্তনাশক, বলকর।

শ্বেতার্ক।—কটু, তিক্ত, উষ্ণ, মল শোধন কারক, মূত্রকৃচ্ছ্র, শোথ ও ব্রণ নাশক। মাত্রা ৪ রতি।

শ্বেতেক্ষু, সাদা আক্।—কফ মূত্রকারক, দীপন, পিত্ত দাহনাশক।

ষড়ভুজা, খরবুজা।—পুষ্টিকারক, বৃষ্য, দাহ শ্রম নাশক, মৃদুল, পিত্তোন্মাদ-নাশক। মাত্রা ১টা ফল।

ষষ্টিক, ধান্য বিশেষ।—বলবীর্য্য বৃদ্ধিকারক।

সটী, বনআদা, আমহলদী।—রুচিকর; জ্বর, কফ, কণ্ডু ও ব্রণ দোষ নাশক; হৃদ্য, মুখরোগ নাশক। মাত্রা ৩ মাষা।

সপ্তচ্ছদ, ছাতিম।—তিক্ত, উষ্ণ, ত্রিদোষ নাশক। ব্রণ, রক্তাময় ও ক্রমি নাশক; কুষ্ঠ, শ্বাস ও গুল্ম নাশক। মাত্রা ২ তোলা।

সমষ্ঠিল, হিন্দী কোকুয়াঁ।—কটু, উষ্ণ, রুচিকর, মুখশোধনকারক, দাহকারী, কফ বাত প্রশমন কারক। মাত্রা ১ মাষা।

সমুদ্র ফেন।—শিশির, কষায়। নেত্ররোগ, কফ, কণ্ঠরোগ, অরুচি ও কর্ণরোগ নাশক। মাত্রা ১ মাষা।

সমুদ্র লবণ।—লঘু, হৃদ্য। কফ বাত নাশক, দীপন, রুচিকর। মাত্রা ২ মাষা।

সবল।—কটু, তিক্ত, উষ্ণ। কফ, বাত, ত্বগ্দোষ, শোথ, কণ্ডু ও ব্রণ নাশক। কর্ণ, কণ্ঠ ও অক্ষিরোগ নাশক; কামলানাশক। মাত্রা ২ মাষা।

সর্জ্জিকাক্ষার, সাজিমাটি।—কটু, উষ্ণ। কফ, বাত, উদররোগ, শূল ও আম নাশক। শ্বাস, পাণ্ডু, অর্শ, গ্রহণী, গুল্ম, আনাহ, প্লীহা ও হৃদ্রোগ নাশক। মাত্রা ১ মাষা।

সর্পাক্ষি, রক্তসাক্ষি।—কটু, তিক্ত, উষ্ণ। ক্রমিনাশক, বৃশ্চিক ইন্দুর ও সর্প বিষ নাশক, ব্রণ রোপণ কারক। মাত্রা ১ তোলা।

সর্ব্বক্ষার, সাবান।—চক্ষুষ্য, বস্তি শোধক, উদাবর্ত্ত ও ক্রমি নাশক, মলবস্ত্র শোধক। মাত্রা ৫ রতি।

সর্ষপ।—কফবাত নাশক, তীক্ষ্ণ, উষ্ণ, রক্তপিত্ত কারক, কটু ও ক্রমিনাশক।

মাত্রা ৪ মাষা। রক্তসর্ষপ—প্লীহানাশক। কৃষ্ণসর্ষপ—গুল্ম, কণ্ডু, কুষ্ঠ ও ব্রণনাশক। গৌর সর্ষপ—ভূতনাশক।

সহদেবী।—হৃদ্রোগ, বাত, অর্শ ও শোথ নাশক। শুক্রবৃদ্ধিকর, বল্য, বিষম জ্বর নাশক। মাত্রা ৩ মাষা।

সাতলা।—কফপিত্ত নাশক, লঘু, তিক্ত, কষায়। বিসর্প, বিস্ফোটক, ব্রণ ও শোথ নাশক। মাত্রা ৩ মাষা।

সমুদ্র লবণ, করকচ লবণ।—ভেদক, মধুর, স্নিগ্ধ, শূলঘ্ন। মাত্রা ৩ মাষা।

সারিবা, অনন্তমূল।—মধুর, স্নিগ্ধ, বৃষ্য। কুষ্ঠ, কণ্ডু, জ্বর ও দেহদুর্গন্ধ নাশক, শুক্রকারক। অগ্নিমান্দ্য, অরুচি, শ্বাস, কাস, আম, বিষ, প্রদর ও জ্বরাতিসারনাশক। মাত্রা ২ তোলা।

সাল।—কটু, তিক্ত, উষ্ণ।—অতিসার, কুষ্ঠ, কণ্ডু, বিস্ফোটক ও বাতনাশক। বিদ্রোধি, বাধির্য্য, যোনি কর্ণরোগ ও মেহ নাশক। মাত্রা ৫ মাষা।

সিংহ মাংস।—অর্শ, প্রমেহ ও জ্বরাময় নাশক।

সিত পাটলিকা, কাষ্ঠ পাটলা, শ্বেত পারুল।—তিক্ত, গুরু, উষ্ণ। বাতদোষ, বমি, হিক্কা, কফ, শ্রম ও শোথ নাশক। মাত্রা ৫ মাষা।

সিত মরিচ, শ্বেত মরিচ।—কটু, উষ্ণ। বিষ, ভূত ও দৃষ্টিরোগ নাশক।

সিতাখণ্ড, মধুজাত শর্করা।—অতি মধুর, চক্ষুষ্য। ছর্দ্দি, কুষ্ঠ, ব্রণ, কফ, শ্বাস, হিক্কা ও পিত্তাস্রদোষ নাশক। মাত্রা ৫ মাষা।

সিতার্জ্জক, শ্বেত তুলসী।—কটু, উষ্ণ। কফ, বাত ও নেত্ররোগ নাশক। রুচিকর, সুখ প্রসবকারক। মাত্রা ৩ মাষা।

সিতাবর, সুসুনি।—রসায়ন, নিদ্রাকারী, দাহজ্বর ও ত্রিদোষনাশক; সংগ্রাহী, কষায়, উষ্ণ, অবিদাহী। মাত্রা ১ ছটাক।

সিন্দুবার, নিসিন্দা।—কটু, তিক্ত। কফ, বাত, ক্ষয়, কুষ্ঠ, কণ্ডু ও শূল নাশক; কেশহিত, চক্ষুরোগ হিতকর, শোথও ক্রিমি নাশক। মাত্রা ১ তোলা।

সিন্দুর।—কটু, তিক্ত, উষ্ণ, ব্রণ রোপনকারক। কুষ্ঠ, ভ্রম, কণ্ডু ও বিসর্প শমনকারক। মাত্রা ১ রতি।

সিন্দুরপুষ্পী।—কটু, তিক্ত, কষায়। শ্লেষ্মা বাত নাশক, ভূত নাশক। মাত্রা ১ মাষা।

সিংহী।—বল্য, দাহকর, বাতপিত্ত নাশক। মাত্রা ১০ তোলা।

সিধু, মদ্য বিশেষ, সির্কা।—বাতপিত্তকর, হৃদ্য। মাত্রা ১ ছটাক।

সীলন্ধ, সিলিন্দামৎস্য।—শ্লেষ্মা বৃদ্ধিকারক, বৃষ্য, বাত পিত্ত নাশক, হৃদ্য, বাতকর।

সীসক, ধাতুবিশেষ, সীসা।—উষ্ণ, কফ বাত নাশক। অর্শ ও মেহ নাশক। মাত্রা ১ রতি।

সুতশ্রেণী, মূষিকপর্ণী।—চক্ষুষ্য, কটু। আখু বিষ, ব্রণদোষ ও নেত্রাময় নাশক। মাত্রা ৫ মাষা।

সুদর্শনা।—স্বাদু, উষ্ণ। কফ, শোথ ও বিষনাশক। মাত্রা ১ মাষা।

সুরপর্ণ, মাচীপত্রী।—কটু, উষ্ণ। কৃমি, শ্বাস, বলাস, কফ ও কাস নাশক; দীপন, বর্ণকর, বালক রোগ হিতকারী। মাত্রা ১ মাষা।

সুবর্ণ।—স্নিগ্ধ, কষায়, তিক্ত, মধুর, ত্রিদোষনাশক, স্বাদু, রসায়ন, রুচিকর, চক্ষুষ্য, আয়ুষ্য, প্রজ্ঞাবীর্য্যবলস্মৃতিকর, বৃষ্য, বল্য। মাত্রা—অর্দ্ধরতি।

সুবর্ণকদলী, চাঁপাকলা।—মধুর, হিম। দীপনকারী, বৃষ্য, তৃষ্ণা দাহ নাশক। মাত্রা ৫টা।

সুবর্ণগৈরিক।—মধুর, শীত, কষায়, ব্রণ রোপণকারক। বিস্ফোট, অর্শ ও অগ্নিদাহঘ্ন। মাত্রা ৩ মাষা।

সুবর্ণ যূথী, স্বর্ণযুঁই।—স্বাদু, শিশির। পিত্তদাহ, তৃষ্ণা ও ত্বগ্দোষ নাশক; মুখ, দন্ত, অক্ষি ও শিরোরোগ নাশক, ব্রণনাশক। মাত্রা ৩ মাষা।

সূর্য্যকান্ত, স্ফটিক।—উষ্ণ, নির্ম্মল, রসায়ন, বাত শ্লেষ্মা নাশক। মাত্রা ॥০ রতি।

সূর্য্যাবর্ত্ত, হুড়হুড়িয়া।—বিষঘ্ন। মাত্রা ৩ মাষা।

সূক্ষ্মশালি।—সুমধুর, লঘু, পিত্তাস্রদাহ নাশক।

সূক্ষ্মৈলা, গুজরাটি এলাচি।—বয়স্থা।

সেবতী, সেঁউতী।—হিম, হৃদ্য, গ্রাহী, শুক্রল, পাচনী। মাত্রা ৩ মাষা।

সেবি, সেও।—বাত পিত্ত নাশক, গুরু, বৃংহণ, কফকর, বৃষ্য।

সেরিকা, সেওয়াঞ্জি।—বাত পিত্ত নাশক, বল্য, গ্রাহী। মাত্রা ৩ মাষা।

সৈংহলী, সিংহ পিপ্পলী।—কটু, উষ্ণ। জন্তুনাশক, কফ শ্বাস নাশক, রেচক। মাত্রা ৩ মাষা।

সৈন্ধবলবণ।—বৃষ্য, চক্ষুষ্য, দীপন, রুচিকর, ব্রণদোষনাশক ও ত্রিদোষনাশক; দাহকারক। মাত্রা ১ তোলা।

সৈন্ধী, তালাদি রস নির্যাস।—শীত, কষায়। অম্ল পিত্ত ও দাহনাশক, বাতল। মাত্রা ৫ মাষা।

সোমরাজী।—বাত, কফ, কুষ্ঠ ও ত্বগ্দোষ নাশক। শ্বাস, মেহ, কৃমি, শোথ, আম ও পাণ্ডু নাশক। কেশ্য, ত্বচ্য। মাত্রা ৪ মাষা হইতে ৫ মাষা।

সোমলতা।—ত্রিদোষনাশক, রসায়নী, পিত্তদাহ নাশক। মাত্রা ১ তোলা।

সৌরাষ্ট্রী, মৃত্তিকা বিশেষ।—কফ, পিত্ত, বিসর্প ও ব্রণ নাশক। মাত্রা ৩ মাষা।

সৌরেযক, শুক্লঝিণ্টী বৃক্ষ।—কুষ্ঠ, বাত, কফ, কণ্ডু ও বিষ নাশক; কেশ রঞ্জক। মাত্রা ৪ মাষা।

সৌবর্চ্চল, সচল লবণ।—রুচিকারক, উষ্ণবীর্য্য, নির্ম্মল, গুল্মনাশক ও শূলনাশক। মাত্রা ৩ মাষা।

সৌবীর, বড়কুল।—গ্রহণী, অর্শ ও কফ নাশক; ভেদক, দীপন। মাত্রা ৪ তোলা।

স্থল কমল।—অনুষ্ণ, কটু, তিক্ত। কফ, বাত, মূত্রকৃচ্ছ্র, শূল, শ্বাস, কাস ও বিষ নাশক; বান্তি, রক্তপিত্ত, মেহ ও অতিসার নাশক। মাত্রা ১ তোলা।

স্থালী বৃক্ষ, নন্দীবৃক্ষ, অশ্বত্থভেদ।—লঘু, স্বাদু, তিক্ত, উষ্ণ; বাত, গুল্ম, আমদোষ, শ্লেষ্মা ও আধ্মান নাশক। মেধাকারক, গ্রাহী, গর্ভাশয়শুদ্ধিকারক ও জ্বরনাশক; বল্য, বৃষ্য, কফ নাশক, চক্ষুষ্য, অতিসার নাশক। মাত্রা ২ মাষা।

স্থূলশর।—মধুর, তিক্ত, উষ্ণ। কফ ভ্রান্তি নাশক।

স্থূলশালি।—স্বাদু, মধুর, শিশির। পিত্ত নাশক, জীর্ণ জ্বর ও দাহ নাশক, বল বীর্য্যকর।

স্থূলৈলা, বড় এলাচি।—শীতল, তিক্ত, উষ্ণ, সুগন্ধি, পিত্ত শ্লেষ্ম নাশক ও হৃদ্রোগ নাশক। মাত্রা ৩ মাষা।

স্নুহী, মনসাসিজ।—ভেদক। মাত্রা ৩ রতি।

স্ফটিক।—পিত্তদাহ নাশক।

স্ফটিকারি।—কটু, স্নিগ্ধ, কষায়। প্রদর, মেহ, কৃচ্ছ্র, বমি, ও শোষ নাশক। বাত, পিত্ত, কফ ও ব্রণ নাশক; শ্বিত্র রোগ নাশক, বিসর্প নাশক, যোনি সঙ্কোচকারক। মাত্রা ১ মাষা হইতে ২ মাষা।

স্বর্জ্জিকাক্ষার।—বাতকফজ রোগ নাশক, গুল্ম, আধ্মান, কৃমি, ব্রণ ও জঠর-দোষ নাশক; অগ্নিকারক; হৃদ্রোগ নাশক; পাণ্ডু, প্লীহা, আনাহ, অর্শ, শ্বাস, ও গলরোগ নাশক। মাত্রা ২ মাষা।

স্বর্ণ।—তিক্ত, মধুর, কষায়, গুরু, হৃদ্য, রসায়ন, বল্য, চক্ষুষ্য, কান্তিদ, আয়ু-মেধাবয়স্থৈর্য্যকারক, ক্ষয় উন্মাদ নাশক। মাত্রা ।০ রতি।

স্বর্ণ কেতকী।—বর্ণকারক, কেশ দৌর্গন্ধ নাশক, পিত্ত কফ নাশক, রসায়ন, দেহ দৃঢ়কর। মাত্রা ৪ মাষা।

স্বর্ণ জীবন্তী, সোণা জীবই।—বৃষ্য, মধুর, চক্ষুষ্য, বাত পিত্ত ও দাহ নাশক, বলকারক। মাত্রা ৬ মাষা।

স্বর্ণমাক্ষিক।—স্বাদু, তিক্ত, বৃষ্য, রসায়ন, চক্ষুষ্য, বস্তি ও কণ্ঠ রোগ নাশক। পাণ্ডু, মেহ, অর্শ, শোথ, বিষ ও কণ্ডু নাশক। মাত্রা ১ মাষা।

স্বর্ণবল্লী, রক্তফলা।—শিরঃপীড়া ও ত্রিদোষ নাশক, দুগ্ধ বৃদ্ধি কারক।

স্বর্ণক্ষীরী।—হিম, তিক্ত। কৃমি, পিত্ত ও কফ নাশক। মূত্রকৃচ্ছ্র, অশ্মরী, শোথ ও দাহ জ্বর নাশক। মাত্রা ২ মাষা।

স্বর্ণলী, হেমপুষ্পী, মঞ্জিষ্ঠা।—কটু, শীতল, কষায, ব্রণ নাশক। মাত্রা ২ ভরি।

হংস, পক্ষি বিশেষ।—বাত নাশক, বৃষ্য, স্বর বৃদ্ধিকারক, মাংসল, বল্য, তিমির নাশক।

হংসবীজ।—বলকারক, বৃংহণ, বাত নাশক, সর্ব্বরোগ নাশক। মাত্রা ৩টা।

হপুষা, হবুষ।—প্লীহা নাশক, বিষঘ্ন, কফঘ্ন, প্রদর নাশক। শূল, উদররোগ, গুল্ম ও অর্শ নাশক। মাত্রা ৩ মাষা।

হরিচন্দন।—বমি, ভ্রম, শোষ ও মেদ নাশক। মাত্রা ৩ মাষা।

হরিণ।—মাংস—লঘু, শীতল, বৃষ্য, ত্রিদোষ ও কফ নাশক। পিত্ত সন্নিপাত নাশক, বৃংহণ, বল্য ও জ্বর নাশক।

হরিতাল।—কটু, উষ্ণ, স্নিগ্ধ। ত্বগ্দোষ, ভূতভীতি, বিষ, বাতরোগ, কণ্ডু ও কুষ্ঠ নাশক। কান্তিকারক ও বীর্য্য বৃদ্ধিকর। মাত্রা ১ রতি।

হরিদ্গর্ভ, হরিদ্বর্ণ কুশ।—মূত্রকৃচ্ছ্র, অশ্মরী, তৃষ্ণা, বস্তি রোগ ও প্রদররোগ নাশক। কুশমূল—পিত্ত নাশক; জ্বর, শ্বাস, ও কামলা নাশক। মাত্রা ২ তোলা।

হরিদ্রা, দারু হরিদ্রা।—নেত্র কর্ণ রোগ নাশক, শীতল, তিক্ত। পিত্ত বাত ও ত্বগ্দোষ নাশক, কান্তিকর। মাত্রা ১৪ রতি।

হরীতকী।—৭ জাতি—স্বর্ণ বর্ণ হরীতকীর নাম জীবন্তী, কপিলবর্ণ হরিতকীর নাম রোহিণী, লাউর বোঁটা সদৃশ হরীতকীর নাম বিজয়া, পাঁচ শিরাযুক্ত হরীতকীর নাম অভয়া, স্থূলমাংসা হরীতকীর নাম অমৃতা, স্বল্প ত্বক্‌যুক্ত হরীতকীর নাম পুতনা, তিন শিরাযুক্ত হরীতকীর নাম কালিকা। বিজয়া সর্ব্ব রোগে, রোহিণী ক্ষত রোগে, পুতনা লেপনে, অমৃতা বিরেচনে, ও অভয়া নেত্ররোগে ব্যবহার করিবে। জীর্ণ রোগে জীবন্তী মহোপকারী; রোহিণী ব্রণনাশক, জীবন্তী সর্ব্ব রোগ নাশক। হরীতকী সেবনে শ্বাস, কাস, প্রমেহ, অর্শ, কুষ্ঠ, শোথ, উদরী, কৃমি, গ্রহণী, বিষমজ্বর, গুল্ম, আধ্মান, ব্রণ, ছর্দ্দি, হিক্কা, কণ্ডু, হৃদ্রোগ, কামলা, শূল, আনাহ, প্লীহা, যকৃৎ, অশ্মরী, মূত্রকৃচ্ছ্র ও মূত্রাঘাত নাশ হয়। মাত্রা ৫ মাষা। লবণ সহ সেবনে কফ নষ্ট হয়। শর্করা সহ সেবনে পিত্ত নষ্ট হয়। ঘৃত সহ সেবনে বাত রোগ নষ্ট হয়। গুড় সহ সেবনে সর্ব্ব রোগ নাশ হয়। ত্বক্—কটু। মাংস—অম্ল, কষায়। অস্থি—তিক্ত। অস্থি মজ্জা—মধুর।

হস্তিকর্ণ, পলাশ ভেদ।—বৃষ্য, মেধা আয়ু বল বৃদ্ধিকারক। মাত্রা ২ তোলা।

হস্তিকন্দ।—কটু, উষ্ণ। কফ বাত রোগ, ত্বগ্দোষ, শ্রম, কুষ্ঠ বিষ ও বিসর্প নাশক।

হস্তি ঘোষা, ধুঁদুল।—স্নিগ্ধ, সারক, পিত্ত বায়ু নাশক। মাত্রা ৩ মাষা।

হস্তি শুণ্ডা।—কটু, উষ্ণ, সন্নিপাত জ্বর নাশক। মাত্রা ৩ মাষা।

হস্তিশ্যামাক।—ধাতু শোষণকারী, পিত্ত শ্লেষ্ম নাশক, বায়ু বৃদ্ধিকারক, রুক্ষ।

হারীতক, হরিযাল।—মাংস—স্বাদু, কফ পিত্ত দোষ নাশক।

হিঙ্গু।—হৃদ্য, কটু, উষ্ণ। কৃমি, বাত, কফ, আধ্মান, শূল ও গুল্ম নাশক, চক্ষুষ্য, পাচন, রুচিকর, অগ্নিকারক। মাত্রা ৪ রতি হইতে ৬ রতি।

হিঙ্গুপত্রী, হিঙ্গলপত্র, কারবী।—কটু, তীক্ষ্ণ, তিক্ত, উষ্ণ। কফ, বাত, কৃমি, গুল্ম, বায়ু, অর্শ, শ্লেষ্মা ও হৃদ্বস্তিরোগ নাশক। মাত্রা ১ মাষা।

হিঙ্গুল।—মধুর, তিক্ত, উষ্ণ। বাত, কফ ও ত্রিদোষ নাশক; জ্বরনাশক ও নেত্ররোগ নাশক। মাত্রা ১ রতি হইতে ৮ রতি।

হিজ্জল, হিজল।—কটু, উষ্ণ, পবিত্র, বিষনাশক, বাত ও ভূতনাশক। মাত্রা ২ রতি।

হিন্তাল, হেঁতাল।—ফল—কফ কারক, পিত্তদাহ নাশক, শ্রম তৃষ্ণা নাশক। মাত্রা ৫ মাষা।

হিলমোচিকা, হিংচা, হিলঞ্চা।—শোথ, কুষ্ঠ ও কফ পিত্ত নাশক। মাত্রা ৪ তোলা।

হীরক।—সারক, শীত, কষায়, স্বাদু, বাস্তিকারক, চক্ষুর হিতকারী। মাত্রা ১ ধান।

হ্রস্বপ্লক্ষ।—কটু, কষায়, রক্তদোষজিৎ, মূর্চ্ছা, ভ্রম ও প্রলাপ নাশক। মাত্রা ৩ মাষা।

হ্রীবের, বালা।—ছর্দ্দি, হৃল্লাস, তৃষ্ণা ও অতিসার নাশক। মাত্রা ১ তোলা।

ক্ষব, রাজিকাভেদ।—কষায়, মধুর, শীতল। কফ পিত্ত ও শ্রম নাশক, বৃষ্য, রুচ্য। মাত্রা ১ মাষা।

ক্ষরিকা, বৃহতী ভেদ।—তিক্ত, কটু, উষ্ণ। মাত্রা ১ তোলা।

ক্ষার, রস বিশেষ।—গুল্ম, অর্শ, কৃমি ও পুংস্ত্ব নাশক; শর্করাশ্মরী নাশক, রক্তপিত্তকর, পাচক। মাত্রা ১ মাষা।

ক্ষারত্রয়, ত্রিবিধ ক্ষার।—সর্জ্জিকাক্ষার, যবক্ষার, টঙ্কণক্ষার। গুল্ম ও শূল নাশক। মাত্রা ১ মাষা।

ক্ষার দশক, দশবিধ ক্ষার।—শিগ্রু ক্ষার মূলকক্ষার, পলাশক্ষার, চুক্রিকাক্ষার, চিত্রকক্ষার, আদ্রকক্ষার, নিম্বক্ষার, ইক্ষুক্ষার, শৈখরিকক্ষার, মোচিকক্ষার। মাত্রা ১ মাষা।

ক্ষারষট্ক।—ধারাক্ষার, অপামার্গক্ষার, কুটজক্ষার, লাঙ্গলীক্ষার, তিলক্ষার, মুষ্কবৃক্ষ ক্ষার। গুল্ম নাশক। মাত্রা ১ মাষা।

ক্ষারাষ্টক।--পলাশক্ষার, চিঞ্চক্ষার, অর্কক্ষার, তিলক্ষার, যবক্ষার, সর্জ্জিকা-ক্ষার। গুল্ম শূল নাশক। মাত্রা ১ মাষা।

ক্ষীরকাকোলী।—শীতল, শুক্রল, মধুর, গুরু, বৃংহণ। বাত, দাহ, পিত্ত, শোষ ও জরা নাশক। মাত্রা ২ তোলা।

ক্ষীর বিদারী, কৃষ্ণ ভূমিকুষ্মাণ্ড।—মধুর, অম্ল, কষায়, তিক্ত। পিত্ত শূল ও মেহরোগ নাশক। মাত্রা ২ তোলা।

ক্ষীর সন্তালিকা, ছানা।—বল্য, স্নিগ্ধ, পিত্ত বায়ু নাশক। মাত্রা ২০ তোলা।

ক্ষীরিকা, পিণ্ডখর্জ্জুর।—শীতল, কষায়, মধুর, অম্ল, বৃষ্য, বল্য। তৃষ্ণা, মূর্চ্ছা, মদভ্রান্তি ও ক্ষয়দোষ নাশক। মাত্রা ১০ তোলা।

ক্ষীরিণী।—তিক্ত, শীতল, রেচক, শোথ তাপ নাশক; কৃমি, পিত্ত ও মেহ নাশক। মাত্রা ৫ তোলা।

ক্ষীর বৃক্ষ।—(বট, অশ্বত্থ, উড়ুম্বর, প্লক্ষ, শিরীষ) হিম, বর্ণ্য, যোনিরোগ ও ব্রণ নাশক। রুক্ষ, কষায়, মেদ বিসর্পনাশক, শোথ পিত্ত কফ-নাশক, ভগ্নাস্থি যোজক। মাত্রা ২ তোলা।

ক্ষুদ্র কারবেল্লী।—কটু, উষ্ণ, তিক্ত, রুচিকারী, দীপন, বায়ুনাশক। কন্দগুণ—অর্শ নাশক, যোনি দোষ নাশক। মাত্রা ৪ তোলা।

ক্ষুদ্র গোক্ষুরক।—শীতল, বলপ্রদ, মধুর, বৃংহণ, কৃচ্ছাশ্মরী মেহ বিদাহ নাশক, রসায়ন। মাত্রা ২ তোলা।

ক্ষুদ্রচঞ্চু।—মধুর, কটু, উষ্ণ, কষায়, দীপন। শূল, গুল্ম ও অর্শ নাশক। মাত্রা ৩ মাষা।

ক্ষুদ্র দুরালভা।—অম্ল, জ্বর, কুষ্ঠ, শ্বাস, কাস ও ভ্রম নাশক; পারদ শুদ্ধিকারক। মাত্রা ১ তোলা।

ক্ষুদ্র পাষাণ ভেদা।—ব্রণ, কৃচ্ছ্র ও অশ্মরী নাশক। মাত্রা ১ তোলা।

ক্ষুদ্র শঙ্খ।—কটু, তিক্ত, শূলহর, দীপন। মাত্রা ১ মাষা।

ক্ষুদ্রশ্বেতা।--কফ, মেদ, বিষ, কৃমি ও কুষ্ঠ শমন কারক। মাত্রা ২ মাষা।

ক্ষুদ্রাগ্নিমন্থ, ছোট গণিয়ারি।--ক্রিয়া বড় গনিয়ারির ন্যায়। মাত্রা ১ তোলা।

ক্ষুদ্রাম্লিকা।—অম্লরস, উষ্ণ, অগ্নিকারক, রুচিকারী, গ্রাহী, কফনাশক ও অর্শ নাশক।

ক্ষৌদ্র, পিঙ্গলবর্ণ ক্ষুদ্রমক্ষিকা কৃত মধু।—শীতল, লঘু, ক্লেদ ও মেহ নাশক। মাত্রা ২ তোলা।

প্লীহা নাশক।

অগ্নিদমনী, অতাম্রপর্ণী, অম্লবেতস, অর্কক্ষীর, মধুযুক্ত আম্র, ইন্দ্রবারুণী, কটুতুম্বী, কদলী মোচা, কোষাতকী, গন্ধক, গোমূত্র, টঙ্কণ, ঘৃতকুমারী, তাম্র, তুম্বুরু, দন্তী, পিত্তল, পিপ্পলীমূল, পূতিকরঞ্জ, মণ্ডুর, মহাদ্রাবক, মহাশ্রাবণিকা, মিশ্রেয়া, মুষ্কক, যবক্ষার, রক্তেরণ্ড, বাজিকা, বীজপূর, শরপুঙ্খা, শালিঞ্চা, শীর্ণবৃন্ত, শূরণ, সর্জ্জিকাক্ষার, তুতিয়া, কালমেঘ, বসোত, কৃষ্ণজীবক, চই, চিতা।

রসায়ন।

অতিবলা, অভ্রক, অর্ক, অশ্বগন্ধা, আকাশবল্লী, আমলকী, জিয়াপুতা, গুগ্‌গুল, আলকুশী, কাকমাচী, কাকোলী, কেশরাজ, পীতগন্ধক, গাম্ভারী, গুলঞ্চ, গোক্ষুরী, ঘৃতকুমারী, চিতা, জীবন্তী, তালমূলী, তিল, শিলারস, ত্রিফলা, পুনর্নবা, নীল ও শ্বেত ভৃঙ্গরাজ, পিপ্পলী, বেড়েলা, ভুঁইআমলা, মঞ্জিষ্ঠা, মণ্ডুকপর্ণী, মণ্ডুর, মল্লিকাফুল, মহাচঞ্চু, মালকাঙ্গণী, মহাশণপুষ্পিকা, শতাবরী, মহাশতাবরী, মুণ্ডী, মালতি, মাক্ষিক, যজ্ঞডুমুর, যষ্টিমধু, রক্তচিতা, রক্তশিগ্রু, রুদন্তী, রূপা, লিঙ্গিনী, লোহা, বচ, বনচম্পক, বালা, বাকুচী, বাসক, বাস্তুক, বিজয়া, বিদারী, বিল্ব, বোল, শঙ্খচূর্ণ, শালপর্ণী, শিমূল, শিলাজতু, শৃঙ্গাটক, শ্বেতগুঞ্জা, শ্বেতবচ, সহদেবী, সারিবা, সিন্দুবার, শুষনীশাক, কলমীশাক, হিঞ্চা, স্বর্ণ, সূর্য্যকান্ত, সোমরাজ, সোমলতা, হরীতকী, ক্ষীরবিদারী।

জ্বর নাশক।

অগ্নিজার, অতিমুক্তা, অতিবিষ, অভ্রক, অম্লিকী, অশ্মন্তক, আখুকর্ণী, আদিত্যভক্তা, উৎপল, এলা, এরণ্ড, কট্‌ফল, কণ্টকারী, কম্ভারী, কাকজঙ্ঘা, কাকোলী, কাঞ্জিক, কিরাততিক্ত, কুকুন্দর, কুমুদ, কুষ্ঠ, কৃষ্ণজীবক, কৃষ্ণসার, কোষাতকী, খদির, গণ্ডদূর্ব্বা, পুরাতন গুড়, গ্রন্থিপর্ণ, ঘোলী, চন্দনচোরক (পিড়িঙ্গশাক), ছত্রিকা, ছাগীদুগ্ধ, জীবন্তী, তমরাজ (নবাত),

তরুণী, (উঁতি), তুরুষ্ক, ত্রায়মাণা, ত্রিফলা, ত্রিবৃৎ, দধি, দাড়িম, দুরালভা, দেবকাষ্ঠ, দ্রবন্তী, ধুস্তুর, ধন্যা, নেপাল নিম্ব, পক্কপৌড়, পটোল, পদ্মকাষ্ঠ, পর্পট, পাঠা, পিপ্পলী, পিয়াল, পুষ্করমূল, পৃশ্নিপর্ণী, শুষ্কবদর, বালা, বামনহাটী, ভদ্রমুস্তক, মুকুষ্টক, মনঃশিলা, মসুর, মহাসমাঙ্গা, মাতুলুঙ্গক, মাক্ষিক, মুচুকুন্দ, মুদ্গ, মুদ্গমোদক, মুস্তক, মূর্বা, মেথীশাক, রক্তখদির, রক্তচন্দন, রসোনক, রাজকোষাতকী, রাজরীতি, রাস্না, রোহিতক, রোহিষ তৃণ, লামজ্জক, লোহা, লাক্ষা, বক, বচ, বট, বৎসনাভ, ব্যাকুড়, বোল, শটী, শতপুষ্পা, শর্কবোদক, সারিবা, শালপর্ণী, শিলাবল্ক, শিল্লিকা, শিলাবস, শুকতাপাতা, শোনাক, শোভাঞ্জন, শ্বেতকণ্টকারী, শ্বেতকুশ, শ্বেতগুঞ্জা, শ্বেতচিল্লী, শ্বেতরোহিত, সর্জ্জিকাক্ষার, সহদেবী, সুসুনী, সিন্দুবার, স্থলশালি, স্বর্ণক্ষীরী, হরিদ্বর্ণ কুশ, হরীতকী, হস্তিশুণ্ডা, হিঙ্গুল, ক্ষীরিণী।

ব্রণনাশক।

অগুরু, অজমোদা, অমৃতশ্রবা, অবণ্যকার্পাসী, অর্ক, অর্জ্জুনবৃক্ষ, অলক্ত, অশ্বগন্ধা, আকাশমাংসী, আদিত্যভক্তা, আবামশীতলা, আহুলা, ইঙ্গুদী, ইন্দ্রবারুণী, উডুম্বর, কক্কুষ্ঠ, কটুতুম্বী, কপদ্দক, কপিকচ্ছু, কম্পিল্লক, করবীর, কবীব, কর্দ্দম, কাকজঙ্ঘা, কাকোড়ুম্বরিকা, কিঞ্জল্ক, ক্ষীরই, কৃষ্ণধুস্তুর, কোবিদার, খদির, খদিরসার, গন্ধক, গ্রন্থনাকুলী, গুগ্গুল, গুঞ্জা, গুণ্ডাসিনী, গৈরিক, গোজিহ্বা, গোক্ষুর, গৌরসর্ষপ, ঘৃত, চক্রমর্দ্দ, চম্পকপুষ্প, জল, পিপ্পলী, জাতীপুষ্প, জিঙ্গিনী, জ্যোতিষ্মতী, তিন্দুক, তিল, ত্রিবৃৎ, দারুহরিদ্রা, দীর্ঘরোহিষক, দুগ্ধখদির, ধাতকী, ধুস্তুর, নখী, নবনীত, নাগদমনী, নিম্ব, নিম্বতৈল, নির্বিষা, নীলবৃক্ষ, নীলাঞ্জন, নীলাম্লান, পটোল, পাতঙ্গ, পাপড়, পলাশ, পাঠা, পূতিকরঞ্জ, পৃশ্নিপর্ণী, বালা, ভূমিকদম্ব, মঞ্জিষ্ঠা, মধু, মধুক, মল্লিকা, মহাকরঞ্জ, মাধবী, লতা, মালতি, যজ্ঞডুম্বুর, যষ্টিমধু, যাবনাল, যূথিকা, রক্তকরবীর, রক্তখদির, রক্তচন্দন, রক্তআপাঙ্গ, রসকর্পূর, রসাঞ্জন, রাজসর্ষপ, রাজিকা, রাল, রোহিত, লজ্জালু, লাক্ষা, বংশলোচন, বক, বট, বনজীরা, বন্দাক, বিম্ব, বীরণ, বোল, ব্যাঘ্রনখ, শতপুষ্প, শর্করা,

শরপুঙ্খা, শারিবা, শিকৃথ, শিরীষ, শুনকচিল্লী, শৈলজ, শৈবাল, শোভাঞ্জন, শ্যামাক, শ্বেতরোহিত, শ্বেতার্ক, শ্বেতগুঞ্জা, শ্বেতখদির, সঠী, সপ্তচ্ছদ, সরল, সর্পাক্ষী, সিতাখণ্ড, সিন্দূর, সুতশ্রেণী, সুবণগৈরিক, সুবর্ণযূথী, সৈন্ধব-লবণ, সৌরাষ্ট্রী, স্ফটিকারি, সর্জ্জিকাক্ষার, স্বর্ণলী, হরিদ্রা, রোহিণী হরীতকী, (ক্ষীর বৃক্ষ) বট, অশ্বত্থ উড়ুম্বর, প্লক্ষ, শিরীষ।

কৃমি নাশক।

অজগন্ধা, অঞ্জীর, অতিবলা, অতিবিষ, অর্ক, অর্কক্ষীর, অলক্ত, অস্থি-সংহার, আখুকর্ণী, ইন্দ্রচির্ভিটী, ইন্দ্রযব, ইন্দ্রবারুণী, উৎপল, উষ্ট্রীদুগ্ধ, এরণ্ড, কটুতুম্বী, কণ্টকারী, কম্পিল্লক, করঞ্জ, কাঞ্জিক, কাসীস, চিরাতা, রক্তকাঞ্চন, ঝিঙ্গা, ঘোষাফল, খদির, গজপিপ্পলী, রাস্না, গর্জ্জর, গুগ্গুল, গুড়ত্বক্, গুলঞ্চ, গোরোচনা, কাকজঙ্ঘা, কেঁউ, গৌরসর্ষপ, গৌরজীরক, হস্তিনীঘৃত, চন্দন, চম্পকপুষ্প, চিতা, চীনকর্পূর, চূণ, চোরক, মধু, ছিক্কনী, জম্বু, জয়ন্তী, জয়পাল, জীরক, তাম্র, তাল, তুম্বুরু, তুলসী, তুবরী, তৃবৃৎ, ত্বগ্ধিকা, দেবদালী, দ্রোণপুষ্প, ধন্যা, ধুতুরা, নাড়ীচ, নিম্ব, মহানিম্ব, নিম্বতৈল, নীলবৃক্ষ, পলাশ, আকনাদ, পারিভদ্র, পলাশপিপুল, পিত্তল, পিপুল মূল, নাটা-করঞ্জ, বড়জাম, ভদ্রদন্তী, ভেলা, ছোট লেসোড়া, মুগানি, মহুয়া, মরিচ-কঙ্কোলক, নাকদোনা, বড় থুলকুড়ি, মৌরী, মুষ্কক, মুতা, যমানিকা, শঙ্খিনী, রক্তখদির, রক্তএরণ্ড, রাঙ্গ, রাজিকা, রাস্না, রুদন্তী, রুদ্রাক্ষ, রোহিতক, লঘুদন্তী, লজ্জালু, লাক্ষা, লোহা, বনবীজপূরক, বনশূরণ, বরুণ, বাকুচী, বাস্তূক, বিড়ঙ্গ, বিভীতকী, শঙ্খচূর্ণ, ডানকুনি, শুল্‌ফা, শাঁই, শালপানি, শূরণ, শ্যোনাক, সজিনা, শ্লেষ্মান্তক, শ্বেতগুঞ্জা, শ্বেতরোহিত, শ্বেতশরপুঙ্খা, সপ্তচ্ছদ, সর্পাক্ষী, সাবান, সর্ষপ, সিন্দুবার, সুরপর্ণ, সিংহপিপ্পলী, সোম-রাজ, মঙ্গল্যা, সর্জ্জিকাক্ষাব, স্বর্ণক্ষীরী, হরীতকী, হিঙ্গু, ক্ষার, ক্ষীবিণী, ক্ষুদ্রশ্বেতা।

সুখ প্রসবকারক।

বাবুই তুলসী, শ্বেততুলসী, ঝুল।

প্রদর নাশক।

কুশ, কৃষ্ণমৃৎ, রক্তকাঞ্চন, নীলসিন্দুবার, রক্তপুনর্ণবা, বাল, বোল, শাল্মলী পুষ্প, অনন্তমূল, হবুষা, ধাইফুল, তণ্ডুলোদক, আমলকী, অশোক, দারুহরিদ্রা, রসোত, বাসক, কুশার মূল, যজ্ঞডুমুর, চাঁপানটের মূল, বেড়েলা, অপক্ক কদলী, লাক্ষা, অশ্বগন্ধা, লোধ, কুঙ্কুমকেশর।

বন্ধ্যা নাশক।

অশ্বগন্ধা, পুত্রজীব, লক্ষ্মণা, কদম্বফল, পলাশপত্র, সর্পাক্ষী, রুদ্রাক্ষ, শবপুঙ্খা, নাগকেশর, সহদেবী, বেড়েলা, কাকরোল, গোক্ষুর, চিতামূল।

যোনিদোষ নাশক।

অশোক, অশ্বথ, মেষীঘৃত, নল, মঞ্জিষ্ঠা, শ্রীবেষ্ট, শাল, মালতিপুষ্প, জবা, দেবদারু, ধাতকী, ত্রিফলা, লোধ, গজপিপ্পলী, কর্পূর, বেতসমূল।

গর্ভ রক্ষক।

উড়ুম্বর, তেজফল, পদ্মবীজ।

লোম সাতক।

শঙ্খভস্ম, হরিতাল, কদলী রস, যবক্ষার, মনঃশিলা, পলাশ ভস্ম।

অর্শ নাশক।

অজশৃঙ্গী, অম্লবেতস, অর্ক, অর্কক্ষীর, অস্থিসংহার, আরক, উষ্ট্রীদুগ্ধ, চাকুন্দা, ওল, করঞ্জ, কাকমাচী, কুড়চী, গুগ্‌গুল, গুড়ত্বক্, গেরিমাটী, মহিষঘৃত, চিতা, ছাগী দধি, তণ্ডুলীয়, তেজপত্র, দন্তী, দেবদারু, দ্রোণপুষ্পী, ধব, নিম্বফল, মহানিম্ব, পলাশপিপ্পলী, মাধবী, মহাচঞ্চু শাক, মহাশতাবরী, মূলা, মেষী মাখন, যবক্ষার, যবাশশর্করা, যাবনাল, রক্তএরণ্ড, রুদ্রবংশ, বেতস, শমী, শালপর্ণী, শিলাজতু, শৈলজ, সর্জ্জিকাক্ষার, সিংহ মাংস, সীসক, স্বর্ণমাক্ষিক, হবুষ, ক্ষুদ্রাম্লিকা।

শোথ উদরী নাশক।

ঘৃতকুমারী, কাঁটাগুড়কামাই, সুদর্শন, গোমূত্র, গণিয়ারি, গুগ্‌গুল, উষ্ট্রীঘৃত, ঘোল, ঘোষালতা, ঘণ্টাঘণ্টা, চাকুন্দা, চিতামূল, জয়ন্তী, ঝিঙ্গা,

তেউড়ীমূল, তিন্তিরাজ, উষ্ট্রী দুগ্ধ, অশ্ব দধি, দারচিনি. দূর্ব্বা, দন্তীমূল, পুনর্ণবা শাক, পালিতামাদার পত্র, বীজতাড়ক, মানকচু, মঞ্জিষ্ঠা, হরিণ-মাংস, রাস্না, যবক্ষার, জগল, তিতলাউ, মৎস্য, বার্ত্তকু ও কুলেখাড়া শাক।

উন্মাদ নাশক।

অতিমুক্তা, কুষ্মাণ্ড, গোরোচনা, মেষীঘৃত, তগর, দুষ্খদির, নীলাপরাজিতা, পতঙ্গ, পৃশ্নিপর্ণী, শিলাজতু গর্দ্দভ মূত্র।

কেশ্য।

কেশরাজ, গাম্ভারী, জবা, তিল, নীলকমল, বালা, নীলভৃঙ্গরাজ, নীলবৃক্ষ, পীত ভৃঙ্গরাজ, যষ্টিমধু, বাকুচি, বিভীতকী, বিজয়াসার, শ্বেতগুঞ্জা, শ্বেতঝিণ্টা, সিন্দুবার, মাজুফল, কাকমাচী, শতাবরী, জীবক।

ইন্দ্রলুপ্ত নাশক।

জবা, শতপদী, শ্বেতগুঞ্জা, দগ্ধ হস্তিদন্ত, রসাঞ্জন।

স্তনদুগ্ধ কর।

আলু, কলমী, কার্পাসী, শতমূলী, স্বর্ণবল্লী. তিল।

গর্ভাশয় শুদ্ধিকর।

কৃষ্ণজীরা, বোল।

সুশ্রুতোক্তগণ সমূহ।

অঞ্জনাদিগণ।

সৌবীরাঞ্জন, রসোত, নাগেশ্বর, প্রিয়ঙ্গু, নীলোৎপল, বেণারমূল, পদ্মকেশর ও যষ্টিমধু। ইহারা রক্তপিত্ত, বিষ ও অন্তর্দাহের উপশম কারক।

অম্বষ্ঠাদিগণ।

আকনাদি, ধাইফুল, বরাক্রান্তা, শোনা, যষ্টিমধু, বেলশুঁঠ, লোধ, সাবরলোধ, পলাশ, নন্দীবৃক্ষ ও পদ্মকেশর। পক্কাতিসার শান্তিকর, ক্ষতসংযোজক, পিত্তঘ্ন ও ব্রণরোপক।

অর্কাদি।

আকন্দ, শ্বেত আকন্দ, নাটাকরঞ্জ, ডহরকরঞ্জ, হাতিশুঁড়া, আপাঙ্গ.

বামুনহাটী, রাস্না, বিষলাঙ্গলা, কৃষ্ণভূমিকুষ্মাণ্ড, শ্বেতভূমিকুষ্মাণ্ড, বিছুটী, অলবণাবৃক্ষ ও ইঙ্গুদী। এই সমস্ত দ্রব্য কফঘ্ন, মেদশোষক, বিষাপহ, ক্রমি কুষ্ঠ প্রশমন কারক ও ব্রণ শোধক।

আমলক্যাদি।

আমলকী, হরীতকী, পিপ্পলী ও চিতা। এই সমস্ত দ্রব্য সর্ব্বপ্রকার জ্বরনাশক, চক্ষের হিত জনক, অগ্নিসন্দীপক, শুক্রবর্দ্ধক এবং অরুচি ও কফের ধ্বংসকর।

আরগ্বধাদি।

সোঁদাল, মদনফল, শেয়াকুল, কুড়চি, আকনাদি, কাঁটাবেগুন, পারুল, মূর্ব্বা, ইন্দ্রযব, ছাতিম, নিম্ব, পিতঝিন্টী, নীলঝিন্টী, গুলঞ্চ, চিতা নাটা-করঞ্জ, ডহরকরঞ্জ, পটোল, চিরাতা ও করলা। এই সমস্ত দ্রব্য শ্লেষ্মা, বিষ, মেহ, কুষ্ঠ, জ্বর, বমি, ও কণ্ডু নাশক এবং ব্রণ শোধক।

উৎপলাদি।

উৎপল, রক্তোৎপল, কুমুদ, কহ্লার, নীলোৎপল, শ্বেতপদ্ম, ও যষ্টিমধু। ইহাদের দ্বারা পিপাসা, গাত্রদাহ, রক্তপিত্ত, হৃদ্রোগ, ছর্দ্দি ও মূর্চ্ছার শান্তি এবং বিষ নষ্ট হয়।

ঊষকাদি।

ক্ষার মৃত্তিকা, সৈন্ধবলবণ, শিলাজতু, হীরাকসদ্বয়, হিঙ্গু ও তুঁতিয়া। ইহারা কফঘ্ন, মেদশোষক অশ্মরী, শর্করা, মূত্রকৃচ্ছ্র ও গুল্মরোগ নাশক।

এলাদি।

এলাইচ, তগরপাদুকা, কুড়, জটামাংসী গন্ধতৃণ, দারচিনি, তেজপত্র, নাগেশ্বর, পিয়ঙ্গু, রেণুকা, পদ্মনখী, শঙ্খিণী, গেঁঠেলা, সরলকাষ্ঠ, গুড়ত্বক্, চোরকাঁচকি, বালা, গুগ্গুলু, ধুনা, শিলারস, কুন্দুরু অগুরু, গন্ধপিড়িঙ্, বেণারমূল, দেবদারু, কুঙ্কুম ও পুন্নাগপুষ্প। ইহারা বায়ু, কফ ও বিষের শান্তি-কারক, বর্ণ প্রসাদক এবং কণ্ডুপিড়কা ও কোঠ রোগ নাশক।

কাকোল্যাদি।

কাকোলী, ক্ষীর কাকোলী, জীবক, ঋষভক, মুগানি, মাষাণী, মেদ, মহা-মেদ, গুলঞ্চ, কাঁকড়াশৃঙ্গী, বংশলোচন, পদ্মকাষ্ঠ, পুণ্ডরিয়াকাষ্ঠ, ঋদ্ধি, বৃদ্ধি, দ্রাক্ষা, জীবন্তী ও যষ্টিমধু। বায়ুনাশক, রক্তপিত্ত নাশক, জীবনী-শক্তি বর্দ্ধক, পুষ্টিকর, দুগ্ধ জনক ও কফ কারক।

গুড়ুচ্যাদি।

গুলঞ্চ, নিম্ব, ধনিয়া, চন্দন ও পদ্মকাষ্ঠ। জ্বর নাশক, অগ্নি বৃদ্ধি কারক, হিক্কা অরুচি বমন পিপাসা ও গাত্রদাহ নিবারক।

ত্রপ্বাদি।

বঙ্গ, সীসা, তামা, রূপা, সোণা, কান্তলৌহ ও মণ্ডূর। বিষ, কৃমি, পিপাসা, হৃদ্রোগ, পাণ্ডু ও মেহ নাশক।

ত্রিবৃতাদি।

রক্তত্রিবৃৎ, কৃষ্ণত্রিবৃৎ, শ্যামালতা, দন্তী, ইন্দুবকানি, চামারকষা, চোঁচ খড়িকা, মেষশৃঙ্গী, রাখালশসা, বিধারা, মনসাসিজ, স্বর্ণক্ষীরী, চিতা, আপাঙ্গ, কুশ, কাশ, লোধ, কমিলা, পটোলমূল, পারুল, গুবাক, হরীতকী, আমলকী, বহেড়া, নীল বৃক্ষ, সোঁদাল, এরণ্ড, নাটা করঞ্জ, পাকুড়, ছাতিম, আকন্দ ও লতা ফট্‌কী। ইহারা বিরেচক।

ন্যগ্রোধাদি।

বট, যজ্ঞডুমুর, অশ্বত্থ, পাকুড়, মৌল, আমড়া, অর্জ্জুনবৃক্ষ, আম্র, ক্যাওড়া, চোরকাঁটা, তেজপাতা, জাম, বনজাম, পিয়াল, যষ্টিমধু, কটকী, বকুল, কদম্ব, কুল, গাব, শাল, লোধ, সাবরলোধ, ভেলা, পলাশ ও নন্দী বৃক্ষ। ব্রণ-রোগে উপকারী, মল সংগ্রাহক, ভগ্নাস্থি সন্ধায়ক, দাহ শান্তিকর, রক্তপিত্ত নাশক, মেদোঘ্ন, যোনিদোষ নিবারক।

পরূষকাদি।

ফল্‌সা, দ্রাক্ষা, কট্‌ফল, দাড়িম, পিয়াল, নির্ম্মল্লিফল, সেগুণফল ও ত্রিফলা। ইহারা বায়ু নাশক, মূত্রদোষ হর, হৃদ্য, তৃষ্ণানাশক ও রুচিকর।

পিপ্পল্যাদি।

পিপুল, পিপুল মূল, চই, চিতা, শুঁঠ, মরিচ, গজপিপ্পলী, রেণুকা, এলাইচ, বনযমানী, ইন্দ্রযব, আকনাদি, জীরা, সর্ষপ, মহানিম্বফল, হিঙ্গু, বামনহাটী, শোল্‌ফা, আতইচ, বচ, বিড়ঙ্গ ও কট্‌কী। ইহারা কফ প্রতিশ্যায় বায়ু ও অরুচি নাশক, অগ্নিবর্দ্ধক, গুল্ম ও শূল নাশক, আমপাচক।

প্রিয়ঙ্গ্বাদি।

প্রিয়ঙ্গু, লজ্জাবতী, ধাইফুল, পুন্নাগপুষ্প, রক্তচন্দন, বকম, মোচরস, রসাঞ্জন, পানা, সৌবীরাঞ্জন, পদ্মকেশর, মঞ্জিষ্ঠা ও শ্যামালতা। পক্কাতিসার-নাশক, সন্ধানীয়, পিত্তঘ্ন, ও ব্রণ রোপক।

মুষ্ককাদি।

ঘণ্টাপারুল, পলাশ, ধব, চিতা, ময়না, শিশু, মনসা ও ত্রিফলা। মেদ ও শুক্রদোষ নাশক; মেহ, অর্শ, পাণ্ডু ও শর্করাশ্মরী নাশক।

মুস্তকাদি।

মুতা, হরিদ্রা, দারুহরিদ্রা, হরীতকী, আমলকী, বিভীতকী, কুড়, শ্বেত-বচ, বচ, আকনাদি, কটকী, মহাকরঞ্জ, আতইচ, এলাইচ, ভেলা ও চিতা। শ্লেষ্ম নাশক, যোনিদোষ হর, স্তনদুগ্ধ শোধক ও পাচক।

রোধ্রাদি।

লোধ, সাবর লোধ, পলাশ, শোনা, অশোক, বামুন হাটী, কট্‌ফল, এল-বালুক, সল্লকী, মঞ্জিষ্ঠা, কদম্ব, শাল ও কদলী। মেদকফনাশক, যোনিদোষ-হর, স্তম্ভী, ব্রণ বিষ নাশক।

লাক্ষাদি।

লাক্ষা, সোঁদাল, কুড়চী, করবী, কট্‌ফল, হরিদ্রা, দারুহরিদ্রা, নিম্ব, ছাতিম, মালতি ও বলা ডুমুর। কষায়, তিক্ত, মধুর। কৃমিকুষ্ঠ হর, কফঘ্ন, পিত্তার্ত্ত নাশক, দুষ্ট ব্রণ শোধক।

বচাদি এবং হরিদ্রাদি।

বচ, মুথা, আতইচ, হরীতকী, দেবদারু, নাগেশ্বর, হরিদ্রা, দারুহরিদ্রা,

চাকুলে ও কুড়চীবীজ। স্তনদুগ্ধ সংশোধক, আমাতিসার শান্তিকারক এবং বায়ু পিত্ত ও শ্লেষ্মা পাচক।

বরুণাদি।

বরুণ বৃক্ষ, নীলঝিণ্টী, সজিনা, রক্ত সজিনা, জয়ন্তী, মেষশৃঙ্গী, করঞ্জ, নাটা করঞ্জ, মূর্ব্বা, গণিয়ারি, ঝিণ্টী, রক্তঝিণ্টী, তেলাকুচা, আকন্দ, গজপিপ্পলী, চিতা, শতমূলী, বিল্ব, কুশ, বৃহতী, কণ্টকারী। কফ মেদ নিবারক, শিরঃশূল গুল্ম ও আভ্যন্তরিক বিদ্রধি নাশক।

বিদারিগন্ধাদি।

শালপানি, ভূমিকুষ্মাণ্ড, বেড়েলা, গোরক্ষচাকুলে, গোক্ষুর, চাকুলে, শতমূলী, অনন্তমূল, শ্যামলতা, জীবন্তী, ঋষভক, মুগাণী, মাষানি, বৃহতী, কণ্টকারী, পুনর্ণবা, এরণ্ড, গোয়ালিয়া, বিছুটী ও আলকুশী। বায়ু, পিত্ত, শোষ, গুল্ম, অঙ্গমর্দ্দ, উর্দ্ধশ্বাস ও কাশের শান্তিকারক।

বীরতর্বাদি।

অর্জ্জুন, নীলঝিণ্টী, রক্তঝিণ্টী, উলু, পরগাছা, নাগরমুথা, নল, কুশ, কাশ, পাথরকুঁচি, গণিয়ারি, মূর্ব্বা, আকন্দ, গজপিপ্পলী, শোণা, পীতঝিণ্টা, নীলোৎপল, ব্রহ্মীশাক ও গোক্ষুর। বায়ুবিকার, শর্করাশ্মরী, মূত্রকৃচ্ছ্র ও মূত্রাঘাত নাশক।

বৃহত্যাদি।

বৃহতী, কণ্টকারী, ইন্দ্রযব, আকনাদি ও যষ্টিমধু। বায়ু, পিত্ত, কফ, অরুচি, হৃল্লাস ও মূত্রকৃচ্ছ্র নাশক।

শ্যামাদি।

অনন্তমূল, শ্যামালতা, তেউড়ী, দন্তী, চোঁচখড়িকা, লোধ, কমিলা, বকপুষ্প, রক্তলোধ্র, ইন্দুরকানি, রাখালসসা, সোঁদাল, লতাকরঞ্জ, ডহরকরঞ্জ, গুলঞ্চ, পারুল, বিষতাড়ক, সিজ ও স্বর্ণক্ষীরী। গুল্ম বিষ আনাহ ও উদাবর্ত্ত নাশক, মলভেদী।

সারিবাদি।

অনন্তমূল, যষ্টিমধু, শ্বেতচন্দন, রক্তচন্দন, পদ্মকাষ্ঠ, গাম্ভারীফল, মৌলফুল ও বেণার মূল। পিপাসা, রক্তপিত্ত, পিত্তজ্বর ও দাহ প্রশমন কারক।

সালসারাদি।

ধুনা, পেয়াশাল, খদির, বাবলা, গাব, রক্তলোধ্র, ভূর্জপত্র, মেষশৃঙ্গী, তিনিশ বৃক্ষ, শ্বেতচন্দন, রক্তচন্দন, শিশু, শিরীষ, আসন বৃক্ষ, অর্জ্জুন, তালমূলী, সেগুণ, করঞ্জ, নাটা করঞ্জ, শাল, অগুরু ও কালীয়াকাষ্ঠ। কুষ্ঠ, মেহ, পাণ্ডু, কফ, ও মেদ নাশক।

সুরসাদি।

নীল শেফালিকা, শ্বেত শেফালিকা, শ্বেত তুলসী, বাবুই তুলসী গন্ধতৃণ, বন বাবুই, রক্ত তুলসী, কৃষ্ণ তুলসী, কালকাসন্দা, আপাঙ্গ, কুলেখাড়া, বিড়ঙ্গ, কট্‌ফল, সুরসী, নিসিন্দা, কুকৃসীমা, ইন্দুরকানি, বামনহাটি প্রাচীবল, গুড়কামাই ও কুঁচিলা। কফ ক্রমি প্রতিশ্যায় অরুচি শ্বাস ও কাস শান্তিকর, ব্রণশোধনকর।

পঞ্চবিধ পঞ্চমূল।

স্বল্প পঞ্চমূল—গোক্ষুরি, কণ্টকারী, ব্যাকুড়, চাকুলে ও শালপানি। কষায়, তিক্ত, মধুর, বাত পিত্ত নাশক, বল পুষ্টিকারক।

বৃহৎ পঞ্চমূল—বিল্ব, গণিকারিকা, শোণা, পারুল, ও গাম্ভারী। তিক্ত, মধুর, কফ বায়ু নাশক, লঘুপাক, অগ্নি বৃদ্ধিকর।

বল্লী-পঞ্চমূল—ভূমিকুষ্মাণ্ড, অনন্তমূল, হরিদ্রা, গুড়ুচী ও অজশৃঙ্গী। রক্তপিত্ত, শোথ, মেহ, শুক্রদোষ ও শ্লেষ্মা নাশক।

কণ্টক পঞ্চমূল—করমচা, গোক্ষুরি, ঝাঁটি, গুড়কাউনি ও শতমূলী। ইহাদের ক্রিয়া বল্লী পঞ্চমূলের ন্যায়।

তৃণ পঞ্চমূল—কুশ, কাশ, নল, উলু ও ইক্ষু। পিত্তঘ্ন, দুগ্ধের সহিত সেবন করিলে মূত্র দোষ, মূত্র বিকার ও রক্তপিত্ত নিবারিত হয়।

দশমূল।

গোক্ষুরি, কণ্টকারী, ব্যাকুড়, চাকুলে, শালপানি, বিল্ব, গণিয়ারি, শোণা, পারুল ও গাম্ভারী। শ্বাস কফ পিত্ত ও বায়ুনাশক, পাচক, সর্ব্বজ্বর নিবারক।

ছয়প্রকার রসের গুণ।

মধুর-রস।

রস রক্ত মাংস মেদ অস্থি মজ্জা ওজঃ শুক্র ও স্তনদুগ্ধ বৃদ্ধিকারক, দর্শনশক্তি কেশবর্ণ ও বল বৃদ্ধিকারক, ক্ষত সংযোজক, তৃষ্ণা মূর্চ্ছা ও দাহ শান্তিকর, ইন্দ্রিয় প্রসন্নকর, কৃমি ও কফকারক।

অম্ল-রস।

জারক, পাচক, বায়ুশান্তিকর, অনুলোমকর, কোষ্ঠবিদাহী, ক্লেদকর মুখপ্রিয় ও বাহ্য-শীতল। অধিক পরিমাণে সেবন করিলে দন্তহর্ষ, নয়ন-সংমীলন, রোমহর্ষ ও শরীর শিথিল হয়।

লবণ-রস।

পাচক, সংশোধনকর, বিশ্লেষকর, ক্লেদকর, শরীর শিথিলকর, কোমলতা সম্পাদক, পুংস্ত্ব নাশক। এই রস সকল রসের বিরোধী।

কটু-রস।

পিত্ত অগ্নি ও বায়ু কারক, বীর্য্যবল নাশক, কৃমি কুষ্ঠ কণ্ডু ও বিষ শান্তিকর, স্তনদুগ্ধ শুক্র ও মেদ নাশক। অতিশয় সেবনে ভ্রম, তালুশোষ, দাহ, কম্প, ও ভেদ উৎপন্ন হয়।

তিক্ত-রস।

রুচিকর, অগ্নিদীপ্তিকর, স্তনদুগ্ধ শোধনকর, কণ্ডু কুষ্ঠ তৃষ্ণা মূর্চ্ছা ও জ্বর শান্তিকর, বিষ্ঠা মূত্র ক্লেদ মেদ ও পূয় শোধনকর।

কষায়-রস।

ব্রণাদি রোপণকর, সংগ্রাহী, শোধনকর ও বায়ুকোপনকারী। বহু সেবনে মলমূত্রগ্রহ, আধ্মান, হৃৎপীড়া ও আক্ষেপ প্রভৃতি রোগ জন্মে।

ব্যবস্থাবলী।

বাতজ্বর।

বিল্ব শোণা গাম্ভারী পারুল ও গণিয়ারি ইহাদের প্রত্যেকের ৫ মাষা, জল ৩২ তোলা; শেষ ৮ তোলা।

পিপুলমূল গুলঞ্চ ও শুঁঠ ইহাদের প্রত্যেকের ॥০ তোলা, জল ৩২ তোলা: শেষ ৮ তোলা।

চিরাতা মুথা গুলঞ্চ বালা ব্যাকুড় কণ্টকারী গোক্ষুরী শুঁঠ চাকুলে ও শালপানি মিলিত ২ তোলা, জল ৩২ তোলা; শেষ ৮ তোলা।

পিত্তজ্বর।

রক্তচন্দন বেণা মূল পদ্মক ও মউল পুষ্প ইহাদের প্রত্যেকের ৫ মাষা, জল ৩২ তোলা, শেষ ৮ তোলা; অনুপান শর্করা।

যষ্টিমধু রক্তোৎপল পদ্মকাষ্ঠ ইহাদিগেব শীতল কাথ শর্করা অনুপানে পেয়।

গুলঞ্চ, পদ্মকাষ্ঠ, রোধ্র, শ্যামালতা ও উৎপল ইহাদিগের শীতল কাথ শর্করা যোগে পান করিবে।

দ্রাক্ষা সোঁদাল ও গাম্ভারী ইহাদের প্রত্যেকের অর্দ্ধতোলা, জল ৩২ তোলা; শেষ ৮ তোলা।

কুলের বা নিম্বের কচি পত্র কাঁজির সহিত মন্থন করিয়া তাহার ফেণা লয়া গাত্রে মর্দ্দন করিলে গাত্র দাহ নিবারণ হয়।

শুঁঠ বালা ক্ষেতপাপড়া বেণারমূল মুথা রক্তচন্দন প্রত্যেকের ২৭ রতি, জল ৩২ তোলা; শেষ ৮ তোলা।

কফজ্বর।

হরিদ্রা চিতা নিম্ব বেণামূল আতইচ বচ কুড়, ইন্দ্রযব মূর্ব্বা ও পটোল ইহাদের প্রত্যেকের ২ মাষা, জল ৩২ তোলা; শেষ ৮ তোলা।

ত্রিকটু নাগকেশর হরিদ্রা কট্‌কী ইন্দ্রযব প্রত্যেক ৪ মাষা, জল ৩২ তোলা; শেষ ৮ তোলা। অনুপান মধু ও মরিচ।

নিসিন্দা পাতা ২ তোলা জল ৩২ তোলা, শেষ ৮ তোলা। প্রক্ষেপ পিপুল চূর্ণ।

কট্‌কী, চিতা, নিমছাল, আতইচ, প্রত্যেক ।৶ আনা, জল ৩২ তোলা, শেষ ৮ তোলা; প্রক্ষেপ মরিচ ও মধু।

দ্রব্যগুণ সংগ্রহ।

নিমছাল, শুঁঠ, গুলঞ্চ, দেবদারু, বনআদা, চিরাতা, কুড়, পিপুল, গজ-পিপুল, ও কণ্টকারী প্রত্যেকের ১৬ রতি, জল ৩২ তোলা; শেষ ৮ তোলা।

পিত্তশ্লেষ্ম জ্বর।

পাল্‌তা রক্ত চন্দন মোরগালতা কট্‌কী আকনাদি গুলঞ্চ প্রত্যেক ।৵০ আনা, জল ৩২ তোলা; শেষ ৮ তোলা।

চিরাতা শুঁঠ, মুথা গুলঞ্চ আকনাদি বালা বেণার মূল প্রত্যেক ।০ আনা, জল ৩২ তোলা; শেষ ৮ তোলা।

কণ্টকারী গুলঞ্চ বামনহাটী শুঁঠ দুরালভা চিরাতা কট্‌কী রক্তচন্দন মুথা পল্‌তা প্রত্যেক ২ মাষা, জল ৩২ তোলা; শেষ ৮ তোলা।

বাকসের রস ৪ তোলা, মধু ৪ মাষা ও শর্করা ৪ মাষা সেবন করিবে।

বাতপিত্ত জ্বর।

শুঁঠ গুলঞ্চ মুথা চিরাতা শালপানি চাকুলে ব্যাকুড় কণ্টকারী গোক্ষুরী প্রত্যেক ।০ আনা, জল ৩২ তোলা; শেষ ৮ তোলা।

চিরাতা গুলঞ্চ দ্রাক্ষা আমলকী বনআদা প্রত্যেক ৪ মাষা, জল ৩২ তোলা; শেষ ৮ তোলা।

গুলঞ্চ ক্ষেতপাপড়া মুথা চিরাতা শুঁঠ প্রত্যেক ৪ মাষা, জল ৩২ তোলা; শেষ ৮ তোলা।

বাতশ্লেষ্ম জ্বর।

বেল শোণা গাম্ভারী গণিয়ারি পারুল শালপানি চাকুলে বৃহতী কণ্টকারী, গোক্ষুরী, মিলিত ২ তোলা, জল ৩২ তোলা, শেষ ৮ তোলা; প্রক্ষেপ পিপুল চূর্ণ।

মুথা ক্ষেতপাপড়া শুঁঠ গুলঞ্চ দুরালভা প্রত্যেক ৪ মাষা, জল ৩২ তোলা, শেষ ৮ তোলা।

দেবদারু ক্ষেতপাপড়া বামুনহাটি মুথা বচ ধন্যা কট্‌ফল হরীতকী শুঁঠ নাটাকরঞ্জ প্রত্যেক ২ মাষা, জল ৩২ তোলা; শেষ ৮ তোলা। প্রক্ষেপ হিঙ্গু ও মধু।

সোঁদালেরফল পিপুল মূল মুথা কট্‌কী হরীতকী প্রত্যেক ৪ মাষা, জল ৩২ তোলা ; শেষ ৮ তোলা।

জীর্ণজ্বর।

সেনামুখী ॥০ চিরাতা ॥০ হরীতকী ॥০ কটকী ৵০ যষ্টিমধু ৵০ বাকস ৵০ গোক্ষুর ৵০ জল অর্দ্ধ সের; শেষ অর্দ্ধ পোয়া।

কটকী।০ আমলা।০ চিরাতা।০ গুলঞ্চ।০ ক্ষেত-পাপড়া।০ নিমছাল।০ বননীল।০ রক্তচন্দন।০ জল ৩২ তোলা ; শেষ ৮ তোলা।

পিপ্পলী, আতইচ, দ্রাক্ষা, শ্যামালতা; বিল্ব, রক্তচন্দন, কট্‌কী, ইন্দ্রযব, বেণামূল, সিংহী, আমলকী, মুথা, ত্রায়মাণ; শুণ্ঠী, চিত্রক। এই সকল যোগে ঘৃত পাক করিয়া পান করিলে জীর্ণজ্বর, শিরঃ-শূল, উদরী; হলীমক, জ্বরযুক্ত ক্ষয়কাশ ও পার্শ্বশূল দমন হয়।

বিষম জ্বর।

কৃষ্ণজীরা চূর্ণ ৪ মাষা ও গুড় ৪ মাষা।

রশুণ সেবন করিলে বিষম জ্বর নাশ হয়।

মুথা আমলকী গুলঞ্চ শুঁঠ ও কণ্টকারী ইহাদের প্রত্যেকের ৪ মাষা, জল ৩২ তোলা, শেষ ৮ তোলা।

গুলঞ্চ ১ তোলা সোনামুখী।/০ গোলাব-ফুল ৵০ মোনক্কা।০ আমলা।০ জল ৩২ তোলা ; শেষ ৮ তোলা।

প্লীহা।

ছাগ দুগ্ধের সহিত আদা সেবন করিলে প্লীহা নষ্ট হয়।

যমানী চিতা যবক্ষার বচ দন্তী পিপ্পলী প্রত্যেকটী সমান অংশে লইয়া চূর্ণ করিবে ; মাত্রা ২০ রতি। অনুপান উষ্ণজল, দধিরমাত অথবা মদ্য।

নিসিন্দা চূর্ণ গোমূত্র সহ সেবন করিবে।

কামল।

বাকস মূলের রস চিনির সহিত পান করিবে।

পুনর্ণবা মূলের রস চিনির সহিত পান করিবে।

ঘোষা ফলেরঘ্রাণ লইবে।

কোষ্ঠবদ্ধ।

সোনামুখী ১ তোলা, পুরাতন তেঁতুল ১ তোলা, মিশ্রী ১ তোলা, কাবাবচিনি ১ তোলা ও জল ১৫ তোলা, ১২ ঘণ্টা ভিজাইয়া প্রাতে ছাঁকিয়া পান করিবে।

জীরা, শ্বেতচন্দন, রক্তচন্দন অগুরুচন্দন ও দেবদারু ইহাদের প্রত্যেকটি সমভাগে লইয়া সমষ্টির দ্বিগুণ পরিমাণে সোণামুখী মিলিত করিয়া সেব্য। মাত্রা ॥০ তোলা।

হরীতকী, বহেড়া, আমলা, সোনামুখী, শুঁঠ ও মৌরী সমভাগে লইয়া চূর্ণ করিয়া ৫ মাষা মাত্রায় ব্যবহার্য্য। রেচক ও পাচক।

বমন।

ছোয়ারা কমল ফল ও এলাচি চূর্ণ শীতল জল সহ পান করিবে।

এলাচ গজপিপ্পলী লবঙ্গ নাগকেশর কুলেরআটির শাঁস প্রিয়ঙ্গু মুথা রক্তচন্দন ও পিপ্পলী ইহাদিগের চূর্ণ সমভাগে মিলিত করিবে। মাত্রা ।০ আনা।

কৎবেল মধু পিপ্পলী থৈ ও মরিচ মিলিত করিয়া লেহন করিবে।

মধু হরীতকী ত্রিকটু ধন্যা ও জীরা মিলিত করিয়া লেহন করিবে।

রক্তাতিসার।

বেলশুঁঠা ১ তোলা, বালা ১ তোলা, ছাগদুগ্ধ ১৩ তোলা একত্র সিদ্ধ করিয়া ৮ তোলা থাকিতে নামাইবে। মাত্রা ২ তোলা, চিনিপ্রক্ষেপ দিয়া সেবন করিবে।

দাড়িমের কোমল ছাল ১ তোলা, কুরচির ছাল ১ তোলা জল ৩২ তোলা; শেষ ৮ তোলা।

বেলশুঁঠা, মুথা, ধাইফুল, আকনাদ, মোচরস ও শুঁঠচূর্ণ, প্রত্যেকের সমান ভাগ লইয়া ২০ রতি মাত্রায় সেবন করিবে।

হরীতকী, জাঙ্গি হরীতকী, বহেড়া, আমলা, ত্বজ, সোণামুখী সমান ভাগে মিলিত করিবে। মাত্রা ৮ রতি, অনুপান মধু।

ছোট তেঁতুল চারার মূল ১ তোলা ঘোল দিয়া বাটিয়া সেবন করিবে।

তালমূলী ১ তোলা ও মধু ১ তোলা নারিকেল জলের সহিত সেবন করিবে।

আমাতিসার।

ইন্দ্রযব আতইচ হিঙ্গু সচললবণ প্রত্যেকের ৪ মাষা, জল ৩২ তোলা; শেষ ৮ তোলা।

হরীতকী ধন্যা মুথা বালা বিল্ব প্রত্যেকের ৪ মাষা, জল ৩২ তোলা; শেষ ৮ তোলা।

বহেড়া, শুঁঠ, সিদ্ধিপত্র, যমানী ও সৈন্ধব লবণ ইহাদের প্রত্যেকের চূর্ণ ১০ তোলা ৪০ তোলা চিনির সহিত পাক করিবে। মাত্রা ।।০ তোলা।

গ্রহণী।

চিরাতা কট্‌কী মরিচ পিপুল শুঁঠ মুথা ইন্দ্রযব চিতা সমভাগে মিলিত করিয়া সমষ্টির দ্বিগুণ পরিমাণে কুড়চী ত্বক মিশ্রিত করিবে। মাত্রা ।০ আনা। অনুপান গুড়।

শুঁঠ আতইচ মুথা ধাইফুল রসাঞ্জন কুড়চীরছাল ইন্দ্রযব আকনাদি বেলশুঁঠ কট্‌কী এই সকল সমভাগে চূর্ণ করিয়া মধু ও তণ্ডুলোদকের সহিত সেব্য।

ক্রিমি।

সোমরাজ ইন্দ্রযব পলাশপাপড়া বিড়ঙ্গ প্রত্যেকের ।০ আনা, জল ১ পোয়া শেষ ১ ছটাক।

মধুর সহিত বিড়ঙ্গচূর্ণ সেবন করিবে।

পলাশের বীজ তক্রের সহিত বাটিয়া সেবন করিলে ক্রিমি নষ্ট হয়।

মধুর সহিত নারিকেল জল পান করিবে।

তিতলাউ বীজচূর্ণ তক্রের সহিত সেবন করিবে।

পলাস বীজ ও যমানী একত্র মিলিত করিয়া সেবন করিবে।

আনারসের পাতার রস সেবনে ক্রিমি নষ্ট হয়।

শিরীষ ও অপামার্গের রস মধুযোগে সেবন করিবে।

গুল্ম।

বচ ২ হিং ৫ যমানী ৬ ও চিতার মূল ৭ ভাগ ; এই সকল শুথাইয়া গুঁড়া করিয়া ১ তোলা পরিমাণে উষ্ণ জলের সহিত ৭ দিবস সেবন করিলে গুল্ম নাশ হয়।

হিং, বচ, বিট লবণ, শুঁঠ, জীরা, হরীতকী, কুড ও পুষ্করমূল সমান অংশে লইয়া চূর্ণ করিবে। মাত্রা ৪ মাষা।

শূল।

লৌহ চূর্ণ ২ রতি, ত্রিফলা ৪ মাষা, মধু ১ তোলা।

রক্তোৎপল, অপামার্গ, সৌভাঞ্জন, বচ ও লবণ সমভাগে মিলিত করিয়া ৫ মাষা মাত্রায় সেবন করিলে আমশূল নষ্ট হয়।

মৃগশৃঙ্গ ভস্ম ২ মাষা, ঘৃত ১ তোলা মিলিত করিয়া সেবন করিলে হৃৎশূল নষ্ট হয়।

শঙ্খ ভস্ম, বহেড়া চূর্ণ, আমলকী চূর্ণ ও সৈন্ধব চূর্ণ সমভাগে মিলিত করিয়া জল অনুপানে সেবন করিবে। মাত্রা ✓০ আনা।

সৌবর্চ্চল ১ মাষা শুঠ চূর্ণ ২ মাষা ও হিঙ্গু ৬ রতি, শুঁঠের কাথের সহিত সেবন করিবে।

রশুন ।০ আনা ও মদ্য ৮ তোলা প্রাতে পান করিবে।

যমানী, সৈন্ধব, হরীতকী ও শুঠ ইহাদের চূর্ণ সমভাগে লইয়া ।০ আনা মাত্রায় সেবন করিবে।

শুঁঠের কাথ ও এরণ্ড তৈল সেবন করিবে।

অজীর্ণ।

শুঠচূর্ণ ৩ মাষা ও উষ্ণ দুগ্ধ অৰ্দ্ধপোয়া প্রাতে সেবন করিবে।

যবক্ষার, সৈন্ধব, পিপ্পলী, হরীতকী ও যমানী সমভাগে লইয়া চূর্ণ করিবে। মাত্রা ৩ মাষা, উষ্ণ জল অনুপানে সেবন করিবে।

সৈন্ধব, হিঙ্গু, ত্রিফলা, যমানী, ত্রিকটু ও গুড় ইহাদের প্রত্যেকের সমান ভাগ লইয়া একত্র মিশ্রিত করিবে। মাত্রা —২০ রতি।

শামুকভস্ম, অপাঙ্গমূল ও সৈন্ধব সমান অংশে মিলিত করিয়া সেবন করিবে। মাত্রা ১ মাষা।

শ্বাস।

পিপুল ১ মাষা, দেবদারু ১ মাষা ও শুঁঠ ১ মাষা উষ্ণজল অনুপানে ব্যবহার্য্য।

বহেড়ার মজ্জা শুঁঠ ও মধুর সহিত সেবন করিলে হিক্কাশ্বাস নষ্ট হয়।

গুলঞ্চ শুঁট বামনহাটী কণ্টকারী ও তুলসী ইহাদের প্রত্যেকের ৪ মাষা, জল ৩২ তোলা, শেষ ৮ তোলা। প্রক্ষেপ পিপুল চূর্ণ।

হিক্কা।

ত্রিফলা ও ত্রিকটু চূর্ণ মধুর সহিত সেবন করিবে।

কুষ্মাণ্ড মূল তণ্ডুলোদকে বাটিয়া সেবন করিবে।

নির্ধূম অঙ্গারে হিঙ্গু ও মাষকলাই চূর্ণ নিক্ষেপ করিয়া ধূমপান করিবে।

পিপ্পলী চিনি আমলকী ও শুণ্ঠী মধুসহ লেহন করিবে।

ক্ষয়।

নাগকেশর মূল মধুর সহিত সেবন করিবে।

বাকস মূল ছাগদুগ্ধের সহিত সেবন করিবে।

৩ ফোঁটা চালমুগরার তৈল দুগ্ধ সহ তিনবার সেব্য।

রক্তপিত্ত।

যজ্ঞ ডুমুরের মূল তণ্ডুলোদকের সহিত বাটিয়া সেবন করিবে।

মুথা ক্ষেতপাপড়া বেণারমূল রক্তচন্দন ও বালা মিলিত ২ তোলা, জল ৩২ তোলা, শেষ ৮ তোলা।

কাস।

শুঁঠ ২ মাষা, বেড়েলার মূল চূর্ণ ২ মাষা, দুগ্ধের সহিত সেবন করিলে হৃদ্রোগ, শ্বাস ও কাস নষ্ট হয়।

শুঁঠ, পিপুল, দেবদারু, সমান ভাগে লইয়া চূর্ণ করিয়া ৪ মাষা পরিমাণে সেবন করিলে শ্বাস কাস নষ্ট হয়।

যষ্টিমধু ১ পিপ্পলী ১ দ্রাক্ষালতা ১ কাঁকড়াশৃঙ্গী ১ শতমূলী ১ বংশলোচন ২ ও চিনি ৩২ ভাগ একত্র মিশ্রিত করিয়া ২০ রতি মাত্রায় ঘৃত ও মধুর সহিত লেহন করিবে।

মরিচ ২ তোলা, পিপ্পল ১ তোলা, দাড়িম বীজ ৪ তোলা, পুরাতন গুড় তোলা, যবক্ষার ২ তোলা। মাত্রা ২০ রতি।

শোথ।

পুনর্ণবা মূল ২ তোলা, জল ৩২ তোলা, শেষ ৮ তোলা। প্রক্ষেপ—চিরাতা চূর্ণ ২ তোলা, শুঁঠ ২ মাষা।

কট্‌কী ৪ মাষা, গুড় ১ মাষা।

গোক্ষুরী ১ তোলা, পুনর্ণবা ১ তোলা, শুষ্কমূলা ১ তোলা, কণ্টকারী ২॥• মাষা, কট্‌কী ২॥ মাষা, পল্‌তা ৫ মাষা, জল ১ সের, শেষ এক পোয়া।

পুনর্ণবা, নিমের ছাল, পলতা, শুঁঠ, কট্‌কী, গুলঞ্চ, দেবদারু ও হরীতকী প্রত্যেকটী ২॥ মাষা, জল ৩২ তোলা; শেষ ৮ তোলা।

অর্শ।

ঘোষা ফলের চূর্ণ ঘর্ষণ করিলে বলি পতিত হয়।

মনসা সিজের ক্ষীর হরিদ্রা চূর্ণ সংযুক্ত করিয়া প্রলেপ দিবে।

আকন্দের ক্ষীর, মনসা সিজের ক্ষীর, তিত লাউয়ের পাতা ও ডহর করঞ্জের ছাল, ছাগমূত্রে পেষণ করিয়া প্রলেপ দিবে।

তিল, ভেলা, হরীতকী ও ইক্ষুগুড় সমভাগে পেষণ করিয়া ভক্ষণ করিবে।

বন ওল মৃত্তিকা দ্বারা লেপ দিয়া পুট পাকে সিদ্ধ করিয়া তৈল ও লবণ সহ সেবন করিবে।

পিপুল ও হরিদ্রা গো মূত্রের সহিত পিষিয়া মলদ্বারে দিবে।

বহুমূত্র।

আমলকী রস ৪ তোলা ও মধু ২ তোলা।

বাকসের রস ৪ তোলা ও মধু ২ তোলা।

অশ্বগন্ধার মূল ২ তোলা ঘৃত মিশ্রিত করিয়া সেবন করিবে।

তালমাখানা মুষলী শুঁঠ গোক্ষুরী গুকশিম্বী অশ্বগন্ধা শিমূলপুষ্প বেড়েলা শতমূলী ও মোচরস প্রত্যেকটি সমভাগে মিলিত করিবে। মাত্রা ৮ মাষা। অনুপান চিনি ও দুগ্ধ।

মাষকলাই চূর্ণ যষ্টিমধু ভূমিকুষ্মাণ্ড চিনি ও মধু এই সমুদয় দুগ্ধের সহিত প্রাতে সেবন করিবে।

ধ্বজভঙ্গ।

ভূমিকুষ্মাণ্ড চূর্ণ ঘৃত ও দুগ্ধের সহিত পান করিলে বীর্য্য বৃদ্ধি হয়।

গোক্ষুরী চূর্ণ ২ তোলা দুগ্ধের সহিত ভক্ষণ করিবে।

কলমী শাক দুগ্ধে সিদ্ধ করিয়া শর্করা সহিত সেবন করিলে শুক্র বৃদ্ধি হয়।

তিল ১ তোলা, গোক্ষুরী চূর্ণ ১ তোলা মধু ১ তোলা দুগ্ধ অর্দ্ধসের মিলিত করিয়া সেবন করিবে।

আমলা চূর্ণ ।/০ তিল চূর্ণ ।/০ ভৃঙ্গরাজ চূর্ণ ।/০ প্রত্যহ সেবন করিবে।

শুকশিম্বীবীজ, দ্রাক্ষা, পিপুল, কুলেখাড়াবীজ ও শর্করা প্রত্যেকের ৪ মাষা মধু ও ঘৃত সহ সেবন করিলে শুক্র দোষ ও বন্ধ্যা রোগ নষ্ট হয়।

মঞ্জিষ্ঠা চূর্ণ, অশ্বগন্ধা চূর্ণ, তালমূলী চূর্ণ, গোক্ষুরী ও বিজয়া বীজ সমভাগে লইয়া ৬ মাষা মাত্রায় গাভীর দুগ্ধের সহিত সেবন করিবে।

বাত।

সিদ্ধি নিসিন্দা ভৃঙ্গরাজ মুণ্ডী সমভাগে লইয়া চূর্ণ করিবে। মাত্রা ৪ মাষা।

পুনর্ণবা মূল পানের সহিত সেবন করিলে বাত নষ্ট হয়।

হরীতকী চূর্ণ ৬ মাষা ও শুঁঠ চূর্ণ ২ মাষা সেবন করিলে আমবাত নাশ হয়।

ঘৃত ২ তোলা যবক্ষার ৪ মাষা হিঙ্গু ১ মাষা মিলিত করিয়া সেবন করিবে।

এরণ্ড তৈল ৮ মাষা গো মূত্র ৪ তোলা মিলিত করিয়া পান করিবে।

নিম ও নিসিন্ধা পাতার ভাবরা।

প্রমেহ।

নীলোৎপল এলাচি আতইচ ও অর্জ্জুনছাল প্রত্যেকের ৪ মাষা, জল ৩২ তোলা; শেষ ৮ তোলা।

ত্রিফলা, দারুহরিদ্রা, রাখাল সসা ও মুথা। ইহাদের ক্বাথ হরিদ্রা ও মধু প্রক্ষেপ দিয়া সেবন করিবে।

নিম্ব, বেণাবমূল, আমলকী, হরীতকী প্রত্যেকের ৫ মাষা, জল ৩২ তোলা; শেষ ৮ তোলা।

মঞ্জিষ্ঠা ও রক্ত চন্দনের কাথ।

জবা ফুলের রস ৪ তোলা ও দুগ্ধ ২০ তোলা।

গুলঞ্চর পালো ২ মাষা ও মধু ৬ মাষা।

অশ্মরী।

বরুণছাল ২ তোলা, জল ৩২ তোলা; শেষ ৮ তোলা। প্রক্ষেপ—গুড়।

পুরাতন কুমড়ার রস ৪ তোলা, যবক্ষার ২ মাষা ও গুড় ॥০ তোলা মিলিত করিয়া সেবন করিবে।

অশোকের বীজ ॥০ তোলা জলের সহিত সেবন করিবে।

গোক্ষুরী ৪ তোলা, কুলথ কলাই ২ তোলা, জল ৯৬ তোলা; শেষ ২৪ তোলা।

প্রদর।

অশোক মূল দুগ্ধ সহ বাটিয়া সেবন করিবে।

রসাঞ্জন, চাঁপনটার মূল, বামুনহাটী ও শুঁঠ এই সকল দ্রব্য তণ্ডুলোদকের সহিত পেষণ করিয়া মধু প্রক্ষেপ দিয়া সেবন করিবে।

কদলী ফল চূর্ণ ও মধু সেবন করিবে।

দুগ্ধ ও মধু পান করিলে প্রদর নাশ হয়।

কুশার মূল তণ্ডুলোদকের সহিত পেষণ করিয়া ৩ দিবস সেবন করিলে প্রদর নাশ হয়।

দারুহরিদ্রা রসাঞ্জন বাসক মুথা চিরাতা বেলশুঁঠ ভেলা কুমুদ প্রত্যেকের ।০ আনা, জল ৩২ তোলা; শেষ ৮ তোলা। মধু প্রক্ষেপ দিয়া পান করিবে।

শ্বেত বেড়েলা ১ তোলা, যষ্টিমধু ১ তোলা, চিনি ৪ তোলা, ঘৃত ২ তোলা, দুগ্ধ ৪০ তোলা।

বন্ধ্যা।

অশ্বগন্ধার কাথে ঘৃত ও দুগ্ধ পাক করিয়া ঋতু স্নানের পর পান করিলে বন্ধ্যা নারীর গর্ভ হয়।

জাফরাণ এলাচি বিডঙ্গ সমুদ্রফেণা জায়ফল শিরীষের কুড়ি প্রত্যেক ৪ রতি, জল দিয়া বটীকা প্রস্তুত করিবে। পথ্য দুগ্ধান্ন।

কদম্বের ফল মধুর সহিত পেষণ করিয়া কাঁজির সহিত ঋতুস্নানের পর সেবন করিলে গর্ভ হয়।

গোক্ষুরের বীজ নিসিন্দা পত্রের রসে পেষণ করিয়া ত্রিরাত্র বা পঞ্চরাত্র পান করিলে বন্ধ্যানারী পুত্রবতী হয়।

নাগকেশর চূর্ণ ১ তোলা গব্যদুগ্ধ সহ সেবন করিবে।

কদম্বের পত্র ও শ্বেতবৃহতীর মূল সমভাগে লইয়া ছাগদুগ্ধে পেষণ করিয়া ত্রিরাত্র বা পঞ্চরাত্র সেবন করিবে।

রজোরোধ।

ত্রিকটু ক্বাথে গুড় ও তিল চূর্ণ প্রক্ষেপ দিয়া সেবন করিবে।

শুঁঠ, পিপুল, মরিচ ও বামনহাটি সমভাগে লইয়া চূর্ণ করিবে। এই চূর্ণের ।॰ তোলা তিলের ক্বাথের সহিত ব্যবহার্য্য।

জবাপুষ্প লতাফট্‌কীর পত্র ও দূর্ব্বা কাঁজির সহিত পেষণ করিয়া সেবন করিবে।

আমলকী রসাঞ্জন ও হরীতকী চূর্ণ করিয়া জলের সহিত সেবন করিবে।

চাল্‌তা পত্র পেষণ করিয়া সেবন করিবে।

চক্ষুরোগ।

জয়ন্তী বীজ অথবা হরীতকী স্তন দুগ্ধে ঘর্ষণ করিয়া অঞ্জন করিলে রাত্র্যন্ধতা বিনাশ হয় এবং চক্ষুর রক্তস্রাব চর্ম্ম কোপ ও মাংস বৃদ্ধি নষ্ট হয়।

শ্বেত পুনর্নবার মূল ঘৃতের সহিত পেষণ করিয়া অঞ্জন করিলে জলস্রাব নিবারণ হয়।

নিম পাতার রস বা হাতিশুঁড়ার রস চক্ষুর ভিতর দিলে চক্ষুশূল নাশ হয়।

নির্ম্মলী মধুতে ঘষিয়া চক্ষে প্রলাপ দিলে ছানি নষ্ট হয়।

স্বর্ণমাক্ষী ভীমসেনীকপূর ও মধু একত্র মিশ্রিত করিয়া লাগাইলে ছানি নষ্ট হয়।

চর্ম্ম-রোগ।

সিন্দুর ২ তোলা, জীরা ৪ তোলা, সর্ষপতৈল ২২ তোলা সহ পাক করিবে। ইহাতে দদ্রু পামা নষ্ট হয়।

চিতা, দন্তীমূল, ঘোষাফল এই সকল পেষণ করিয়া তাহার সহিত তৈল পাক করিয়া মস্তকে মাখিলে কেশ-দক্রু নাশ হয়।

নাটারপাতা, সিজেরপাতা, আকন্দেরপাতা ও সোঁদালের পাতা গোমূত্রে পিষিয়া প্রলেপ দিলে নানা প্রকার চর্ম্ম-রোগ নষ্ট হয়।

সিদ্ধি চূর্ণ ২॥ মাষা, মধু ১ তোলা ও ঘৃত ১ তোলা লেহন করিলে কুষ্ঠ নাশ হয়।

ছাতিম ছাল ও ত্রিকটু সেবনে বিবিধ চর্ম্মরোগ নষ্ট হয়।

সোমরাজ বীজ ৪ মাষা ১ তোলা মধুর সহিত কুষ্ঠরোগে সেব্য।

শ্বেতঅপরাজিতামূল পিষিয়া লেপ দিলে কুষ্ঠ নাশ হয়।

বিল্বপত্র নিম্বপত্র ও আমলকী চূর্ণ মিলিত ৬ মাষা সেবন করিবে।

গন্ধক, কুড়, হরিদ্রা, ইন্দ্রযব, যমানী, বিড়ঙ্গ, হরিতাল, মরিচ, সিন্দুর ও চাকুচবীজ সমভাগে পিষিয়া সর্ষপ তৈল সহ পাক করিবে। ইহাতে কচ্ছু পামা প্রভৃতি নানা প্রকার চর্ম্মরোগ নষ্ট হয়।

শিমুলের মূল ১ তোলা লেবুর রসের সহিত সেবন করিলে কুষ্ঠ নাশ হয়।

এলাচি বীজ অথবা সোঁদাল ফল ঘোল দিয়া বাটিয়া লেপ দিলে দক্রুনাশ হয়।

মূলার বীজ লবণ ও কাঁজির সহিত বাটিয়া লেপ দিলে ব্রণ নাশ হয়।

দগ্ধব্রণ।

তিল তৈলে যবভস্ম সমভাগে মিলাইয়া অগ্নিদগ্ধ স্থানে লাগাইবে।

দগ্ধস্থানে মধু মাখাইয়া তাহার উপর যবের গুঁড়া ছড়াইয়া দিবে।

মহিষ নবনীত ও দুগ্ধের সহিত তিল পেষণ করিয়া লেপ দিবে।

ইন্দ্রলুপ্ত।

পক্ক বৃহতী ফলের রসের সহিত গুঞ্জাফল ও মূল পেষণ করিয়া প্রলেপ দিলে ইন্দ্রলুপ্ত নষ্ট হয়।

হস্তিদন্ত ভস্ম ও রসোত সমভাগে লইয়া ছাগদুগ্ধে পেষণ করিয়া লেপ দিবে।

কুঙ্কুম ও মরিচের সহিত তৈল পাক করিবে; পাককালে তেলাকুচা পুষ্পের রস দিতে হইবে। এই তৈল মস্তকে মর্দ্দন করিলে কেশ উদ্ভব হয়।

ত্রিফলা, নীল বৃক্ষের পত্র লৌহ ও ভীমরাজ এই সকল দ্রব্য সমভাগে লইয়া মেষ মূত্রের সহিত মস্তকে মর্দ্দন করিলে শুক্ল কেশ কৃষ্ণবর্ণ হয়।

এক মাস কেবল নিমের তৈলের নস্য গ্রহণ ও গব্য দুগ্ধ পান করিলে শুক্লবর্ণ কেশ পুনর্ব্বার কৃষ্ণবর্ণ হয়।

মেদ।

মধু মিশ্রিত জল পান করিবে।

চৈ, জীর, ত্রিকটু, হিং, সৌবর্চ্চল ও চিতা চূর্ণ সমভাগে মিলিত করিয়া অল্প পরিমাণে সেবন করিবে।

গলগণ্ড ও কুরণ্ড।

বামনহাটির মূল তণ্ডুলোদকে বাটিয়া প্রলেপ দিবে।

শিউলির ফল ও মূল হরিদ্রাচূর্ণের সহিত মিলিত করিবে এবং তপ্ত করিয়া স্বেদ দিবে।

হস্তিকর্ণ পলাশের মূল তণ্ডুলোদক সহিত পেষণ করিয়া গলগণ্ডে প্রলেপ দিবে।

সর্ষপ সজিনা-বীজ তিসি যব ও মূলারবীজ তক্রের সহিত পেষণ করিয়া প্রলেপ দিবে।

শ্বেতঅপরাজিতার মূল ঘৃতের সহিত সেবন করিবে।

রক্তচন্দন, যষ্টিমধু পদ্মকেশর বেণামূল ও নীলোৎপল দুগ্ধসহ পেষণ করিয়া কুরণ্ডে লেপ দিবে।

বট অশ্বত্থ যজ্ঞডুমুর পাকুড় ও বকুল ত্বক্ পেষণ করিয়া ঘৃতের সহিত কুরণ্ডে প্রলেপ দিবে।

শ্বেতআকন্দের মূলের ছাল কাঁজির সহিত পেষণ করিয়া প্রলেপ দিবে।

শ্লীপদ।

ধুস্তূর এরণ্ডমূল নিসিন্দা পুনর্ণবা সজিনামূলেরছাল ও শ্বেতসর্ষপ একত্রে পেষণ করিয়া লেপ দিবে।

নাটার পাতার রস ২ তোলা পান করিবে।

শীয়া পুতার রস ৪ তোলা কাঁজির সহিত পান করিবে।

হরিদ্রা ও গুড় গোমূত্রের সহিত পান করিলে, শ্লীপদ দক্র ও কুষ্ঠ বিনাশ হয়।

ত্রিকটু চূর্ণ ত্রিফলা চূর্ণ চৈ দারুহরিদ্রা চূর্ণ বরুণ ছাল চূর্ণ গোক্ষুরী চূর্ণ মুণ্ডী চূর্ণ প্রত্যেকের ১ তোলা বৃদ্ধ দারক চূর্ণ ৮ তোলা। মাত্রা ১ মাষা।

পিপ্পলী ২ তোলা চিতা ৪ তোলা দন্তী ৮ তোলা হরীতকী ২০টা গুড় ১৬ তোলা। মাত্রা ১ তোলা।

দণ্ডোৎপল মূল ও হরিতাল লেপ দিবে।

শিরোরোগ।

বিড়ঙ্গ, গন্ধক, নীলোৎপল ও গোমূত্র সর্ষপতৈলে পাক করিয়া মস্তকে মর্দ্দন করিবে।

কৃষ্ণতিল অথবা গুলঞ্চ দুগ্ধে পিষিয়া লেপ দিবে।

শুঁঠ ১ বিটলবণ ২ জাঙ্গিহরীতকী ৪ সোণামুখী ১২ ইহাদের চূর্ণ মিলিত করিয়া ।০ আনা মাত্রায় সেবা।

কট্‌কী সোনামুখী শুঁঠ ও গুলঞ্চ মিলিত ২ তোলা, জল ৩২ তোলা; শেষ ৮ তোলা।

অপস্মার।

বচ চূর্ণ ৪ মাষা প্রত্যহ সেবন করিবে।

সোমরাজ বীজ বাটিয়া নস্য লইবে।

পক্ষাঘাত।

বান্দুলী ফুল ও জবাফুল একত্র বাটিয়া নস্য লইবে।

মাষকলাই শুকশিম্বী এবং বেড়েলা প্রত্যেকের ৫ মাষা, জল ৩২ তোলা; শেষ ৮ তোলা। প্রক্ষেপ—হিঙ্গু ১ মাষা ও সৈন্ধব ১ মাষা।

চিতা ইন্দ্রযব আকনাদি কট্‌কী হরীতকী প্রত্যেকের ⁄০ আনা মিলিত করিয়া সেবন করিবে।

উপদংশ।

ত্রিফলার ক্বাথে অথবা ভীমরাজের রসে ক্ষত ধৌত করিবে।

মধু ও রসাঞ্জন একত্র মিশ্রিত করিয়া প্রলেপ দিবে।

কর্ণরোগ।

সজিনার রস তিল তৈলের সহিত সমভাগে মিলিত ও উষ্ণ করিয়া কর্ণে পূরণ করিলে কর্ণশূল নিবারণ হয়।

হিঙ্গু ধন্যা ও শুঁঠ সহ সর্ষপ তৈল পাক করিয়া কর্ণে পূরণ করিবে।

মনসা সিজের পাতা ঝলসাইয়া তাহার রস কর্ণে পূরণ করিবে।

সমুদ্রফেণ ধুস্তূর পত্রের রসের সহিত মিলিত করিয়া প্রলেপ দিবে।

মধু সংযুক্ত মালতী পত্রের রস অথবা গোমূত্র দ্বারা পূতিকর্ণ পূরণ করিবে।

লশুনের রস তিল তৈল সহ মিলিত ও উষ্ণ করিয়া কর্ণ পূরণ করিলে বধিরতা নাশ হয়।

উন্মাদ।

ব্রাহ্মীশাক ২ তোলা মধু ১ তোলা কুড় ২০ রতি মিশ্রিত করিয়া ব্যবহার্য্য।

পুরাতন কুষ্মাণ্ড ২ তোলা মধু ১ তোলা ও কুড় ২০ রতি সেবন করিবে।

দশমূল ক্কাথ ঘৃত সহ সেব্য।

অম্লপিত্ত।

হরীতকী ৩ মাষা ভৃঙ্গরাজ চূর্ণ ৩ মাষা ও পুরাতন গুড় ৩ মাষা মিলিত করিয়া সেবন করিবে।

বাকস গুলঞ্চ ক্ষেতপাপড়া চিরাতা নিমছাল আকন্দেরআটা ত্রিফলা পটোল মূল প্রত্যেকের ১ মাষা, জল ৩২ তোলা শেষ ৮ তোলা।

নিমছাল ও পলতার ক্কাথে হিঙ্গু মধু ও সৈন্ধব লবণ প্রক্ষেপ দিয়া রোগীকে পান করাইয়া বমন করাইবে।

সমাপ্ত।